উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 1 September 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 105 JAL

রংদার

নয় থেকে বারোর পাতায়

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক— সর্বত্র রমরমা ফেক নিউজের। এবারের প্রচ্ছদে ভুল খবর ছড়ানোর গল্প।

ফেক নিউজ

এ কোন আঁধার

- ১০ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে প্রৌঢ়াকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ২ তরুণ
- ১৩ অগাস্ট : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে মূক ও বধিরকে ধর্ষণ
- ১৫ অগাস্ট : শিলিগুড়ি শহরের এক স্কুল ছাত্রীকে ফুলবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ
- ১৫ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ
- ১৬ অগাস্ট : প্রধাননগর থানার এক অভিজাত আবাসনে যৌন নির্যাতনের শিকার বছর আটের নাবালিকা
- ১৬ অগাস্ট : মালদার মানিকচকে বধূকে ধর্ষণ করে ভিডিওগ্রাফি
- ২০ অগাস্ট : বক্সিরহাটের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে লাগাতার অত্যাচার
- ২৩ অগাস্ট : রায়গঞ্জে নোট দেওয়ার বাহানায় সহপাঠীকে ধর্ষণ
- ২৪ অগাস্ট : শিলিগুড়িতে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল নাতনি। সেখানেই ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়া এক বন্ধুকে জানায় নাবালিকা। সেই 'বন্ধু' তাকে সহযোগিতার বদলে হোটেলে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে
- ২৫ অগাস্ট : দিনহাটা শহরতলির ১২ বছরের এক নাবালিকাকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে
- ২৫ অগাস্ট : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে বৌদিকে নির্যাতন
- ২৬ অগাস্ট : কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারিতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক নাবালিকাকে বাড়ির পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে ৪৫ বছরের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে
- ২৯ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারীতে ১০ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা
- ২৯ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারীতে বছর ২০-র তরুণীকে নির্যাতন
- ২৯ অগাস্ট : মালদার হবিবপুরে শিকার নবমের ছাত্রী
- ৩১ অগাস্ট : মালদার হবিবপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে ধর্ষণ

আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য। কলকাতা থেকে কোচবিহার প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। অথচ ১০ অগাস্টের পর থেকে উত্তরবঙ্গে ১৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার প্রতিকার তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবাদই হয়নি। এছাড়া শ্লীলতাহানির ঘটনা তো গুনে শেষ করা যাবে না।

ধর্ষণে অভিযুক্ত শাসক নেতা

মামলা নিয়ে চাপের অভিযোগ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে উত্তাল সময়ে প্রকাশ্যে এল আরেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শাসকদল ঘনিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির জেলা সম্পাদকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হুমকি এবং প্রভাব খাটিয়ে মামলা ধামাচাপা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে এল ধূপগুড়িতে। এই মামলায় পুলিশের ভূমিকায় রয়েছে হাজারো প্রশ্ন। যার সদুত্তর মেলেনি। দীর্ঘদিন বাদে কেন ধর্ষণের মামলা রুজু হল, কেন মামলা নথিভুক্তর সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং ডাক্তারি পরীক্ষা করা হল না, কেন প্রভাবশালী অভিযুক্তকে মুক্ত রেখেই নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি আদালতে রেকর্ড করিয়ে ফেলল পুলিশ। এমন হাজারো প্রশ্নের জবাবে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত ২৮ অগাস্ট অভিযোগকারী বিচারকের কাছে যে জবানবন্দি দিয়েছেন যেখানে ধর্ষণের উল্লেখ নেই। তিনি মামলা চালাতে রাজি নন বলেও জানিয়েছেন। পুলিশ অভিযোগকারীকে আইনি সহায়তা দিতে বদ্ধপরিকর।'

এদিকে, অভিযুক্তের ভয়ে প্রায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকা নির্যাতিতার সঙ্গে কথোপকথনে জানা গিয়েছে, চলতি বছর জুন মাসের গোড়ায় পারিবারিক জমি বিবাদ সংক্রান্ত দলিল জোগাড়ের তাগিদে অভিযুক্তের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। অভিযুক্ত তাকে ৮ জুন দুপুরে ধূপগুড়ি শহরের সৎসঙ্গপাড়ার বাড়িতে ডাকেন। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের আঙুলের আংটির আঘাতে যৌনাঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হয় বলে জানান নির্যাতিতা। এরপর মাসখানেক সেই ক্ষতের চিকিৎসা করান নির্যাতিতা। এর মাঝেই অভিযুক্তের পরিবারের তরফে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার কথা দিয়ে চিকিৎসায় তাঁকে সহায়তা করা হবে বলে টোপ দেওয়া হয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর চিকিৎসা করানো দূরের কথা উলটে নির্যাতিতার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় অভিযুক্ত এবং তার পরিবার। নির্যাতিতার বয়ান অনুসারে, 'প্রায় দেড় মাস গোটা পরিবার আমাকে আশ্বাস দিয়ে ফেলে রাখে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি যখন বলি আমি আইনের দ্বারস্থ হব তখন অভিযুক্ত বলে এত দেরি করা হল যাতে মেডিকেলে কিছুই না পাওয়া যায়। এই বলে আমাকে গালাগাল করে তাড়িয়ে দেয়। তারপর আমি আইনের দ্বারস্থ হই।'

গত ২৮ জুলাই ধূপগুড়ি থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। সেই অভিযোগের দীর্ঘদিন পর ২০ অগাস্ট ধূপগুড়ি থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, শারীরিক নিগ্রহের ধারা দেওয়া হয়। অভিযোগ পেয়েও কোনও অজ্ঞাত কারণে অভিযুক্তকে আটক, গ্রেপ্তার কিছুই করেনি পুলিশ। কেন এমন হল তার সদুত্তর দিতে পারেননি পুলিশকর্তারা।

অভিযুক্তকে বাঁচানোর অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি সহ বিরোধীরা। বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্তের কথায়, তৃণমূল ও পুলিশের আঁতাতে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নে পুলিশ

- মামলা হওয়ার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি
- নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়নি সঙ্গে সঙ্গে
- অভিযুক্তকে ছেড়ে রেখেই নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড
- দীর্ঘদিন পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও শারীরিক নিগ্রহের ধারা যুক্ত
- মামলা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পুলিশ

> দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে অপরাধীরা কখনোই সংযত হবে না। পুলিশকেও সাধারণ মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে হবে। সেইসঙ্গে আরও বেশি সক্রিয় থাকতে হবে তাদের। আর মেয়েদের বলব, তারা যেন আত্মরক্ষার প্রথম ধাপটুকু অন্তত শিখে রাখে। আসলে সচেতনতাটা ভীষণ জরুরি।
>
> -লীনা গঙ্গোপাধ্যায় *(চেয়ারপার্সন, রাজ্য মহিলা কমিশন)*

> বিদেশে তরুণ বয়স থেকেই স্কুল, কলেজে যে সমস্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ঝোঁক দেখা যায়, তাদের চিহ্নিত করে আলাদাভাবে শিক্ষাদান, তাদের দৈনন্দিন আচরণে নজর রাখা সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়। আমাদের দেশে এই চিহ্নিতকরণের সেই ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সেভাবে না থাকায় এই সমস্যাগুলি বাড়ছে।
>
> -নির্মল বেরা *(মনোরোগ বিভাগের প্রধান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ)*

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিতে জল্পনা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ অগাস্ট : ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান স্থগিত করল রাজ্য সরকার। শনিবার সন্ধ্যায় শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও কেন অনুষ্ঠান স্থগিত করা হল তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে সেই অনুষ্ঠান হবে কি না সে বিষয়েও কমিশনারের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

অনুষ্ঠান বাতিলের খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়েছে শিক্ষামহলে। শিক্ষকদের একাংশের ধারণা, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে চারদিকে যেভাবে প্রতিবাদ হচ্ছে তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে শিক্ষা দপ্তর। অনুষ্ঠানে কোনও কারণে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ হলে তা নিয়ে হইচই পড়তে পারে। সেই আশঙ্কাতেই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডলের কথা, 'কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন থেকে সন্ধ্যায় মেসেজ এসেছে। সেই অনুসারেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' শিক্ষা দপ্তরের রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজ পাঠালেও উত্তর দেননি।

শিক্ষক দিবসের ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান যে হচ্ছে না এদিন সন্ধ্যার পর তাদেরও শিক্ষা দপ্তরের তরফে মেসেজ করে সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ রুখতে এর আগে বাতিল করা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ। রাজনৈতিক স্লোগান লিখলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিলের ফরমানও জারিতেও আরজি করের ছায়াই দেখছে শিক্ষামহল। তবে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বাতিলের ঘটনায় বিস্মিত শিক্ষা দপ্তরের অনেক আধিকারিক।

কৃতীদের কলকাতার অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বাস ভাড়া সহ যাবতীয় আয়োজনও করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান স্থগিতের খবরে তড়িঘড়ি সেইসব বাসের ভাড়া বাতিল করা শুরু হয়েছে। শনিবার রাতেই কোচবিহার জেলা প্রশাসন ভাড়া বাতিল করেছে। শিক্ষক দিবসের ওই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান থেকেই শিক্ষারত্ন প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যসেরা স্কুলগুলোকেও পুরস্কৃত করা হয়। জেলা স্তরেও একটি করে অনুষ্ঠান করে শিক্ষা দপ্তর। সূত্রের খবর, সেই অনুষ্ঠানও স্থগিত করার নির্দেশ এসেছে রাজ্য থেকে। কোচবিহার ল্যান্ডডাউন হলে জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেটাই ইতিমধ্যেই স্থগিত করা হয়েছে।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৃতীদের সংবর্ধনা দেন। *এরপর ষোলোর পাতায়*

উচ্চমাধ্যমিকে রাজনৈতিক কথা লিখলে খাতা বাতিল

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : সাবধান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা! পরীক্ষার খাতায় রাজনীতির ছোঁয়া থাকলে বিপদ!

বাতিল হয়ে যেতে পারে উত্তরপত্রটাই। পরীক্ষার্থীরা কী কী করতে পারবেন না, তা জানিয়ে ২৫ দফার একটি নির্দেশিকা সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশ করেছে। সেই নির্দেশিকায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে, আপত্তিকর ও অশালীন বা রাজনৈতিক স্লোগান লিখলে উত্তরপত্র বাতিল হতে পারে।

সেরকম উত্তরপত্র পাওয়া গেলে অনিয়ম রোধে গঠিত সংসদের একটি কমিটি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে ডেকে পাঠাবে। সেই পরীক্ষার্থীর বক্তব্য সন্তোষজনক মনে না হলে তার গোটা পরীক্ষাটা বাতিল করে দেওয়ার এক্তিয়ার থাকবে সেই কমিটির। নির্দেশিকাটির দেওয়ার কারণ নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। সবাই পরীক্ষা দেয় খাতায় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য। সেক্ষেত্রে কেন সংসদ ধরে নিচ্ছে, প্রশ্নের উত্তর বাদে অন্য কিছু লেখা হতে পারে?

কী কী নিষেধ

- আপত্তিকর, অশালীন মন্তব্য, রাজনৈতিক স্লোগান লেখা
- ভুল নাম বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়া
- উত্তরপত্র জমা না দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে চলে যাওয়া
- পরীক্ষার খাতার সঙ্গে উত্তর লেখা চিরকুট বা টাকা থাকা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অবশ্য এই নির্দেশিকায় ব্যতিক্রমী কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এ ধরনের নির্দেশিকা আগেও দেওয়া হত। কোনও পড়ুয়া পরীক্ষার খাতায় অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য বা রাজনৈতিক স্লোগান লিখলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে।' সংসদ সভাপতির বক্তব্য, এ রকম ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অন্যথায় তার নির্দিষ্ট ওই উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা হয় না।'

তিনি রুটিন নির্দেশিকা বলে মন্তব্য করলেও বিতর্ক থামছে না। বিশেষ করে আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে দেশব্যাপী প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশিকাটি তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। ওই ঘটনায় বাংলায় কলেজ তো বটেই, স্কুল পড়ুয়ারা আন্দোলন করছে। শিক্ষা দপ্তর কড়া নির্দেশ পাঠিয়ে কিংবা হাওড়া জেলার তিনটি স্কুলকে শোকজ করেও সেই আন্দোলন বন্ধ করতে পারছে না।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করতে উত্তরপত্রকে বেছে নিতে পারে বলে আশঙ্কা থেকে সংসদ এই বেড়ি পরানোর চেষ্টা করছে বলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মাঠের প্রতিবাদে আবার উঠে এল আরজি কর কাণ্ড। ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগান গ্যালারিতে বোনের জন্য হাহাকার। সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার পরিও যেন রক্তাক্ত। ফাইনালে মোহনবাগান নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে টাইব্রেকারে হেরে গেল। শনিবার যুবভারতীতে।

জল নিয়ে জলঘোলা কৃষ্ণর

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : পুরসভার অনুমতি না নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে জলের কল বসাতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। তাতে বিতর্কে জড়ালেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজনবস্তি এলাকায়। কৃষ্ণর উদ্যোগে সেই জলের কল বসানের কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। যার কারণে এদিন ওই এলাকায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

পুরসভা এলাকায় অনুমতি ছাড়া কেউ কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে জলের কল বসানোর অনুমতি পুরসভা কাউকে দেয়নি। অন্যদিকে কৃষ্ণের দাবি, এলাকার বাসিন্দারা তাঁর কাছে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন। কলের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। মানুষের জন্য সেই কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি।

তবে বিতর্কে জড়ানো অবশ্য কৃষ্ণর কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগেও পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সভার মাধ্যমে দলের যোগদান কর্মসূচি করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। তখন তা নিয়ে কৃষ্ণর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কাউন্সিলারদের একাংশ। প্রকাশ্যে এসেছিল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এবার স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ধারণা, জলের কল বসানো নিয়ে সরকারি নিয়মকে সামনে রাখা হলেও এর নেপথ্যে রয়েছে সৈকত গোষ্ঠী এবং কৃষ্ণ গোষ্ঠীর ঠান্ডা লড়াই।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওই এলাকায় পুরসভা জলের কলের ব্যবস্থা করবে। পুরসভার অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যক্তিগতভাবে পুরসভার জমিতে এভাবে জলের কল তৈরির কাজ করতে পারে না। পুরসভার তরফে ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'এটা কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নয়। কৃষ্ণ দাস মানুষের জন্য জলের কলের ব্যবস্থা করছেন। এটা একদিকে যেমন ভালো কাজ। আবার একইভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুর এলাকায় কিছু করতে হলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।' আপাতত সেখানে কল নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা সমাধানে মহুয়া পুর কর্তৃপক্ষ এবং কৃষ্ণর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

কী ঘটেছে

- ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জলের সমস্যা নিয়ে কৃষ্ণের দ্বারস্থ
- কৃষ্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কল বসাবার কাজ শুরু করে দেন
- কয়েকজন তরুণ গিয়ে সেই কাজ আবার বন্ধ করে দেন
- সেই তরুণরা সৈকত-ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত

তৃণমূলের এসটি-এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় কয়েকটি ওয়ার্ডে সভা করেছিলেন। ওয়ার্ডে রাজনৈতিক সভা করলেও সেখানে স্থানীয় কাউন্সিলারদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। খোদ তৃণমূলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা কৃষ্ণর সভা এবং দলে যোগদান কর্মসূচি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদে সরব হন। কৃষ্ণর সেই সভাগুলোর মধ্যে একটি হয়েছিল ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা হরিজনবস্তি এলাকার পানীয় জলের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। কৃষ্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকায় পানীয় জলের কল বসাবেন বলে জানিয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে হরিজনবস্তি দুর্গামণ্ডপের সামনে ভূগর্ভস্থ জল তোলার জন্য বোরিংয়ের কাজ শুরু হয়। *এরপর ষোলোর পাতায়*

একনজরে

'মি টু' ঝড়

মি টু'র অভিযোগ তুলেছেন মালয়ালম ছবিতে কাজ করা বহু অভিনেত্রী। অভিযুক্তের তালিকায় পরিচালক রঞ্জিত, সিপিএমের অভিনেতা- বিধায়ক এম মুকেশ সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা। যৌন নিগ্রহের শিকড় কতটা গভীরে ছড়িয়েছে হেমা কমিটির রিপোর্টে সেটা বোঝা গিয়েছে। হেনস্তার শিকার শিল্পীদের তালিকায় সংযোজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা শরৎকুমার এবং মালা পার্বতী।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

ইউনূসকে চাপে রাখছে ইসলামিক সাতটি দল

ঢাকা, ৩১ অগাস্ট : ইসলামিক দলগুলির চাপ বাড়ছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। ইসলামের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনও আইন প্রণয়ন না করার দাবি জানানো হল শনিবার। হেপাজতে ইসলামি দলের বিরুদ্ধে দায়ের করা নির্দেশ বা আইনি প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করতে এক মাস সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শনিবার অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি দেওয়া হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠক বলা হলেও ডাক পায়নি আওয়ামি লিগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) থাকলেও ইসলামপন্থী দলগুলির উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি। সাতটি ইসলামিক দল ডাক পেয়েছিল।

ওই দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনি সংস্কারের নানা প্রস্তাব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রধানমন্ত্রী পদে কারও দু'বারের বেশি নির্বাচিত না হওয়ার ব্যবস্থা। শনিবার সরকারের মুখ্য উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর হেপাজতে ইসলামির নেতা মৌলানা মামুনুল হক বলেন, 'সব ভোটারের প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদে নিশ্চিত করতে সংস্কারমূলক মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব আমরা দিয়েছি।'

নির্বাচনের জন্য ইসলামি দলগুলি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করবে না বলে ইঙ্গিত মিলেছে তাঁর কথায়। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'সুনির্দিষ্ট কোনও মেয়াদ নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি।' এ সব বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বক্তব্য জানা যায়নি। এই বৈঠকের পর আওয়ামি লিগ তো বটেই, বিএনপির মতো মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার ও ইসলামিক সংগঠনগুলির টানাপোড়েন তীব্র হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অফিসারকে দেখে পুলিশ হওয়ার ইচ্ছে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : 'ম্যাডাম আমি আপনার মতো পুলিশ অফিসার হতে চাই। তার জন্য কী করতে হবে?' প্রশ্নটা ভেসে এল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে আয়োজিত বিজয়িনী-অনুষ্ঠান চলাকালীন এক ছাত্রীর মুখ থেকে। তিনদিনব্যাপী চলা কর্মশালার শেষ দিনে যখন মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ চলছিল, সেসময় জেলা পুলিশের এক মহিলা অফিসারকে দেখে আর পাঁচজন ছাত্রীদের মতো তার চোখও জ্বলজ্বল করছিল। মনে মনে গেঁথে নিয়েছিল অনেক স্বপ্ন। সুযোগ পেতেই ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিককে প্রশ্ন করেই বসে 'আচ্ছা ম্যাডাম পুলিশ হতে কী করতে হবে? আপনার মতো হতে গেলে কত নম্বর পেতে হবে?'

ছাত্রীর এমন প্রশ্নে প্রথমে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন। তারপর বিনয়ের সুরে সাব-ইনস্পেকটর উপাসনা গুরুং বলেন, 'পুলিশের অনেক পরীক্ষা হয়। কনস্টেবল থেকে ডিএসপিও হতে পারবে তোমরা। শুধু ইচ্ছে ও ভালোবাসা থাকতে হবে। নিশ্চয়ই পারবে। গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। দেখবে একদিন পুলিশের উর্দি পরার ও সমাজের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবে, ইচ্ছে পূরণ হবে।'

জলপাইগুড়ি মারওয়াড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সঞ্জনা ঠাকুর। বাবা পেশায় টোটোচালক। কষ্ট করে বেশ পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। সেভাবে কখনোই ভেবে দেখেনি কিংবা ইচ্ছে প্রকাশ করেনি বড় হয়ে কী হবে। এরই মাঝে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে অনুষ্ঠিত হল 'বিজয়িনী'। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় শনিবার। মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০ জন ছাত্রীকে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত পুলিশকর্মীরা প্রশিক্ষণ দেন। উপস্থিত ছিলেন সাব-ইনস্পেকটর উপাসনা গুরুং। তাঁকে দেখেই সঞ্জনার স্বপ্ন জাগে বড় হয়ে পুলিশ অফিসার হওয়ার। সঞ্জনা বলে, 'প্রতিদিনই প্রায় নারী নির্যাতনের ছবি উঠে আসছে। একজন মহিলা চিকিৎসকের জীবনও নষ্ট হয়ে গেল সমাজের কিছু খারাপ মানসিকতার মানুষের জন্য। মহিলা পুলিশ অফিসারকে দেখে মনে হল পড়াশোনা করে পুলিশের পরীক্ষায় পাশ করে যদি পুলিশ হতে পারি তাহলে ওঁর মতো আমিও মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে পারব। নিরাপত্তা দিতে পারব। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব।' সাব-ইনস্পেকটর গুরুং বলেন, 'ওর ইচ্ছে পূরণের জন্য যতরকমভাবে সাহায্য করা যায় করব।'

মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে উপাসনা গুরুং।

কালচিনিতে রহস্যের কিনারা হয়নি, ছিপড়ায় হাতির হামলার ‘শিকার’ ছাগল

মৃত্যুর ধোঁয়াশা কাটেনি

মাদি হাতির মৃত্যুর কারণ নিয়ে বনকর্মী এবং আধিকারিকদের ধারনা, মাদি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে দলের অন্য হাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে। কিন্তু শাবকটির মৃত্যুরহস্যের সমাধান মেলেনি। অন্যদিকে, এদিন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নারারথলি জঙ্গল লাগোয়া ছিপড়ায় একটি ছাগল হাতিটির আক্রমণে জখম হয়েছে। শুঁড় দিয়ে সেটিকে ধাক্কা দিলে ছাগলটি ছিটকে পড়ে এবং কোমরের হাড় ভেঙে যায়।

দিনেরবেলাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে লেজকাটা বুনো হাতি। শনিবার। -সংবাদচিত্র

সমীর দাস

কালচিনি, ৩১ অগাস্ট : কালচিনি ব্লকের পাশাপাশি দুটি চা বাগান থেকে শুক্রবার একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতি ও একটি শাবকের দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। শনিবার দুটি হাতির ময়নাতদন্ত করেছেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের প্রাণী চিকিৎসকরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে মাদি হাতির মৃত্যুর কারণ নিয়ে বনকর্মী এবং আধিকারিকদের একাংশ একমত। তাঁদের ধারণা, মাদি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে দলের অন্য হাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে। কিন্তু শাবকটির মৃত্যু নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। পাশাপাশি ঘটনার দিন অনুমান করা হয়েছিল, মৃত শাবকটি মাদি হাতিটির হতে পারে। এদিন সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই দুই হাতির মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তার আগে বন দপ্তরের তরফে কেউ কিছু বলতে নারাজ। শনিবার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কয়েকজন আধিকারিককে ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন না ধরায় এই বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

কালচিনি বাগানে হস্তীশাবকের দেহ পড়ে আছে। -ফাইল চিত্র

শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ আনুমানিক ২০ বছরের পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় রায়মাটাং চা বাগানের ৫ নম্বর সেকশনে। সেদিনই বিকেলে আনুমানিক ৪ বছরের শাবকটির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় কালচিনি চা বাগানের আউট ডিভিশন বোকেনবাড়ির ১০ নম্বর সেকশনে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে যা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে করা হচ্ছে, মাদি হাতিটির সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করেছিল দলেরই কোনও মর্দা হাতি। এতে সম্ভবত মাদি হাতিটির সায় না থাকায় মর্দা হাতিটি আক্রমণ করে মাদি হাতিটির ওপর। সেই সংঘর্ষে জখম হয়ে সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে মাদি হাতিটির।

মর্দা শাবকটির মৃত্যুর পেছনে একাধিক তত্ত্ব তুলে ধরেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। একটি মত অনুযায়ী, বজ্রপাতে শাবকটির মৃত্যুর কথা উঠে আসছে। কারণ, শাবকটির দেহের বাইরে প্রচুর মল লেগেছিল। মনে করা হচ্ছে, বিষধর সাপের ছোবলেও শাবকটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

তাছাড়া আরও একটি সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সম্ভবত শাবকটি বড় কোনও হাতির দলের সঙ্গে যাওয়ার সময় পথে বিশালাকার দুটি হাতির পেটের নীচে চাপা পড়ে যায়। আর তাতে শ্বাসরোধ হয়ে শাবকটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

কী হতে পারে

- বজ্রাঘাতে মৃত্যু
- বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু
- হাতির দলের সঙ্গে যাওয়ার সময় বিশালাকার হাতির পেটের নীচে চাপা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু

লেজকাটার তাণ্ডবে হুলুস্থুল ছিপড়া গ্রামে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩১ অগাস্ট : সকাল সকাল হাতির ডাক কানে আসছিল ছিপড়া গ্রামের বাসিন্দা ক্ষিতীশ দাসের। কাছেপিঠেই কোথাও সেটি রয়েছে, এই অনুমান করে বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানের দিকে দু’পা যেতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সেখানেই দণ্ডায়মান লেজকাটা একটি হাতি। সঙ্গে সঙ্গে পড়শিদের ডাকাডাকি শুরু করেন তিনি। মানুষ জড়ো হয়ে হল্লা শুরু করলে হাতিটি বাঁশ বাগান থেকে বেরিয়ে ঘোষপাড়ার দিকে চলে যায়। কিন্তু ফিরে এসে ফের সেটি ছিপড়া গ্রামে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়। এদিন ভোর সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নারারথলি জঙ্গল লাগোয়া ছিপড়ায় আতঙ্কে কাটান বাসিন্দারা। ছিপড়ায় একটি ছাগল হাতিটির আক্রমণে জখম হয়েছে। শুঁড় দিয়ে সেটিকে ধাক্কা দিলে ছাগলটি ছিটকে পড়ে এবং কোমরের হাড় ভেঙে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা জয়কৃষ্ণ দাস জানান, প্রতি রাতেই লেজকাটা ওই বুনো হানা দিয়ে খেতের ফসল, ঘরবাড়ির ক্ষতি করে চলেছে। শনিবার দিনের বেলাতেও গ্রামে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াল সেটি। বাঁশবাগানের ক্ষতি হয়েছে। তবে, এদিন ঘরবাড়ি, খেতের ফসলের কোনও ক্ষতি করেনি হাতিটি।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, রাতে হাতিটি ওই গ্রামের একটি বাঁশ বাগানে ঢুকে পড়ে। সারারাত ধরে প্রচুর বাঁশ ভেঙে নরম অংশ খেয়ে নেয়। তবে তখন গ্রামবাসীরা সেটা টের পাননি। সকালে হাতির ডাক শুনে গ্রামবাসীরা হাতির উপস্থিতি টের পান। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে সাড়ে ৮টা নাগাদ হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সমর্থ হয়।

জখম ছাগলের মালিক ঠাকুরদাস মোদক বলেন, ‘বাড়ির সামনেই ছাগল ছিল। হাতিটি এসে ছাগলটিকে ধাক্কা মারে। এতে ছাগলের কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছে। পশু চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা চলছে। এক গ্রামবাসীর অন্তত ১০০ সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতিটি। যেভাবে হাতির হানা হচ্ছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

বন দপ্তরের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ‘বনকর্মীরা গিয়ে হাতিটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলমুখী করতে সমর্থ হন। আমরা হাতির হানা রোধে লাগাতার টহল দিচ্ছি।’

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এ সপ্তাহে অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে অবশ্যই শামিল করুন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন।

বৃষ : অযথা কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। সমস্ত ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে যাবেন না। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির সামনে নিয়ে যাবেন না।

মিথুন : পরিবারের সঙ্গে এ সপ্তাহ খুব ভালো যাবে। বহুদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় আসে তবে তা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানান। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন পর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কবিতর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও বুঝতে ভুল করে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। এ সপ্তাহে আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন প্রিয়জনেরা। প্রেমের বিষয়ে সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ। চিকিৎসকগণরা বিদেশ গমনের ইচ্ছাপূরণ করতে পারবে।

কন্যা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। হঠাৎ কোনও লোভনীয় সুযোগ আপনার সামনে এলেও তা গ্রহণ করবার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন।

তুলা : সামান্যতে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হলে চিন্তাভাবনা জরুরি। এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। কন্যার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা।

বৃশ্চিক : যে কোনও কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। অতি আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারে। বাড়ি সংস্কার করতে উদ্যোগী হওয়ার আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া ভালো। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে।

ধনু : সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ চলবে। অংশীদারের জন্য ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। হৃদরোগীরা সামান্যতম সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্য সরকারি ঋণ অনুমোদন পেতে পারেন। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করে ঠকতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ অখুশি করবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়।

মীন : ব্যবসার কারণে সপ্তাহের শেষভাগে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১০ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৫ ভাদ, সংবৎ ১৪ ভাদ্রপদ বদি,২৭ শফর। সূঃ উঃ ৫।২২ অঃ ৫।৫৪। রবিবার, চতুর্দশী শেষরাত্রি ৫।৭। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৮। পরিঘযোগ রাত্রি ৮।৮। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩৮ গতে শকুনিকরণ শেষরাত্রি ৫।৭ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১০।৫৮ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, শেষরাত্রি ৫।৭ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৪ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৫।৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক, সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। (M) 6295933518. (C/112254)

■ বারুজীবী, 28/5'-3", MBBS Govt. Doctor, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার পাত্র চাই। 8250264157. (C/112198)

■ পাত্রী দেবারি, 34/4'-11", M.A., B.Ed., বেঃ সঃ স্কুল শিক্ষিকা, অনূর্ধ্ব 39, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 9475800919. (C/112199)

■ পাত্রী কোচবিহার শহর নিবাসী, বয়স ৩০+, উঃ ৫'-৬", কায়স্থ, সরকারি শিক্ষিকা। কোচবিহার শহর নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 6296469002. (C/111801)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, M.Sc., সুন্দরী, পিতা গভঃ কর্মচারী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/112269)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর বয়সি, কুলীন কায়স্থ, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। কাস্ট নো বার। (M) 9330394371. (C/112269)

■ জন্ম ১৯৯৯, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.A. পাশ, ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল-এর নন টিচিং স্টাফ, সুন্দরী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 7319538263. (C/112269)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা সেন্ট্রাল গভঃ কর্মচারী, ৩৩ বছর বয়সি, একমাত্র কন্যা, M.A., B.Ed., রবীন্দ্রসংগীতে বিশারদ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 8918177819. (C/112269)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৪ বছর বয়স, M.A. পাশ, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ কন্যাসন্তানের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8101254275. (C/112269)

■ Medical Officer (MBBS), 39/5'-4", সুমুখশ্রী, ফর্সা, Slim, General Caste, শিলিগুড়ি, 40-45'এর মধ্যে শিক্ষিত, পরিশ্রমী, সুস্থ, স্বাভাবিক সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/112269)

■ কায়স্থ (মিত্র), কোচবিহার নিবাসী, 25+/5'-4", M.A. (Eng.), গান জানা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9832056340. (C/111930)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.A., ঘরোয়া, গান জানা, গৃহকর্মে নিপুণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9144170307. (C/112273)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", B.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9593965652. (C/112273)

■ পূর্ববঙ্গ কর্মকার 33/5'2" M.A (বাংলা) ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃচাঃ/বেঃসঃচাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 38 মধ্যে সুপাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। M-8250061882 (M-ED)

পাত্র চাই

■ মালদা নিবাসী মুসলিম সুশ্রী, ফর্সা 30/5' M.A., B.Ed, NET কলেজে Part Time Lecturer পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। M-8900179935 (9am to 9pm) (M-ED)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, 30/5'-1", M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। 7439691336. (C/113265)

■ পাত্রী 24, B.A. Pass, 5'-2", স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র চাই। Mob : 8509035945. (C/112194)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 5'-6", H.S., বয়স-37, কোর্টের মুহুরির জন্য পাত্রী চাই। Ph : 9832667947. (C/112189)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", সরকারি চাকুরে, দেবারিগণ, তুলা রাশি, বৃশ্চিক লগ্ন, পাত্রের চাকুরে পাত্রী চাই। 6290381747, 8902184868. (M/G)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", P.G. in Social Work, Govt. Home-এ আধিকারিক হিসাবে কর্মরত পাত্রের জন্য জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিক্ষিতা, সুন্দরী, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8016110542. (C/111752)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, স্লিম, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/112180)

■ কায়স্থ, দেবগণ, বয়স 42/5'-6", ভারতীয় রেলওয়েতে চাকরিরত পাত্রের জন্য কায়স্থ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, 34-35 বয়সের মধ্যে পাত্রী কাম্য। মোঃ 7407737056. (C/112304)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৯, স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/112269)

পাত্রী চাই

■ 33+/5'-5", কলকাতায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র COB জেলার নিবাসী, B.Tech., Engineer, 28 Lakh (PA), সরকারি (Govt.) Enterprise-এ সক্রিয় (SC/Caste no bar-রা যোগাযোগ করতে পারেন)। (M) 8900042284. (K)

■ স্থায়ী সরকারি চাকরি, 33/5'-9", সুদর্শন, কায়স্থ, পিতা-মাতা পেনশনার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। ২৮ অনূর্ধ্বা, সুমুখশ্রী, শিক্ষিত পরিবারের সাংসারিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 7477866311. (C/112269)

পাত্রী চাই

■ পাত্র মাধ্যমিক পাশ, 42 বছর, বাবা ও মা পেনশনার, দুই বোন বিয়ে হয়ে গেছে, দুই ভাই, পাত্র ছোট দোকান আছে ও বাড়ি ভাড়া আছে। উপযুক্ত পাত্রী চাই। ফোন নং-9800079818. (C/111750)

■ 34, Gen., 5'-11", M.A. (Incom.), একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি, দোকান, ব্যবসা। সুশ্রী পাত্রী চাই। সহমতে সত্বর বিবাহ। মোঃ 9735939325. (C/111751)

■ পাত্র ৩০+, রাজবংশী, ডক্টরেট সহ সরকারি অধ্যাপক, ধূপগুড়ি নিবাসী, উচ্চবিত্তশালী পরিবারের মেয়ের পরিবার যোগাযোগ করুন-9733280070. (C/112307)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, স্টেট গভঃ-এর হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/112269)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩০, B.Tech., PWD-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কাস্টবার নেই। (M) 9874206159. (C/112269)

■ বয়স ৩৪, কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষিত, স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এ কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112269)

■ বয়স ৩৭+, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সেন্ট্রাল গভঃ-এর এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট-এ উচ্চ পদে কর্মরত পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112269)

■ পাত্র ২৮+/৫'-১০", সূত্রধর, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, B.Sc. (Physics), Central Govt. স্থায়ী চাকরি, অনূর্ধ্ব ২৬, নম্র, ফর্সা, কায়স্থ, স্নাতক, উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। পাত্রী পক্ষই যোগাযোগ করবেন। (M) 7001366517. (C/111749)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩৩, সরকারি চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ উচ্চশিক্ষিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/112269)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়স, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা ও মাতার একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8101254275. (C/112269)

■ সাহা, ৩৯/৫'-৫", H.S., নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ। (M) 9434638546. (B/S)

■ বৈদ্য 28+/5'5.5" MBA (Management), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M-9933895205 (M-ED)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/112269)

■ গন্ধবণিক, 30/5'-4", B.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃবর্ণ, ঘরোয়া, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8910499675. (C/110800)

■ কোচবিহার, যাদব, 36/5'-11", সুদর্শন, M.A., B.Ed., M.Phil., NET, সঃ হাইস্কুল শিক্ষক। সুশ্রী, সঃ চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9832055655. (C/111802)

■ পাত্র কায়স্থ, 36/5'-8", স্থায়ী ব্যবসা, আমবাড়ি ফালাকাটা, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, সাধারণ ও সুপাত্রী কাম্য। 9832442073. (C/112310)

■ কাঃ, 38, MBA, 5'-4", Job-প্রাঃ কোঃ-তে (মাঃ ইঃ দেড় লক্ষ)। কর্মসূত্রে শিলিঃ/দিল্লিতে থাকে। ডিভোর্সি পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/112309)

■ 32/5'-8", M.Tech., Indian Oil-এ অফিসার পদে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য ভদ্র পাত্রী চাই। (M) 7003763286. (C/112273)

■ কুলীন কায়স্থ, 31/5'-9", M.Sc., এগ্রিকালচার অফিসে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9733066658. (C/112273)

এমজেএনে দুর্নীতির তদন্তের আশ্বাস

এমএসভিপির দায়িত্বে সৌরদীপ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩১ অগাস্ট : একদিকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনেক জুনিয়ার চিকিৎসকরাই নিয়মিত কাজ করছেন না। অন্যদিকে, দুর্নীতিতে অভিযোগ ঘিরে মেডিকেলের অন্দরে চরম ডামাডোল চলছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে এমএসভিপি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সৌরদীপ রায়। দায়িত্বভার গ্রহণ করে হাসপাতালের দুর্নীতির বিষয় নিয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত করবেন বলে জানালেন তিনি। প্রাক্তন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক এবং অন্যান্য দুর্নীতির তদন্ত সম্পর্কে নতুন এমএসভিপিকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, 'আগের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে খুব বেশি জানা নেই। সেগুলি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। এখন থেকে সব কাজ যাতে স্বাভাবিকভাবে চলে, সেদিকে নজর থাকবে। কোনও খামতি থাকলে সেটা পূরণ করা হবে।' পুরোনো অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দেওয়ায় হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ আরও কোনও দুর্নীতি ফাঁস হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

শনিবার সকালে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল সহ আধিকারিক এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন এমএসভিপি। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠকও সারেন। এরপর তিনি বহির্বিভাগের রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। ওষুধের স্টোররুম, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, এমআরআই সেন্টার ঘুরে দেখেন। এমআরআই সেন্টারে পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটায় সেখানে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার কথা বলেন তিনি। হাসপাতালে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বলেন, 'নতুন এমএসভিপি কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। রোগী পরিষেবায় কোনও খামতি রাখা হবে না।' সোমবারের মধ্যে প্রাক্তন এমএসভিপি রাজীব তাঁর সমস্ত 'চার্জ হ্যান্ডওভার' করবেন বলে জানিয়েছেন নির্মলকুমার।

উত্তরে চা উৎপাদন হ্রাস প্রায় সোয়া কোটি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : এবছর ভারতে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের নিরিখে জুলাই মাস পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে চায়ের উৎপাদন ১ কোটি ১৩ লক্ষ কেজি কম হয়েছে। পরিণতিতে চা শিল্পের ক্ষেত্রে তীব্র আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে। অসম, কেরল, ত্রিপুরা, সিকিম সহ বিভিন্ন রাজ্যে চায়ের উৎপাদন কম হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বড় ও ছোট চা বাগানগুলির উৎপাদনও অনেক কমে গিয়েছে। যা দেশের মোট উৎপাদন হ্রাসের প্রায় অর্ধেক। উৎপাদন এভাবে কমতে থাকলে চা শিল্প ভবিষ্যতে সংকটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিভিন্ন মহল।

চা উৎপাদনের পরিসংখ্যান টি বোর্ড সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির উৎপাদন ৮ কোটি এবং বৃহৎ চা বাগানগুলির উৎপাদন ৬ কোটি ৭০ লক্ষ কেজি। ২০২৩ সালে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে উৎপাদন হয়েছিল ৮ কোটি ৭২ লক্ষ কেজি। বৃহৎ চা বাগানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪২ লক্ষ কেজি। উত্তরবঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির এবারের মোট উৎপাদন ৪ কোটি ১৬ লক্ষ কেজি। গত বছর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৩০ লক্ষ কেজি। পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে জানা যায় উত্তরবঙ্গে ১ কোটি ১৩ লক্ষ কেজি চা কম উৎপাদন হয়েছে। যা উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে মনে করছেন অনেকেই।

সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষিরা প্রতি কেজি চায়ের দাম ৪০ টাকা না পেলে শুখা মরশুমে বাগান পরিচালনা অসম্ভব। কাঁচা চা পাতা তোলার নিষেধ প্রত্যাহারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে টি বোর্ডের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। চা শিল্পের স্বার্থে টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত এই প্রত্যাহার করা উচিত।' টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি বাণিজ্যমন্ত্রকের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জরুরি বার্তা পাঠানো হবে। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক অতীতে এবারের মতো উচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায়নি। উচ্চ তাপমাত্রার জেরে চা চাষের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পরিসংখ্যান

- চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে
- ২০২৩ সালের তুলনায় উৎপাদন কমল ২ কোটি ৪৭ লক্ষ কেজি
- উত্তরবঙ্গে বাগানগুলির এবারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি ১৬ লক্ষ কেজি

শিক্ষকতার ফাঁকে গাছ রোপণের নেশা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩১ অগাস্ট : পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। কিন্তু নেশা গাছ লাগানো। কাজের মাঝে যখন সময় পান তখনই ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগান। এমনকি নিজের স্কুলের মাঠে তাঁর যত্নে ১৭টি গাছ বেড়ে উঠেছে। শামুকতলা থানার ছোটপুকুরিয়া সিধো-কানহো মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পিকাই দেবনাথ আরও গাছ লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মধ্য পারোকাটা গ্রামের বাসিন্দা পিকাই এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১০০টি গাছ লাগিয়েছেন। পিকাই বলেন, 'নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে শামিল করতে ভালো লাগে। আলাদা তৃপ্তি পাই। চারদিকে গাছপালা কমে যাচ্ছে, গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। একমাত্র সবুজায়ন এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাই যখন সুযোগ পাই গাছ লাগাই। স্কুলে এসে ফাঁকা মাঠ পেয়ে গাছ লাগানো শুরু করি। ১৭টি গাছ ইতিমধ্যে অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। এবারও অনেকগুলি গাছ লাগানো হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'পথকুকুরদের অসহায় অবস্থা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খুব কষ্ট দেয়। তাই যতটা সম্ভব পথকুকুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। জখম অবস্থায় কোনও পশু বা পাখিকে পড়ে থাকতে দেখলে তাদের শুশ্রূষা করি। তারপর সুস্থ হয়ে গেলে ছেড়ে দিই।'

গাছ রক্ষা করার জন্য নেটের বেড়া দিচ্ছেন শিক্ষক পিকাই দেবনাথ।

তবে গাছ লাগানোর ব্যাপারে স্কুলের অন্য শিক্ষকরা তাঁকে ভীষণভাবে সাহায্য করেন বলে তিনি জানিয়েছেন। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়ের কথায়, থানার কাছেই ওই স্কুল। স্কুলের শিক্ষক পিকাই দেবনাথ বছরভর সবুজায়নের কাজ করেন। স্কুলেও যেভাবে সবুজায়ন করেছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়।'

কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ জানান, ওই শিক্ষক আমাদের সংগঠনের সদস্য না হলেও তিনি এই সংগঠনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সংগঠনের বিভিন্ন কাজে অনেক সময় নিজেকে শামিল করেন। তিনি যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে বৃক্ষরোপণ করছেন সেটা দেখে খুব ভালো লাগে। নিজের গ্রামে ও স্কুলে যেভাবে গাছ লাগাচ্ছেন এবং পরিচর্যা করছেন সেজন্য তাঁকে কুর্নিশ জানাচ্ছি।

বাগানিয়া বাজারে মন্ত্রী বেচারাম

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : আদিবাসী সহ ডুয়ার্সের অন্য জনজাতির পরম্পরাগত পোশাক বিক্রির দোকান চালু করে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্নে বুঁদ ডুয়ার্সের রুগ্ন মধু চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের মহিলারা। হাসিমারার সেই দোকানের নাম বাগানিয়া বাজার। শনিবার বাগানিয়ার দোকান পরিদর্শন করেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। সমবায়ের সদস্যরা মন্ত্রীকে পোশাক তৈরির একটি কারখানার গড়ে দেওয়ার সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যন্ত চা বাগানের মহিলাদের এমন উদ্যোগ প্রকৃত অর্থেই প্রশংসনীয়। জেলা শাসককে বলেছি তাদের বিষয়টি দেখার জন্য।'

গত বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বাগানিয়ার বাজারের উদ্বোধন হয়। আদিবাসী ও অন্য জনজাতিদের পোশাক বিক্রির এমন দোকান ডুয়ার্সে এই প্রথম। বর্তমানে পোশাকগুলি ঝাড়খণ্ড, অসম থেকে কিনে অল্প কিছু লাভ রেখে তাঁরা বিক্রি করছেন। কত কয়েকদিনের মধ্যে দারুণ সাড়া মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। নানা এলাকা থেকে অনেকেই পরিধেয় ধুতি, শাড়ি সহ গামছা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। মধু চা বাগান মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি নামে সমবায়টির সম্পাদক কণিকা ধানোয়ার বলেন, 'এই ধরনের পোশাক রাজ্যের কোথাও পাওয়া যায় না। নিজেরাই যদি তৈরি করতে পারতাম তাহলে আরও কম মূল্যে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হত। এজন্য সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন। মন্ত্রীকে বিশদে সবকিছু জানানো হয়েছে। আমরা আশাবাদী।'

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা রহমত মির্জা - কে 01.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94L 24586 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "লটারির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল খুবই নুন্যতম এবং লটারির টিকিট কেনার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। কিন্তু ডিয়ার লটারির টিকিটের পুরস্কারের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে বিজয়ীদের কাছ থেকে জানতে পেরে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এটি আমার জন্য একটি জাদুকরী অভিজ্ঞতার মতো ঘটেছে এবং আমি এখন একজন কোটিপতি হয়েছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে।"

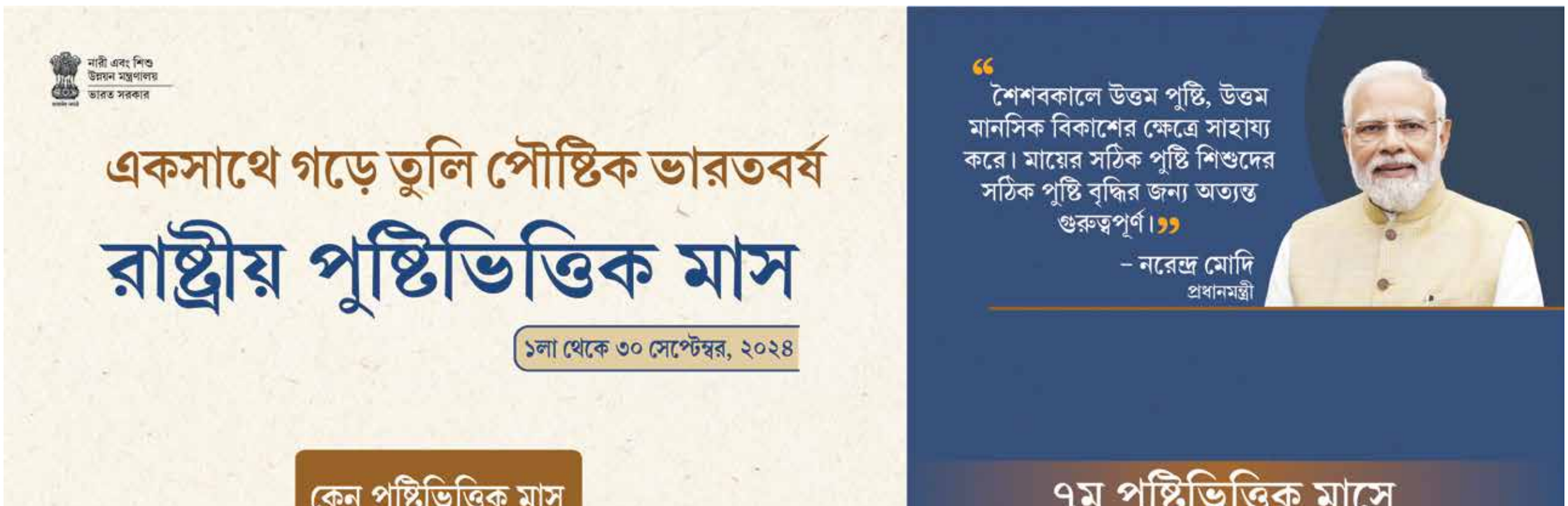

রেলপথে গাছ কাটা বন্ধ লাটাগুড়িতে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : পরিবেশপ্রেমীদের বাধায় লাটাগুড়ির জঙ্গলে রেলপথের দু'ধারে থাকা গাছের ডাল কাটা বন্ধ করল রেল। শনিবার পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা গিয়ে গাছ কাটার কাজ বন্ধ করে দেন। যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'জঙ্গলের গাছ কাটা আটকাতে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যায়ভাবে রেল কর্তৃপক্ষ এই গাছ কাটছে।' বন দপ্তর কীভাবে গাছ কাটার অনুমতি দেয়, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনির্বাণ। এবিষয়ে জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি'র বক্তব্য, যে গাছগুলোর ডাল কাটা হচ্ছে, সেগুলো রেলের জমিতে রয়েছে। রেল সূত্রে খবর, গাছের ডাল কাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এই রেলপথে বৈদ্যুতিকরণের জন্য ২৫টি গাছ কাটা হবে এবং তার পরিবর্তে ১২৫টি গাছ লাগানো হবে। তবে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হবে।

নিউ মাল-চ্যাংড়াবান্ধা রেলপথে নেওড়া ব্রিজ থেকে লাটাগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত দু' কিলোমিটার লাটাগুড়ির জঙ্গল রয়েছে। এই রেলপথেই বৈদ্যুতিকরণের জন্য রেললাইনের পাশে থাকা গাছগুলো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রেলমন্ত্রকের কাছে। ইতিমধ্যে দুই কিলোমিটার রেললাইনের পাশে থাকা ২৫টি গাছকে চিহ্নিত করে কাটার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। বন দপ্তরের কাছে সেই গাছ কাটার অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

বর্ষার তিন মাস ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জঙ্গল বন্ধ থাকার পাশাপাশি এই সময় গাছ কাটার অনুমতি মেলে না। সেই জন্যই গাছ কাটার পরিবর্তে জঙ্গলের শাল- চিলৌনি গাছের ডাল কাটার কাজ শুরু করেছে রেল। আর তা নিয়েই দেখা দিয়েছে বিতর্ক।

এদিকে, স্থানীয়দের অনেকেই গাছের কাটা ডালগুলো লুঠ করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। শনিবার সেই চিত্র দেখা গিয়েছে।

লাটাগুড়ির জঙ্গলে রেলরাইনের ধারে গাছ কাটার পর অবাধে লুঠ। শনিবার।

ওগো ময়ূর পেখম তোলো না... গরুমারায় শনিবার।

ময়ূরের নাচ দেখতে ভিড় ডুয়ার্সে

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : প্রত্যেক বছর ১৬ জুলাই থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডুয়ার্সের জঙ্গল বন্ধ থাকে। নিয়ম মেনে এবছরও বন্ধ রয়েছে জঙ্গল। আর বন্ধ জঙ্গলের মাঝে এবার অপরূপ হাতছানি ময়ূরের। পর্যটকদের নজর কাড়ছে ময়ূরের দল। গরুমারা জঙ্গলঘেঁষা রামশাই, যাদবপুর চা বাগানের কাছে এরকমই ছবি উঠে আসছে বিগত কয়েকদিন ধরে। কখনও পেখম তুলে ময়ূরের নাচ, আবার কখনও সদলবলে ময়ূর-ময়ূরীর উপস্থিতি ইতিমধ্যে নজর কেড়েছে ছোট থেকে বড় সকলের। সেই মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করতে ভিড় জমছে এলাকায়। দলবদ্ধ ময়ূর দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি স্থানীয় থেকে পর্যটকমহল।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে বেড়াতে আসা সম্রাট অধিকারীর কথায়, 'মাঝেমধ্যেই রাস্তার ধারে পেখম মেলে ময়ূর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সত্যি অসাধারণ।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত রামশাই এলাকায় বন্যপ্রাণী দেখতে সারা বছর প্রচুর পর্যটক আসেন। গরুমারার সাউথ রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মেদলা নজরমিনার রয়েছে এলাকায়। তবে জঙ্গলঘেঁষা চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা দিনে দিনে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বর্ষার বিকেলে চা বাগানের ধারে প্রায়শ বেরিয়ে আসছে ময়ূরের দল। একটি বা দুটো নয়, সংখ্যাটা প্রায় দশ থেকে বারো। কখনও তারা চা বাগানের রাস্তার মাঝে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, আবার কখনও সারিবদ্ধভাবে রাস্তা পারাপার করে, তো আবার কখনও পেখম তুলে নাচ করে। বিকেলে সেই আনন্দঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকছেন বেড়াতে আসা পর্যটকরা। স্থানীয় বাসিন্দা তথা ইকো গাইড অজয় রায়ের কথায়, 'রামশাই মেদলা নজরমিনার এলে ময়ূরের নাচের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখন জঙ্গল বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে সেই দৃশ্য দেখতে হবে। রামশাইয়ের চা বাগানের পথে যেতে যেতে অনেকেই ময়ূরের নাচের দৃশ্য মোবাইলবন্দি করছেন। ময়ূরের আনাগোনায় এলাকাটি ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে পর্যটকের কাছে।'

আরেক বাসিন্দা সঞ্জয় মিশ্র বলেন, 'বাগানের গা ঘেঁষে রয়েছে গরুমারার বিস্তৃত জঙ্গল। তাই মাঝেমধ্যেই ময়ূরের দল চলে আসছে চা বাগানের কাছে। দিনকয়েক ধরে পেখমও মেলেছে ময়ূর, আর সেই মুহূর্ত উপভোগ করতে অনেকেই ভিড় জমাচ্ছেন এলাকায়।'

ময়ূরের নাচ ও বিহার দেখতে এলাকায় অনেকে আসছেন। তবে বন দপ্তরের তরফে সকলকেই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মুহূর্ত উপভোগ করার কথা জানানো হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৪২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৪৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. জিইএম/২০২৪/বি/৫৩৩৬০৩৪ তারিখঃ ২৯-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিএমই/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ইন্ধন, লুব্রিক্যান্টস আদি ধরণের সমস্ত খরচের সঙ্গে চালক সহিত একটি এসি না থাকা বাণিজ্যিক বাহন এসইউভি ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ১১,৪০,০০৭.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২২,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০৯-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেল নবীকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পি.ওয়ে কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. টিএসকে/ইএনজিজি/৪৯ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২৯-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। অঙ্কিটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ফরকাটিং জংশন-যোরহাট টাউন-মরিয়ানি অংশে ৪৯.৫০ টিকেএমের-টিআরআর (পি) এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পি. ওয়ে কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৫৩,০৪,০৭৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,২৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ডিপো/শেড/প্রশাসনিক ভবনে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের এএমসি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৪-১২, তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৪। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৪-১২। কাজের নামঃ ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ডিপো/শেড/প্রশাসনিক ভবনে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের এএমসি। কাজের স্থানঃ মরিয়নি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, নর্থ লখিমপুর, মুর্কংসেলেক ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৩,৫২,৩১৫.২১ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে অপর্ণা বসাক রাঁধবেন **কেরালা স্টাইল প্রন** এবং **কাশ্মীরি ইয়াকনি মাটন**। আকাশ আটে দুপুর ১.৩০ মিনিটে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ কী করে তোকে বলব, বিকেল ৪.০০ হাঙ্গামা, সন্ধ্যা ৭.১৫ বিন্দাস, রাত ১০.৪০ শ্রীমান ভূতনাথ

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.০০ তবু ভালোবাসি, বিকেল ৫.০০ রক্ত ঋণ, সন্ধ্যা ৭.২৫ বস – বর্ন টু রুল, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সঙ্গী, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ শিবাজী, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পতি পরম গুরু, সন্ধ্যা ৭.৩০ নিয়তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

হম দিল দে চুকে সনম দুপুর ২.৩৪ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে**

রক্ত ঋণ বিকেল ৫টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

ডার্লিংস রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

মেরা নাম জোকার বেলা ১১.৫০ মিনিটে **জি ক্লাসিকে**

পাহাড়ে বেড়াতে এসেও এসি'র আশ্রয়ই ভরসা

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : সঠিক সময় ৯টা ১০ হলেও ১০ মিনিট দেরিতে নিউ মাল জংশনে ঢুকল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। ট্রেন থেকে নেমে কয়েকশো পর্যটক আগে থেকে বুক করে রাখা ছোট গাড়ির দিকে ছুটলেন। গাড়ির মাথায় লাগেজ বেঁধে দিয়ে তাঁদের গন্তব্য শহর থেকে দূরে পাহাড়ের ওপরের কোনও হোটেল বা হোমস্টে। দক্ষিণবঙ্গের গরম থেকে বাঁচতে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসা পর্যটকদের গলদঘর্ম অবস্থা! বর্তমানে ডুয়ার্সের তাপমাত্রা দক্ষিণবঙ্গকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে। ফলে ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভাটা পড়েছে।

পাহাড়ের পর্যটন অবশ্য পুরোপুরি চাঙ্গা। 'কিন্তু পাহাড়ে পৌঁছেও শান্তি মিলল কই', বললেন মেদিনীপুর থেকে ঝাড়িদাড়া ঘুরতে আসা কলেজ পড়ুয়া সন্ময় আঢ্য। তাঁর কথায়, 'চার বছর আগের আবহাওয়ার সঙ্গে কোনও মিল নেই। এ তো মনে হচ্ছে এসি লাগবে!' হ্যাঁ, এভাবেই মালবাজার শহরের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাভা, গরুবাথান সহ অন্য এলাকাগুলোতে এখন পর্যটকদের চাহিদায় এসি বসাতে হচ্ছে হোটেল তথা হোমস্টে মালিকদের। পাহাড়ের ওপরের যে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে একসময় সারাবছর শীত বিরাজ করত, এখন সেখানে প্রতিনিয়ত এসির চাহিদা বাড়ছে।

এদিকে, পাহাড়ের ওপরের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে এসির সাপ্লাই দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন শহরের ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ীরা। মালবাজারের ব্যবসায়ী প্রদীপ সরকার বললেন, 'প্রতিদিন পাহাড় থেকে আট-দশটা করে এসির ডিমান্ড আসছে। মেকানিকদের পক্ষে একদিনে তিন-চারটের বেশি এসি লাগানো সম্ভব নয়। তবে পাহাড়ে এত এসির চাহিদা দেখে আমরাও অবাক।'

জিটিএ'র পারিজাত বাংলো এখন বাতানুকূল।

> এখন অনেক গেস্টই এসির দাবি জানাচ্ছেন। তাই চারটি ঘরকে এসি রুমে পরিণত করা হয়েছে।
>
> **- প্রণয় গুরুং**
> **হোমস্টে মালিক, লাভা**

বর্তমানে লাভা সহ আশপাশের এলাকায় নথিভুক্ত আবাসিক হোটেলের সংখ্যা ৩৮, হোমস্টের সংখ্যা ৭৩। বেসরকারিভাবে ধরলে দুটো মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৫০ পার হয়ে গিয়েছে। একসময় এই হোটেল বা হোমস্টেগুলোতে ফ্যানের দরকার পর্যন্ত পড়ত না। এখন একধাক্কায় বদলে গিয়েছে এখানকার আবহাওয়া।

যখনই বৃষ্টি হচ্ছে না তখনই স্থানীয় এলাকার উষ্ণতা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠে যাচ্ছে। লাভার তাপমাত্রাও মাঝেমধ্যে ছুঁয়ে গিয়েছে ২৪-২৫ ডিগ্রিকে।

লাভার একটি বেসরকারি হোমস্টের মালিক প্রণয় গুরুংয়ের কথায়, 'এখন অনেক গেস্টই এসির দাবি জানাচ্ছেন। তাই চারটি ঘরকে এসি রুমে পরিণত করা হয়েছে।' ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার জন্য সরকারি বাংলোগুলোতেও তৈরি করা হচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। গরুবাথান সংলগ্ন জিটিএ বাংলো পারিজাতে এবছর এসি বসানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। ফাগুর হোমস্টে ব্যবসায়ী অনিল ছেত্রী জানালেন, খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত রুমে এসি বসাতে হবে। নাহলে বুকিং পাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the undersigned vide NIT No-04(e)/C-IGP-1/24, 05(e)/C-IGP-/24 & 06(e)/C-IGP/24 GP Date 23/08/2024, of Chandmoni-1 Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Chandmoni-I Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত বালুরঘাট পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য পৌরসভার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে জানবার জন্য দেখুন : www.balurghatmunicipality.org

স্বাঃ/-
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
বালুরঘাট পৌরসভা

সংশোধন
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ময়নাগুড়ি পৌরসভার অন্তর্গত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, বিগত পাবলিক ভ্যালিডেশনের সময় কোনও রকম আপত্তি বা অভিযোগ জমা হয়নি তাই পৌরসভার BOC-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে থেকে (২৮/২/২০২৪ ইং) নিজেকে উন্মুক্ত শৌচবিহীন শহর (O.D.F. City) পৌরসভা হিসাবে ঘোষিত হইল। ময়নাগুড়ি পৌরসভার পক্ষ হইতে সর্বদিক বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে, ময়নাগুড়ি পৌরসভা সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত শৌচমুক্ত শহর (O.D.F. City) হিসাবে পরিগণিত হইবে। ময়নাগুড়ি পৌরসভা এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে কোনও ব্যক্তি শৌচকর্ম করিলে জরিমানা বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা আদায় করা হইবে।

Sd/- পৌরপিতা
ময়নাগুড়ি পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়
ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষা

[THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013]

সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে

- খাটা পায়খানা ব্যবহার বা খোলা নর্দমায় মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- ওই প্রকার শৌচাগার সাফাইয়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম এবং শহরে ওই প্রকার শৌচাগার (Insanitary Latrine) এবং তা সাফাইয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে।
- এই প্রকার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা পেতে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা অথবা স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এ যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে যে, এ সম্পর্কিত কোনও তথ্য আপনাদের জানা থাকলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত/পৌরসভার গোচরীভূত করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ/নির্বাহী আধিকারিক, কালচিনি ব্লক কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তার কার্যালয়
কোচবিহার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী পৌরসভার কার্যালয়ে অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে জানবার জন্য দেখুন : https://coochbehar.gov.in
তাং ঃ ০১/০৯/২০২৪

জেলা সমাহর্তা
কোচবিহার জেলা

Tuition

■ Home Tuition, V-XII, Math, Scn, CBSE, ICSE, WB, Siliguri, M : 8637042170. (C/112265)

■ A smart Physics Class conducted by an experience IIT'ian for any board/NEET/ JEE (Main & Advance) & Engineering only for Electronics and Mechanics at Siliguri. 8837030364. (C/112272)

ব্যবসা বাণিজ্য
রমা এন্টারপ্রাইস

■ বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশান, স্ট্রাকচার, 3D ভিউ, ইন্টেরিয়ার ডিসাইন, সুপারভিশন, ফুল কন্ট্রাক্ট সহ সমস্ত রকমের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই ও জমি সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা সমাধান। ফোন - 9064010528. (C/112191)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি আদরপাড়া বৌবাজার সন্নিকটে পিচ রাস্তার ধারে বাউন্ডারি ঘেরা ছোট প্লট বিক্রয় হবে। M: 9932757812 (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। (C/111753)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় পুরোনো ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, কুলার মেশিন বিক্রি হইবে। M : 9733068887. (C/112271)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়িতে মেইন রাস্তার পাশে ফ্রন্ট 8½ ফুঃ, লম্বা 16 ফুঃ, হাইট 11 ফুঃ (১৩০ স্কোঃ ফুঃ) বিক্রয়। মোঃ 9474689320, সকাল 11-1টা, বৈঃ 4-5টা, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/112188)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে 3 কাঃ 1ছঃ জমি বিক্রয় হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9832321281. (C/112308)

■ কোচবিহার শহর থানা পুণ্ডিবাড়ি মৌজা কামিনীর ঘাট জে এল নং ৮১ প্রয়াত সফিউন্নেছা খাতুনের উত্তরাধিকারীবর্গ ভারী যানবাহন চলাচলের পাকা রাস্তার উভয় পার্শ্বে কোচবিহার উপ শহর এলাকায় দশ বিঘা বর্গযুক্ত আবাসন/ শিল্পায়ন উপযোগী জমি সত্বর বিক্রয় করিবে। যোগাযোগ 8100049654/ 8617288625 রাত্রি আটটা হইতে সাড়ে নটা। (K)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় প্লট করে জমি বিক্রয়, Distance 2 KM from N.H. মূল্য 7.5 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 8327800070. (M/M)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়, মূল্য 12 Lac কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ Eicher 15 KVA জেনারেটার সেট Good Condition-এ বিক্রয়। M : 98838-85343 (9A.M. - 5P.M.). (C/112273)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি আশিঘর ইউনিয়ন ব্যাংকের পিছনে 1000 sq.ft. নতুন ফ্ল্যাট গ্রাউন্ড ফ্লোর/দোতলা ছাদ অথবা পুরোটাই বিক্রয়। M : 9832371949. (C/112273)

ভাড়া

■ 2 BHK Flat (To-Let) D.B. Para, Slg, Bengali Family only- 9832320474. (C/113264)

■ Wanted residential property on rent in Siliguri min 1500 sq.ft for reputed Montessori School. Contact 7551078957. (C/112305)

■ To-let 850 sft 2nd Floor for Office/ Business of Prime location on S.F. Rd., Siliguri. Part/ Full available. 7384034286. (C/112272)

সভা/সমিতি

■ আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি, শিলিগুড়ির সকল সদস্য ও সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ভাস্কর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক। (C/112265)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/112268)

রাজ জ্যোতিষী
পণ্ডিত
শ্রী শ্রী শুভশাস্ত্রী

বসছেন প্রতি ইংরাজী মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা
আপনারা আপনাদের সমস্যা নিয়ে উনার সাথে যোগাযোগ করুন নির্ভুল ফলাদেশ ও নির্ভুল প্রতিকারের জন্য
RATNA BHANDAR
Jewellers
7719371978

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে বা পরের যে কোনও রকম সন্দেহের তদন্ত, প্রিয়জনের, কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/112277)

জ্যোতিষ

■ সন্তানহীন, অসময়ে গর্ভপাত, বিবাহে বিলম্ব, ছেলে বা মেয়ে (উভয়ে) কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষযুক্ত , ভারত বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ, প্রঃ ডঃ শিবশঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজির) সঙ্গে কালবিলম্ব না করে যোগাযোগ করতে পারেন। শিলিগুড়ি সেবক রোডে নিজস্ব আশ্রমে চেম্বার, প্রকৃত তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কঠিনতম সমাধানের উপায়। উনি শিলিগুড়ির বাইরে কোথাও বসেন না। অগ্রিম যোগাযোগ - 9002004418।

কর্মখালি

■ Medicine (ঔষধ)-এর দোকানের জন্য কাজের লোক চাই। (M) 9800264262, 8016216103. (C/112271)

■ ঔষধের দোকানে কাজের জন্য ছেলে প্রয়োজন। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি। (M) 9733047191, 9832470556. (C/112269)

■ শিলিগুড়িতে কাজের জন্য সেলসম্যান প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9832494825. (C/112269)

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় বাচ্চাদের ক্রেশে আয়া-মাসি চাই। ডিউটি- সাড়ে ৫ ঘণ্টা। বেতন-৩৫০০। 9083222537. (C/112306)

কর্মখালি

■ Teacher required for Bris Bell Alpha English Academy, Dhisal, Katlamari, Malda. Mob- 9832178500, 8617380690, 7029415558. Arabic & Science for classes (LKG to X). Candidates should be fluent in English. It is for the post of Asst. Teacher. Salary : Negotiable. Interested candidates may walk in Interview. Date 7th & 8 th September 2024. Time : 10.00 A.M. to 1.00 P.M. Venue : School Office. (C/112270)

■ Walk in interview between 11 A.M. to 4 P.M. on 02/09/2024 at Hotel Rajdarbar, Hill Cart Road, Siliguri. Bijoli Grill of Kolkata. Looking for 1. Cook for authentic bengali cuisine. 2. Service boys and girls. 3. Kitchen helper. Call : 9832064114. (C/112268)

■ শিলিগুড়ির একটি ফ্যাক্টরির জন্য মেকানিকাল ফিটার ও মার্কেটিং-এ কাজ জানা ছেলে চাই। (M) 9832012224. (C/112268)

■ Required staff for back office job at Siliguri, Collegepara. Contact : 9749380740. (C/112269)

■ Aquaguard, শিলিগুড়ির জন্য Service-এর Fresher ছেলে প্রয়োজন। (M) 7908429400. (C/112196)

কর্মখালি

■ Wanted male project co-ordinator for a N.G.O. Qual.: H.S., Age within 35. Salary negotiable. Cont. : 9007142742 (D.F). (M/M)

■ Require Technicians for Kent RO Service Centre at Siliguri. Fixed Salary 9500/- Comm, etc. Shree Ganesh Enterprises, Siliguri. Call - 8927944420/ 7074007390. (C/112274)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ/মহিলা কর্মী প্রয়োজন। M : 8918394139. (C/112274)

■ শিলিগুড়ির 'AD Agency'-তে কম্পিউটার (Word, Excel, Power Point, Tally) জানা ভালো কাজের জন্য ছেলে/মেয়ে প্রয়োজন। শিলিগুড়ি নিবাসী থাকা আবশ্যক। M : 7679704691. (C112276)

■ WagonR গাড়ির জন্য Driver চাই। Commercial Licence আছে তাঁরাই যোগাযোগ করুন 7699115197 শিলিগুড়ি। (C/112272)

■ Project Tea Garden requires 1. Clerk, 2. Supervisor, 3. Staff. Qualification 5 yrs. (Minimum) Uttar Banga Sambad, Box No. 8245. Siliguri. (C/112273)

Affidavit

■ যতন কুমার পাল S/o. Late আদিনাথ পাল R/o. লোকনাথ নগর বাগডোগরা Dist - দার্জিলিং Pin 734014 (WB) আমার ছেলের স্কুল Certificate -এ নাম ভুল Saiket Paul থাকায় শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে 04 Dt. 29-08-2024. MJ Stamp No. 30AA 603022 Saikat Paul নামে পরিচিত হইল। Saiket Paul & Saikat Paul একই ব্যক্তি। (M/M)

আয়া/সেবিকা

■ শ্রী দুর্গা আয়া সেন্টার প্রশিক্ষিত আয়া ও নার্সের জন্য যোগাযোগ ফোন - 7797724154, 7031368571. (C/112311)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 21/12, 19/1, কাশ্মীর 18/3, 22/3/25, মধ্যপ্রদেশ 8/2/25, হিমাচল + অমৃতসর 20/3, থাইল্যান্ড 22/1/25 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্ত্রীকে কুপিয়ে ফেরার

মাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম মেয়ে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : পারিবারিক অশান্তির জেরে এক মহিলার মাথায় তাঁর স্বামী ধারালো অস্ত্রের কোপ দিল। আর মাকে বাঁচাতে গিয়ে বাবার ধারালো অস্ত্রের কোপ মেয়ের হাতে পড়ল। শনিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দনপুর এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সত্যরঞ্জন সরকার। গুরুতর আহত অবস্থায় মা এবং মেয়েকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে চিকিৎসক তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দুজনকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পরে অভিযুক্ত সত্যরঞ্জন এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তির খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সত্যরঞ্জন পেশায় একজন দিনমজুর। তার জুয়াখেলার নেশা রয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে তাদের পরিবারে প্রায় প্রতিদিন অশান্তি লেগে থাকত। এদিন সকালে কোনও একটি বিষয় নিয়ে স্ত্রী চিনু সরকারের সঙ্গে সত্যরঞ্জনের মতবিরোধ হয়। দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয় এবং শেষে তা হাতাহাতিতে গিয়ে পৌঁছায়। সেই সময় তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি তখন মিটে যায়। কিছুক্ষণ বাদে ফের তাঁদের বাড়িতে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়। প্রথমে প্রতিবেশীরা বিষয়টিকে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ভেবে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু একটু বাদে তাঁদের মেয়ে তনু সরকার চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা আবার ছুটে আসেন। মা এবং মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে যান। তনুর সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেশীরা জানতে পারেন, সত্যরঞ্জন একটি ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে স্ত্রী চিনুর মাথায় আঘাত করে। মাকে বাঁচাতে তনু এগিয়ে গিয়েছিলেন। তখন সত্যরঞ্জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেয়ের হাতেও কোপ দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক সরকার বলেন, 'সকালে একবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এর কিছুক্ষণ বাদে সত্যরঞ্জন ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমে স্ত্রী এবং পরে মেয়েকে আঘাত করে। বর্তমানে স্ত্রী চিনুর অবস্থা সংকটজনক।'

যা ঘটেছে

- শনিবার সকালে কোনও একটি বিষয় নিয়ে স্ত্রী চিনু সরকারের সঙ্গে সত্যরঞ্জনের মতবিরোধ হয়।
- সত্যরঞ্জন একটি ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে স্ত্রী চিনুর মাথায় আঘাত করে
- মাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে মেয়ের হাতেও কোপ দেয় সত্যরঞ্জন
- মা এবং মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

"সকালে একবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এর কিছুক্ষণ বাদে সত্যরঞ্জন ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমে স্ত্রী এবং পরে মেয়েকে আঘাত করে। বর্তমানে স্ত্রী চিনুর অবস্থা সংকটজনক।

দীপক সরকার
স্থানীয় বাসিন্দা

বাংলাদেশে ফেরত দুই

রাজগঞ্জ, ৩১ অগাস্ট : সীমান্তে আটক দুই বাংলাদেশি। তবে সৌজন্য দেখিয়ে দুজনকেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠাল বিএসএফ। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শনিবার ভোরে দুজনকে আটক করে বিএসএফ। তারা বেড়িবাঁধ এলাকায় বেআইনিভাবে সীমান্ত টপকে ভারতে আসার চেষ্টা করছিল বলে বিএসএফ জানিয়েছে।

আইনানুযায়ী তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বিএসএফের। কিন্তু তা না করে বিজিবি'র সঙ্গে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে ফ্ল্যাগ মিটিং করে

সীমান্তে ফ্ল্যাগ মিটিং

বিএসএফ ওই দুজনকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেয়। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের অধীন ৯০ ব্যাটালিয়ন পুরোপুরি সৌজন্যের খাতিরে এই পদক্ষেপ করেছে।

আটক দুই বাংলাদেশির নাম খুশো সেন ও নিমাই সেন। প্রথমজনের বয়স ২২, দ্বিতীয়জনের ১৭। দুজনই বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ জেলার সালান্দার থানা এলাকার বাসিন্দা। শুভেন্দু সীমান্ত চৌকিতে বিএসএফ ও বিজিবি'র ফ্ল্যাগ মিটিংটি হয়। সেই মিটিংয়েই দুজনকে বিজিবি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই দুজনের কাছ থেকে বাংলাদেশি ১৫৩০ টাকা ও একটি পুরোনো ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দু'দেশের সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। গত তিনদিনে বিএসএফের চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ১১টি গবাদিপশু, ৪০৯ বোতল কাফ সিরাপ, কিছু টাকা আটক করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

পথবাতি মেরামতের দাবি

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : বছর তিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভ। এই বাতিগুলি লাগানোর কয়েকদিন পরেই সেগুলি বিকল হয়ে যায়। তারপর সেগুলি আর মেরামত করা হয়নি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, পথবাতি ঠিক করতে তা নীচে নামানো হয়েছিল। তার দীর্ঘদিন পরেও আর ঠিক করা হয়নি উলটে সেখানেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা দুটির প্রথমটি লুকসান মোড়ের। অপরটি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া টোল প্লাজার সামনের। হাইমাস্ট লাইট ছাড়াও এলাকা দুটিতে পথবাতিও বিকল। ফলে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকছে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দুটি।

সন্তোষ ঘোষ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, 'আলো না জ্বলায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির লোকজন বাতিগুলি ঠিক করতে নামিয়েছিল। কাজ করতে না পেরে সেই অবস্থাতে ফেলে রেখে চলে যায়। কয়েকটি পথবাতি অবশিষ্ট রয়েছে, তবে সেগুলিও জ্বলে না।

ফলে সন্ধে ঘনালেই অন্ধকার নেমে আসে। আমরা দ্রুত পথবাতিগুলি মেরামতের দাবি করছি।'

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'বাতিস্তম্ভগুলি কারা লাগিয়েছিল, কী কারণে বিকল হয়ে আছে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। পথবাতির বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।'

লুকসান মোড়ের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহাবীর প্রসাদ জানান, 'পথবাতিগুলি বিকল হওয়ায় সন্ধ্যার পর এলাকার রাস্তায় চলাফেলা করতে বাসিন্দাদের সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

প্রশাসনের নজর এড়িয়ে চলছে অবৈধ কারবার

ই-চালানের মাধ্যমে বালি-পাথর পাচার

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৩১ অগাস্ট : কলাবাড়ি মৌজার জন্য বরাদ্দকৃত ই-চালান ব্যবহার করে ওদলাবাড়ির বিভিন্ন নদী খনন করে দেদার বালি-পাথর পাচার চলছে বলে অভিযোগ। নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাবাড়ি মৌজা দিয়ে প্রবাহিত ডায়না নদীতে 'ড্রেজিং' এবং 'ডিসিল্টিং' করার অনুমতি সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পিডব্লিউডির অধীনস্থ ম্যাকেনটোস বার্ন নামে একটি পিএসইউ সংস্থাকে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নদীতে খননকার্য চালানোর পর বেরিয়ে আসা বালি, পাথর ই-চালানের মাধ্যমে অন্যত্র সরবরাহ চলছে বলে অভিযোগ। ওদলাবাড়ির একাধিক সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রয়্যালটি হোল্ডাররা জানান, প্রতিদিন ৭০-৮০টি ডাম্পার এই অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নদী খনন করে অবৈধভাবে বালি, পাথর পাচার কারবারিরা জারি রেখেছে। অন্য নদীর ই-চালান ব্যবহারের ফলে আমাদের ই-চালান কেউ নিতে চাইছেন না। কার্যত হাত গুটিয়ে বসে রয়েছি। প্রশাসনিক স্তরে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত ১ জুলাই থেকে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে সমস্ত নদী থেকে বালি-পাথর খনন ও পরিবহণ করার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। কিন্তু কলাবাড়ি মৌজায় বালি-পাথর খননের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশাসনিক অনুমতি ছিল। ১ জুলাই নিষেধাজ্ঞা জারি করার আগে, তারঘেরা ও আপালচাঁদে বন দপ্তরের দুটো চেকপোস্ট, গজলডোবা এবং মিলনপল্লি পুলিশ আউটপোস্ট পেরিয়ে বেশিরভাগ ডাম্পার শিলিগুড়িতে যাচ্ছে। তারপরও প্রশাসনিক নজরদারি কীভাবে এড়ানো সম্ভব তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে। মাল মহকুমার নবনিযুক্ত এসডিএলএলআরও অসীম দাস বলেন, 'সবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। বিএলএলআরওদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নজরদারি শুরু করা হয়েছে। জেলায় কোন কোন নদীতে ড্রেজিংয়ের অনুমতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বালি, পাথর তোলার কাজ চলছে ওদলাবাড়ির একটি নদীতে। শনিবার।

চা বলয়ে প্রশিক্ষণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : মানব পাচার ও যৌন নিগ্রহ রুখতে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ) ইউনিসেফের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। দেশের শীর্ষ ওই চা বণিকসভার মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৮ বছর বয়সি ৫০ হাজার তরুণ ও তরুণীদের নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই সংগঠন উত্তরবঙ্গের ৩০টি চা বাগানে প্রথম দফার কাজ শেষ করেছে। এর ফলও হাতেনাতে মিলছে। নিজেদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখতে হয় সেই কৌশল চা বলয়ের ছেলেমেয়েরা জেনে গিয়েছেন। আইটিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'পরে দ্বিতীয় দফার কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক 'ব্যাধি' রুখতে উদ্যোগ

এই প্রয়াস যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। বাগানের ছেলেমেয়েদের সুরক্ষিত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

আইটিএ সূত্রে খবর, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের ৩০টি বাগান মিলিয়ে ৩ লক্ষ বাসিন্দাদের এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সম্প্রতি প্রথম দফার কাজ শেষ হয়েছে। প্রতিটি বাগানের পরিচালক, শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক ও অভিভাবকদের প্রথমে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে সচেতন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে দেওয়া হয়। শিশুর অধিকার নিয়ে বছরভর চর্চা চলে শ্রমিক মহল্লায় কিংবা মায়েদের নিয়ে গঠিত ক্লাবগুলিতে। যা চা বাগানে 'মাদার্স ক্লাব' নামে পরিচিত। সংস্থার সচিব (সাসটেনেবিলিটি) সন্দীপ ঘোষ বলেন, 'চা বাগানগুলি বেশিরভাগ প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। অনেক এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্তও রয়েছে।

নানা ধরনের সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে সেগুলিতে শুধু রাশটানাই নয়, কেউ বিপদে পড়লে কীভাবে আইনি সহযোগিতা পেতে পারে সেব্যাপারে শ্রমিক ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এজন্য অনেক জায়গায় পুলিশের সহযোগিতা নেওয়া হয়।'

আইটিএ জানিয়েছে, তাঁদের কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের জন্য যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প রয়েছে সেগুলি আরও বেশি করে প্রচার করা হচ্ছে। খেলাধুলো থেকে শুরু করে ছবি আঁকার মতো নানা সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মসূচি বাগানের শিশুদের মানসিক বিকাশে সহযোগিতা করেছে। এই কর্মসূচিটির ওপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওমেনস স্টাডিস' বিভাগ একটি সমীক্ষা চালায় বলে খবর। সেটির রিপোর্ট অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সরকারি এজেন্সি এবং এনজিও যৌথভাবে সঠিক দিশা নিয়ে কাজ করলে সামাজিক ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবর্তন আনতে পারে বলে ওই সমীক্ষায় জানানো হয়েছে।

সমস্ত স্কুল প্রাক্তনীদের প্রতিবাদ। জলপাইগুড়ির কদমতলায়। শনিবার। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জেলাজুড়ে বিক্ষোভ শাসকদলের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি সহ সিবিআই তদন্তে ঢিলেমির প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে শাসকদল বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল। শনিবার জলপাইগুড়ি শহরে সমাজপাড়া মোড়ে জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। ধর্ষণ করে খুনের মামলার আইন পরিবর্তন করার দাবি জানানো হয়।

জলপাইগুড়ি পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলার, বিধায়ক ডাঃ প্রদীপ বর্মা, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, তৃণমূলের শহর সহ সভাপতি গৌতম দাস ও জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ সহ অন্যরা বিক্ষোভ অবস্থানের পাশাপাশি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। সমাজপাড়ার অবস্থান মঞ্চ থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে মিছিলটি আবার সমাজপাড়ায় এসে শেষ হয়। মালবাজার শহরেও একইভাবে টাউন তৃণমূল কংগ্রেস অমিত দে'র নেতৃত্বে তৃণমূল প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়। মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা সহ শাসকদলের কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

একই দাবিতে এদিন ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালগুড়িতে তৃণমূল ধর্না কর্মসূচি

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ

করে। এদিনের কর্মসূচিতে ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায়, তৃণমূল নেতা পঞ্চানন রায় ও কৃষ্ণা রায় সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। চালসায় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তৃণমূলের মেটেলি ব্লকের নেতা-কর্মীরা হাজির হন। এদিনের কর্মসূচিতে তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্মোমিতা কালান্দি, মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান ও সহ সভাপতি বিদ্যা বারলা সহ অন্যরা যোগ দেন।

শনিবার সকাল থেকে নাগরাকাটার মহাদেব মোড়ে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ঘাসফুল শিবিরের অবস্থান বিক্ষোভ চলে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি কমিটির অন্যতম নেতা দুলাল দেবনাথ, ব্লক কমিটির সভাপতি প্রেম ছেত্রী, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বক্তব্য রাখেন। পরে একটি মিছিলেরও আয়োজন করা হয়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি বাজারেও এদিন ঘাসফুল শিবিরের তরফে ধর্না কর্মসূচি ও অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। দুপুর থেকে বিকেল অবধি অবস্থান বিক্ষোভের পর একটি মিছিল বাজার পরিক্রমা করে। দলের প্রচুর সমর্থক এদিন মিছিলে পা মেলান। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে দলের নেতা-কর্মীরা শনিবার রাজগঞ্জের আমবাড়িতে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। সন্ধ্যায় আমবাড়ি বাজারে মোমবাতি মিছিল হয়। ধূপগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূলের তরফে শহরের বিআর কমপ্লেক্স মোড়ে ধর্না এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। হাজির ছিলেন টাউন ব্লক সভাপতি সাগ্নিক দাস সহ স্থানীয় তৃণমূলের অনেক নেতা। সূত্রের খবর, জেলাজুড়ে শাসকদলের বিক্ষোভ কর্মসূচি আগামীতেও চালু থাকবে।

মারধরে ধৃত ১

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মারধরে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ রায়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাসিলারডাঙ্গা এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে শনিবার বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৬১ নম্বর বুথের সভাপতি শ্যামাপদ বিশ্বাসকে মারধরে এই গ্রেপ্তার।

তালাবন্ধ পড়ে রয়েছে এসজেডিএ'র তৈরি হস্টেল।

পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

আজও চালু হল না মহিলা হস্টেল

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : মালবাজারে পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় চত্বরের পেছনের দিকে এসসি-এসটি মহিলা হস্টেল এসজেডিএ'-র আর্থিক বরাদ্দে তৈরি হয়েছিল দু'বছর আগে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই হস্টেল চালু হয়নি। তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই দোতলা বিল্ডিং। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

এসজেডিএ ২০১৮-'১৯ সালে হস্টেল তৈরি শুরু করেছিল। প্রায় দু'বছর আগে হস্টেল তৈরি মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তখন পরিদর্শনে এসেছিলেন রাজ্য সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছোডেন ডি লামা। সেই সময় এসজেডিএ'র আধিকারিকরা আর এক মাসের মধ্যে সেই হস্টেল আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের হাতে হস্তান্তরের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। সেই সময় আসবাবপত্র ছাড়া হস্টেল প্রায় পুরোপুরি তৈরি ছিল। কিন্তু তারপর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু মাল নদীর ধারে অবস্থিত এই হস্টেলে আজও তালা। ইতিমধ্যে হস্টেলের দেওয়ালে ড্যাম্প ধরতে শুরু করেছে। তবে এ বিষয়ে এসজেডিএ'র কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এতদিনেও হস্টেল চালু না হওয়ায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতির অনেকেই শহরে থেকে পড়াশোনা বা কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে মনে করছে শহরের আদিবাসী নেতৃত্ব। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জাতীয় স্তরের কার্যনির্বাহী সভাপতি তেজকুমার টোপ্পো বলেন, 'রাজ্য সরকারকে হস্টেল তৈরির জন্য আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছি। কিন্তু কেন এই হস্টেল এখনও চালু হল না, তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। আমরা হস্টেল চালুর ব্যাপারে শীঘ্রই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেব।'

এ বিষয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'যেহেতু এখনও এই হস্টেল আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়নি, তাই এখনই বিস্তারিত কিছু জানাতে পারছি না। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানাব।' সব মিলিয়ে হস্টেল চালুর ব্যাপারে এখনও কোনও সদুত্তর নেই কোনও পক্ষের কাছেই।

নাগরিক মঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : এলাকার বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে লুকসানের বাসিন্দারা নাগরিক মঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। শনিবার স্থানীয় ভারতী ক্লাব প্রাঙ্গণে এবিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিন পাঁচ সদস্যর একটি আহ্বায়ক মণ্ডলী কমিটি গঠিত হয়েছে। সেই কমিটিতে হর্কবীর সুব্বা, মনোজকুমার ছেত্রী, ভোলা বিশ্বাস, শুভ্রজিৎ বিশ্বাস ও নারায়ণ ছেত্রী আছেন। তাঁরা জানান, এলাকার উন্নয়নই হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এই নাগরিক মঞ্চের একমাত্র ইস্যু। এজন্য যখন যেখানে প্রয়োজন তাঁরা দরবার করবেন। প্রশাসনিক সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন লুকসান গঠন করা নাগরিক মঞ্চের মূল উদ্দেশ্য। ফের আরও একটি সভা ডেকে মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের কাজ করা হবে বলে এদিন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সংস্কারের অভাবে লুকসানের শতাব্দী প্রাচীন হাট ধুঁকছে। রাস্তাঘাটেরও বেহাল দশা। যাত্রীবাহী ট্রেনের স্টপ নেই। জলনিকাশি থেকে শুরু করে সেচব্যবস্থাও বেহাল। এছাড়া কম বয়সিদের মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা ব্যবস্থাও আশাব্যঞ্জক নয় বলে দাবি। সব কিছু দেখে সমস্যার মোকাবিলায় লুকসানের বাসিন্দারা এদিন নাগরিক মঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এদিনের সভায় সুরেন্দ্র রুংটা, নাগিন্দর শা, রমেশচন্দ্র দাস, আব্দুল রজ্জাক ও তারা সুব্বা উপস্থিত ছিলেন।

অলংকার বানিয়ে স্বনির্ভর মহিলারা

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : বিয়ের পর থেকে শুধু সংসারের কাজই করেছেন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাপ্টারডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা খুকুরানি সরকার। তবে স্বামী প্রহ্লাদ সরকারকে প্রতিমার অলংকার তৈরি করতে সামনে থেকে দেখেছেন তিনি। বাড়ির কাজ করতে গিয়ে কখনও সেসব করার সময় হয়ে ওঠেনি তাঁর। তবে বছর কয়েক আগে প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর সব কাজের দায়িত্ব এসে পড়ে খুকুরানির কাঁধে। তাই সংসারের হাল ধরতে বাড়ির কাজ সামলে প্রতিমার অলংকারও তৈরি করছেন তিনি। তাকে সাহায্য করছেন ছেলে ও পুত্রবধূ। আর সেই অলংকার পাড়ি দিচ্ছে ভিনজেলায়। আর তাঁদের দেখে ওই কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন গ্রামের অনেকে মহিলাই। তাঁরাও নিজেদেরকে অলংকার তৈরির কাজে নিযুক্ত করেছেন। বর্তমানে এলাকার প্রায় দশজন মহিলা ওই কাজ করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। খুকুরানির পুত্রবধূ দেবিকার কথায়, 'আমি বিয়ের পর থেকে এই কাজ শিখেছি। এরপর এলাকার মহিলারাও উৎসাহিত হয়ে প্রতিমার অলংকার তৈরির কাজ শেখেন। এতে হাতে কিছু টাকাও আসে। কাজকর্ম তো থাকেই। তার মাঝে যতটা সময় পাই বাড়িতে বসে ওই কাজ করি। প্রথমে কিছুটা কঠিন মনে হলেও এখন অনেকটা আয়ত্ত করে নিয়েছি।' এদিকে, ওই কাজ করে আয়ও হচ্ছে ভালোই। সারা বছর দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা আয় উপার্জন করেন তাঁরা। আর পুজোর সময় সেটা অনেকগুণ বেড়ে যায়। আগামীতে প্রতিমার অলংকার তৈরি করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছেন ময়নাগুড়ির ওই গ্রামের মহিলারা। তবে দিন-দিন যেভাবে কাঁচামালের দাম বাড়ছে সেই হিসেবে অলংকারের সেরকম দাম পাওয়া যায় না বলে জানিয়েছেন গ্রামের সীমা বিশ্বাস, রুপালি শর্মা, প্রতিমা সরকাররা। দীর্ঘদিন ধরে ওই পেশার সঙ্গে যুক্ত গ্রামের তরুণ প্রণব সরকারের কথায়, 'বিগত কয়েক বছর ধরে গ্রামের অনেক মহিলা এই কাজ শিখেছেন। তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে প্রতিমার অলংকার তৈরির উপকরণ কিনে আনেন।' চুমকি ২৫০-৩০০ টাকা কেজি, অভ্র ৯০০-১০০ টাকা, আঠা ২০০-২২০ টাকা প্রতি কেজি, জরি ২৮-৩০ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এছাড়াও আরও উপকরণ লাগে। দেবিকা বলেন, 'প্রতিমার মুকুট বা কোনও অলংকার ১০টা থেকে শুরু করে ৩৫ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। সেক্ষেত্রে মোটামুটি ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা লাভের হার থাকে। তবে এখন কাঁচামালের দাম যেভাবে বেড়েছে সেভাবে সামগ্রীর দাম পাওয়া যায় না। আশা করছি এবছর কিছুটা মূল্য বাড়বে।'

চ্যাপ্টারডাঙ্গা গ্রামে পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন মহিলারা।

আরজি কর ও অন্য দুই রাজ্য

আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ নিয়ে বাংলা যখন আলোড়িত, তখন মহারাষ্ট্রের বদলাপুর এবং অসমের নগাঁওয়ের যৌন নির্যাতন, গণধর্ষণ নিয়েও শোরগোল পড়েছে সেই রাজ্যে। ওই দুটো ঘটনা কতটা প্রভাব ফেলেছে ওই দুই রাজ্যে? বাংলার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে দুটি রাজ্যের প্রতিক্রিয়ার কোথায় মিল, কোথায় অমিল? উত্তর সম্পাদকীয়তে দুটি প্রতিবেদন মহারাষ্ট্র ও অসম থেকে।

অবিশ্বাস্য নিস্পৃহতা

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

কলকাতা থেকে সেদিন গুয়াহাটি ফিরেছি সবে। এয়ারপোর্টের ভিতর থেকেই ক্যাব ভাড়া করলাম। গাড়ি চলতে শুরু করতে ইউটিউবে আরজি কর নিয়ে নিউজ চ্যানেলগুলোর লাইভ স্ট্রিমিং শুনছি, হঠাৎই চালকের আসনে বসে থাকা তরুণের প্রশ্ন- দাদা, দোষীদের ফাঁসি হবে তো! একজনকে ধরা গিয়েছে, বাকিদের ধরতে পারবে তো!

এমন প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে নেই, আমতা-আমতা করে বললাম, 'ফাঁসি তো হওয়া উচিত, আর এই ঘটনায় এক না একাধিকজন জড়িত, সেটা নিশ্চিত হয়নি। তাই আরও ধরপাকড় নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।' আরজি কর কাণ্ড নিয়ে গুয়াহাটির এক ক্যাবচালকের কৌতূহল আমায় বিন্দুমাত্র অবাক করেনি। কিন্তু অবাক লাগল, অসমের নগাঁওয়ের ধিংয়ে ক্লাস টেনের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে ক্যাবচালক তেমন কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'শুনলাম, ওই ঘটনায় এক অভিযুক্ত জলে ডুবে মারা গিয়েছে।'

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে অসমের যে ক্যাবচালকের চোখে, মুখে ও কথায় তীব্র আক্রোশ ধরা পড়ছিল, নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ঘটনায় তেমন কোনও অভিব্যক্তি নজর করলাম না। যদিও এতে যে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম তা নয়। কারণ নগাঁওয়ের ধিংয়ের গণধর্ষণের খবর প্রকাশ পাওয়ার সময়ও আমি গুয়াহাটিতেই ছিলাম। তখনও দেখেছি গুয়াহাটির বাসিন্দারা যেভাবে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছে, সেই গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা নিজের রাজ্যের ধিংয়ের গণধর্ষণ নিয়ে আলোচনা করছেন না। ধিংয়ের গণধর্ষণ নিয়ে স্থানীয় স্তরে কোনও প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছে। তবে গুয়াহাটিতে কোনও প্রতিবাদী মিছিল দেখিনি। মিছিলের খবর সেভাবে বেরোয়নি।

অসম

১৫ অগাস্টের রাতে পরিবার নিয়ে রাত কাটিয়েছিলাম মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে। সেই রাতে হোমস্টের তরুণী মালকিন ফিপির সঙ্গেও এক ঘণ্টা ধরে আরজি কর নিয়ে কথা হয়েছিল। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ওপরে যৌন নির্যাতন ও তাঁর হত্যা নিয়ে হোমস্টের তরুণী মালকিনের বিস্তারিত বর্ণনা, সচেতনতা আমায় খুব অবাক করেছিল। এই সময়ে শিলংয়েও আমি একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম।

ধিংয়ের গণধর্ষণের ঘটনার খবরের সময় আমি শিলংয়ে। এক্কেবারে মেঘালয় লাগোয়া রাজ্যের নাবালিকা পড়ুয়াকে টিউশন থেকে ফেরার সময় তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটল। অথচ শিলংয়ের যে ক'জন স্থানীয়র সঙ্গে কথা বললাম, দেখা গেল, তেমন কোনও আগ্রহ নেই। খবরটা নিয়ে সেভাবে জানেনই না। করেছিলাম তাতে সেভাবে কোনও উত্তর পাইনি।

আরজি কর নিয়ে অসম আর মেঘালয়ের মানুষের ফোঁস করা, তুলনায় নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ঘটনায় অনেকটা নির্লিপ্ত থাকাটা মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন তৈরি করেছিল। এর কারণ কী? সুলুক সন্ধানে নেমে বিভিন্ন পেশার লোকেদের সঙ্গে কথা বলি। বিভিন্ন পেশার এই সব মানুষের অধিকাংশ নিজেদের নাম-পরিচয় বলতে দিতে চান না। সেই শর্তে খোলামেলা কথা বলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন অনেক কিছু।

প্রথমত, আরজি কর আন্দোলনের ব্যাপকতা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ১৪ অগাস্টের রাতে বাংলায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। এছাড়াও দেশের অন্য প্রান্তের মানুষ ওই রাতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। নগাঁওয়ের গণধর্ষণের খবর এমন ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে পারেনি। ঘটনাস্থল ধিং, নগাঁও এবং আরও কিছু স্থানে নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ হলেও তা সেভাবে ব্যাপকতা তৈরি করতে পারেনি বলেই মত অসমে বসবাসকারী অনেকের।

কথা হচ্ছিল অসমের এক বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে, যিনি বহু বছর ধরেই অসমের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে সরাসরি রিপোর্টিং করেছেন। তাঁর মতে, নগাঁওয়ের গণধর্ষণে এক অভিযুক্তর মৃত্যু কিছুটা হলেও জনরোষকে প্রশমিত করেছে। কারণ সাধারণ মানুষ এই মৃত্যুকে যথোপযুক্ত সাজা বলেই মনে করছেন। এমনকি সমাজের একটা অংশ একে এনকাউন্টার বলেও প্রতিপন্ন করেছেন। আর ধর্ষণের মতো ঘটনায় একে সঠিক সাজা বলেই মনে করছেন এই সব মানুষ। যদিও এক অভিযুক্তর জলে ডুবে মৃত্যুর এনকাউন্টারের তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়েছে পুলিশ ও হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। বলছে, পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়েই ডুবে মারা গিয়েছে ওই অভিযুক্ত।

অসমের আরেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক আবার সমাজবিজ্ঞানীও। তাঁর মতে, অসমের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অসমের মানুষ জাতি সংকটের আন্দোলন বা ভাষার উপর আক্রমণের আন্দোলন নিয়ে যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন, অন্যান্য সামাজিক ইস্যুতে সেভাবে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ঘটনায় তাই সেভাবে ব্যাপকতা দেখা যায়নি।

অসমের আরও এক বিশিষ্ট সাংবাদিক নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ঘটনার পর থেকে যেভাবেই হিন্দু বনাম মুসলিম তত্ত্ব সামনে এসেছে, সেই যুক্তিকে খাড়া করলেন। এর জন্যও নগাঁওয়ের ধিংয়ের গণধর্ষণের ঘটনায় সব পক্ষই রক্ষণাত্মক খেলার চেষ্টা করছে। কারণ মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, অভিযুক্তরা এক ধর্মের। ধর্ষিতা অন্য ধর্মের। স্বাভাবিকভাবেই অসমের রাজনীতিতে নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ঘটনা ধর্মীয় মেরুকরণকে উসকে দিয়েছে।

গত কয়েকদিনে অসমের সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছে। ওই সিদ্ধান্ত বাংলায় নিলে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হতে পারত। অসম নির্বিকার। এক, কাজি দিয়ে মুসলিমদের বিবাহ হবে না। দুই, আর এখন থেকে নমাজ পড়ার সময় অসমের বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি হবে না। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তর সাফ জবাব, 'সবার সম্মতি নিয়েই সিদ্ধান্ত হয়েছে।' বিরোধী দল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে সরব হলেও, খুব একটা বড়সড়ো হইচই করেনি। এই নিয়ে বেশি হইচই হলে ধিংয়ের গণধর্ষণের ঘটনায় কংগ্রেসকে ব্যাকফুটে ঠেলতে পারে। তাই কংগ্রেসও চুপ।

অসমের নগাঁওয়ে অভিযুক্ত মৃত অবস্থায় পড়ে। প্রশ্ন উঠেছে, তাকে কি পুলিশ এনকাউন্টারে মেরেছে?

সব মিলিয়ে অসমে ঘোরাঘুরি করলে আজ বোঝার উপায় নেই, রাজ্যে এত বড় গণধর্ষণের ঘটনা হয়েছে। গুয়াহাটির লোকের মুখে তাই ধিংয়ের চেয়ে বেশি চর্চায় আরজি কর।

(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)

মিল একটি গভীর অসুখে

সম্বিত পাল

কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে মুম্বই মেট্রোপলিটান রিজিওয়নের বদলাপুরের আদর্শ বিদ্যামন্দিরের দূরত্ব প্রায় ২০০০ কিলোমিটার। কিন্তু প্রায় একই সময়ে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুটি মর্মান্তিক ঘটনা সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের সমাজ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কী পরিমাণ ঘুণ ধরে রয়েছে! না, ব্যাপারটি শুধুই নারী বা শিশু সুরক্ষায়, মূল ঘটনার তদন্ত ও আসল রহস্যের কিনারা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসুখ আরও গভীরে এবং তা রাজনীতির কারবারিদের ডামাডোলে হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ রাস্তায় আছড়ে পড়ছে তার কারণ শুধুই একটি ঘটনা নয়।

আপাত দৃষ্টিতে দুটি ঘটনার মধ্যে ফারাক রয়েছে। আরজি কর মেডিকেল কলেজে একজন তিরিশোর্ধ্ব স্নাতকোত্তর ছাত্রী-ডাক্তারের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। অন্যদিকে মুম্বই শহরের অদূরে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বদলাপুরের একটি বিদ্যালয়ে শৌচালয়ের ভিতর দুজন চার বছরের শিশুর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। মূল অভিযুক্ত স্কুলেরই একজন সাফাইকর্মী। একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ। অন্যটি একটি বেসরকারি স্কুল। একটি ঘটনাতে ধৃত পুলিশি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি। অন্যটিতে স্কুলেরই এক ঠিকাকর্মী গ্রেপ্তার। একটি ঘটনা ধর্ষণ ও হত্যার আর অন্যটিতে শুধুই যৌন নির্যাতনের। দুটি ঘটনাতেই সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। আরজি করের ঘটনায় যেমন সারা বাংলা উদ্বেলিত হয়েছে। গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। বদলাপুরের ঘটনাতে বিক্ষোভ মূলত বদলাপুরেই। মহারাষ্ট্রের ইতিউতি রাস্তায় নেমে মানুষ প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো সার্বিক গণবিক্ষোভ দেখা যায়নি।

কিন্তু তাতে একটি ছেড়ে অন্য ঘটনাটিকে লঘু করে দেখার কারণ নেই। একদিকে যখন একটি পরিবার তার হারানো মেয়েটিকে আর কোনও দিন ফিরে পাবে না। অন্যদিকে দুজন ফুলের মতো শিশুকে কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতার অভিঘাত নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়!

দুটি ঘটনাতে কিন্তু মিল একটি জায়গায় রয়েছে। এই আলোচনায় যদি নারী বা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রশ্নটিকে সরিয়েও রাখি, ঘটনা দুটিই কিন্তু আমাদের পুলিশ-প্রশাসন-সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। সারা দেশ ও সমাজ জুড়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার কথা, তারা একযোগে ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, আর অন্যদিকে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির 'চলছে চলবে' জাতীয় মনোভাবই প্রকট হয়েছে দুই মর্মান্তিক ঘটনায়। প্রাথমিকভাবে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুলিশ, প্রশাসন, সরকার, শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত কেউই বুঝে উঠতে পারেননি যে ঘটনার অভিঘাত এত বড় হতে চলেছে। কারণ '১০ দিনে ৯০০ ধর্ষণের ঘটনা' ঘটে যায় এই দেশেই! এই ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনও তেমনই একটি ঘটনামাত্র হয়ে থেকে যেত যদি না সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ত রাস্তায়।

পুরো ব্যবস্থার গয়ং গচ্ছ মনোভাবের প্রকাশ প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা গিয়েছে। বদলাপুরের বেসরকারি স্কুলে সিসিটিভি লাগানোর (বা দাবি অনুযায়ী খারাপ হয়ে যাওয়ার ১৫ দিন পরেও তা সারানোর) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রীদের শৌচালয়ে পুরুষ সাফাইকর্মীর অবাধ যাতায়াত নিয়ে চিন্তিত বা তা বন্ধ করার কথা ভাবেননি শিক্ষিকারা। যখন ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হচ্ছে, তার পরেও স্কুলের তরফ থেকে পুলিশে অভিযোগ করার প্রয়োজনই মনে করেননি তাঁরা। পুলিশের কাছে যাওয়ার পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা ও সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ না রুজু করা বা মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের নিয়ে তাদের পরিবার হাসপাতালে বসে থাকলেও কয়েক ঘণ্টা পরে পুলিশ আধিকারিকদের দেখা মেলা যেন অতি সাধারণ ঘটনা!

আরজি করের মতো সরকারি হাসপাতালে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার যে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কিন্তু যার ডিউটি ওই হাসপাতালে নয়, সে অনায়াসে রাতবিরেতে সেই হাসপাতালেই অবাধ যাতায়াত করতে পারে। বিশ্রামকক্ষের অভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যাওয়া একজন ছাত্রী-চিকিৎসক কলেজের সেমিনার রুমে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। রাতেরবেলায় শুতে যাওয়া একজন কর্মরত চিকিৎসককে সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত না দেখা গেলেও কেউ তাঁর খোঁজও করেন না। যখন করেন, তখন চিকিৎসক হয়েও কর্তৃপক্ষের মাথারা 'অচৈতন্য দেহ' ও 'মৃতদেহ'র মধ্যে ফারাক করতে পারেন না! পুলিশে সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন না সেই কলেজের অধ্যক্ষ। অপেক্ষা করতে হয় পরিবারের 'সম্মতির'। পুলিশ অকুস্থল সুরক্ষিত করার বদলে বহিরাগতদের সেখানে অবাধে ঘুরতে দেয়। ময়নাতদন্তের পরেও পুলিশের কেস ডায়েরিতে 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর' উল্লেখ থেকে যায় সারাদিনের তদন্তের বিবরণ লিখতে গিয়ে।

বদলাপুর বা আরজি কর- কোনও জায়গাতেই না কর্তৃপক্ষ, না পুলিশ কেউই বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। আর দশটা কেসের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনই হয়েছে এই ঘটনাগুলিতেও। এটাই সাধারণ দায়সারা উদাসীন মনোভাব। এমনভাবেই অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান চলে, অভিযোগের ফয়সালা হয় না, কেস দায়ের হতে দেরি হয়, হলেও ঠিক মতো হয় না, কোথাও নিয়ম মেনে যথাযথ ময়নাতদন্ত হয় বা হয় না, আইন-শৃঙ্খলা ও তদন্ত দুই একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে নাজেহাল পুলিশ দায়সারা তদন্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিদিন নাজেহাল হন আসলে সাধারণ মানুষ। আরজি করের তরুণীর বাবা-মা অথবা বদলাপুরের শিশুদের পরিবার- তাঁরা বিচার চেয়ে দৌড়ে দৌড়ে বেড়ান। ভাগ্যক্রমে দুটি ঘটনা সাধারণ নাগরিকদেরও চেতনাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। নয়তো অচিরেই এই দুটি ঘটনাও '১০ দিনে ৯০০টি ধর্ষণের' মতো হয়ে থেকে যেত। অথচ শুধু আইন ধরে ধরে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেই এই ঝামেলা কাউকে পোহাতে হয় না।

এই দায়সারা এবং উদাসীন মনোভাবের পিছনে আসলে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস কাজ করে। বদলাপুরের স্কুলের পরিচালন সমিতির মাথায় স্থানীয় বিজেপি ও শিবসেনারা নেতারা রয়েছেন। স্বভাবতই শিক্ষিকারা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, এই রাজনৈতিক মাথারাই সামলে নেবেন সব ঝড়। আরজি করের ক্ষেত্রে তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই যেভাবে 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে' তৎকালীন অধ্যক্ষকে ইস্তফা দেওয়া থেকে বিরত করেছেন এবং একই পদে অন্য একটি মেডিকেল কলেজে বদলি করেছেন, তাতে বোঝা যায় মাথার উপর কার হাত ছিল, যার জন্য মেডিকেল কলেজের কর্তারা এতটা উদাসীন হতে পেরেছেন ও ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে 'আত্মহত্যার' গল্প ফেঁদেছিলেন। যেভাবে স্থানীয় বিধায়কের তত্ত্বাবধানে বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে তড়িঘড়ি তরুণীর দেহ দাহ করা হয়েছে, তাতে বোঝাই যায় যে এই অব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার পিছনে কাদের হাত থাকে।

মহারাষ্ট্র

পুলিশ-প্রশাসন-শাসকদলের নেতারা এখনও ভাবছেন, অন্য অনেক ঘটনার মতো এটিও জনগণ ভুলে যাবে। আন্দোলন 'রাজনৈতিক' প্রমাণ করতে পারলে ভয় পেয়ে সাধারণ মানুষ ঘরে ঢুকে পড়বে। মূল ঘটনার বিচার তো তখন হবে যখন আদালতে প্রমাণ সহ অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। ততদিন তো 'তারিখ পে তারিখ' চলতে থাকবে। ব্যবস্থা বদল হল কী হল না সে নিয়ে আবার কে ভাববে! এমন বড় কোনও ঘটনা হলে তখন দেখা যাবে। এটাই 'চলছে চলবের' গল্প।

মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রে নির্বাচন আসন্ন। ভাঙাভাঙি করে চারটি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনে লড়বে। সেখানকার মানুষের কাছে শাসককে বেছে নেওয়ার সুযোগ অনেক।

মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের স্কুলে ছাত্রীদের যৌন নির্যাতনের পর রেলস্টেশনে প্রতিবাদে যাত্রীরা। তাঁদের সামলাতে হিমসিম পুলিশ।

উলটোদিকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনি লড়াইটি এক অর্থে 'দ্বি-দলীয়' লড়াইয়ে নেমে এসেছে। ফলে মানুষের কাছে সুযোগ সীমিত। কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নারী সুরক্ষার প্রশ্ন ছাড়াও পুলিশ-প্রশাসনিক অব্যবস্থার সাক্ষী প্রতিটি নাগরিক। ভোট বাক্সে সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিতে না পেরেই কিন্তু তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার গভীর অসুখ সারাবার দায়িত্ব জনগণের ভোট নিয়ে জিতে আসা জনপ্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারাই শাসক বা বিরোধী। এটি শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়। মূল ঘটনার বিচার হয়ে দোষীদের শাস্তি পাওয়ার মধ্যেই এই লড়াই শেষ হয়ে যাবে না। বদলাপুর হোক বা আরজি কর এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার দায় নিতে হবে পুলিশ-প্রশাসন ও শাসকদলের কর্তাদেরও। সরে যেতে হবে দোষীদের। ঘুণ ধরা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ পুলিশ-প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদেরই। তবেই হবে যথার্থ বিচার! এটা যেন আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায়।

(লেখক এমআইটি এডিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পুনের বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৬৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

আটক

শনিবার ভোরে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে ইছামতী নদী দিয়ে পাচারের সময় ২১০০ বোতল কাফ সিরাপ ও ২১৩ ইউনিট ব্লুপ-জি ক্রিম আটক করেছে বিএসএফ।

তৃণমূলের ধর্না

আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত ফাঁসির দাবিতে রাজ্যের সমস্ত ব্লকে ধর্নায় বসবে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রবিবার তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা ধর্নায় বসবেন।

বন্ধুকে আক্রমণ

বনগাঁয় মদের আসরে কাচের গ্লাস ভেঙে বন্ধুকে আক্রমণ করল অপর বন্ধু। স্থানীয় লোকজন ওই জখম তরুণকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

ধৃত ৩

পাচারের আগেই ১০টি মোটরবাইক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা থানার পুলিশ। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল।

টেলিমেডিসিন পরিষেবা শুরু জুনিয়ার ডাক্তারদের

সেমিনার হলে কারা, নজর তদন্তে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হলে কারা উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই দুটি ছবি দেখিয়ে ওইসময় কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে লাল ও বেগুনি রঙের জামা পরিহিত দুই ব্যক্তিকে নিয়ে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আরজি কর হাসপাতালে অভয়া টেলিমেডিসিন ক্লিনিক। শনিবার।

সিবিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ৯ অগাস্ট অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সেমিনার হলে পৌঁছোনোর আগেই পুলিশ সেখানে হাজির হয়েছিল। এদিকে নিহত ডাক্তারের পরিবারকে পুলিশ গৃহবন্দি করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। এদিন থেকেই আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা 'টেলিমেডিসিন' পরিষেবা ক্যাম্প শুরু করেছেন। এর নাম দিয়েছেন 'অভয়া ক্লিনিক'।

শুক্রবার কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, ৯ অগাস্ট সকালে সেমিনার হলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পুলিশকর্মী। কিন্তু সেমিনার রুমের ছবিতে লাল জামা পরা যে ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছিল সেক্ষেত্রে ডিসি সেন্ট্রালের দাবি ছিল, ওই ব্যক্তি গোয়েন্দা পুলিশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। কিন্তু ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) ওই ব্যক্তিকে এসএসকেএমের ডাক্তার অভীক দে বলে দাবি করে। আইএমএ'র দাবির পালটা লালবাজার জানায়, ওই ব্যক্তি ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ আনিসুর রহমান। ওইদিন ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সেমিনার হলে উপস্থিত বেগুনি রঙের জামা পরিহিত এক ব্যক্তিকে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আইএমএ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। প্রশ্ন উঠেছে, সেক্ষেত্রে কী কারণে এবং কার ডাকে ওইদিন আরজি করের সেমিনার হলে গিয়েছিলেন তিনি? কোন ক্ষমতাবলে তদন্তকারী পুলিশের পাশে ছিলেন?

সিবিআই অফিসাররা ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ ও ফোন কল খতিয়ে দেখে জানতে পেরেছেন, ওই মহিলা ডাক্তারের মৃত্যুর খবর অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে প্রথম দিয়েছিলেন আরজি করের পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার সুমিত রায় তপাদার। কিন্তু সন্দীপ সেইসময় স্নান করছিলেন বলে ফোন ধরতে পারেননি। পরে অবশ্য তিনি সুমিতকে ফোন করেন ও বিষয়টি জানতে পারেন। এরপরই সন্দীপ পুলিশকে ফোন করেন ও হাসপাতালের দিকে রওনা দেন। তবে শুধু পুলিশ নয়, হাসপাতালের তৎকালীন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠ ও পালমোনারি বিভাগের তৎকালীন প্রধান অরুণাভ দত্তচৌধুরী সহ কয়েকজনকে ফোন করেন তিনি। তবে তিনি যখন সেমিনার হলে পৌঁছোন, ততক্ষণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে।

কর্মবিরতি না তুললেও এদিন থেকে হাসপাতালে ফোনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। প্রথম দিনে ৫০০-রও বেশি রোগী হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পরিষেবা পান। সোমবার কুমোরটুলিতেও এই পরিষেবা চালু করা হবে।

আরজি কর কাণ্ডে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকার দাবি উঠলেও ডিএনএ টেস্টে একমাত্র ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর। সঞ্জয় বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। সেখানে যে রুটি-সবজি খেতে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে, তা তাঁর পছন্দ নয় বলে জেলকর্মীদের সঙ্গে রীতিমতো বাদানুবাদও হয়। সঞ্জয়ের দাবি, তাঁকে এগ-চাউমিন দিতে হবে।

এদিন সকালে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। পরে আরজি করে আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন তিনি। কিন্তু আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানান, কোনও দলের নেতার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন তাঁরা।

নতুন মুখ্যসচিব মনোজ

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ। বিদায়ি মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু শনিবার বিকাল পর্যন্ত ওই আবেদন মঞ্জুর করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। আর তারপরই এদিন সন্ধ্যায় জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে মনোজ পন্থের নাম ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘদিন রাজ্যের অর্থসচিব পদে ছিলেন মনোজ পন্থ। শুক্রবারই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মনোজ পন্থকে সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব পদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থসচিব করা হয়েছিল অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে। বিপি গোপালিকার মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার না দিলে মনোজ পন্থই মুখ্যসচিব হবেন বলে মনে করছিলেন অনেকে। কিন্তু শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে সেচ দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়ায় মুখ্যসচিব হিসেবে তাঁর নাম নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে পরবর্তী মুখ্যসচিব হিসেবে বেশকিছু নাম সামনে আসে। কিন্তু সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মনোজ পন্থকেই মুখ্যসচিব পদে বসানো হল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মনোজ। রাজ্যের আর্থিক সংকটের মধ্যেও অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৯১ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার এর আগে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসক পদে ছিলেন। অর্থ ছাড়াও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব পদেও তিনি দায়িত্ব সামলেছেন। এর আগে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বা হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁদের বিভিন্ন পদে বসিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপনকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য অর্থ উপদেষ্টার পদ দেওয়া হয়েছিল। বিপি গোপালিকার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও পদ দেওয়া হবে কিনা, তা শনিবার পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। গত ৩১ মে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিপি গোপালিকা। কিন্তু তখন লোকসভা নির্বাচন চলায় তাঁর মেয়াদ তিনমাস বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল নবান্ন। সেইমতো কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ বিভাগ ওই আবেদন মঞ্জুর করেছিল। ৩১ অগাস্ট ছিল তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষের দিন।

প্রতিবাদ চলছেই। আরজি করের ঘটনায় রাজপথে উত্তর ও মধ্য কলকাতার স্কুলের প্রাক্তনীরা। শনিবার। ছবি :আবির চৌধুরী

রাজ্যের ক্ষমতায় প্রশ্ন আইনজ্ঞদের

চর্চায় ধর্ষণবিরোধী বিল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করার ঘটনার পর ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দু'বার চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার বিধানসভায় দু-দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকে রাজ্য সরকার ধর্ষণবিরোধী কঠোর বিল পাশ করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এই বিল পেশ হওয়ার কথা। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন রয়েছে। সেখানে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ১০ বছরের কারাদণ্ড ও নির্যাতনের মাপকাঠি দেখে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সংস্থানও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আদৌ এই বিল আনতে পারে কিনা, তা নিয়েই আইনজীবীমহলে সংশয় তৈরি হয়েছে।

প্রবীণ আইনজীবী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা বলেছেন, 'সংসদে পাশ হওয়া আইনে যদি শাস্তির যথেষ্ট সংস্থান থাকে, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পৃথকভাবে আইন আনতে পারে না। আইন আনতে গেলে কিছু নিয়ম রয়েছে।'

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা বলেছেন, 'ফৌজদারি আইন হল সংবিধানের সপ্তম তপশিলের যৌথ তালিকাভুক্ত। ধর্ষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি আইন আগেই ছিল। সম্প্রতি নতুন আইনও প্রণয়ন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় আইনের কোনও ধারার বিরোধী কোনও আইন প্রণয়ন করা যায় না। কারণ, এই বিল রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কাছে আগে বিল পাঠাতে হবে রাজ্য সরকারকে। রাষ্ট্রপতি সমস্ত সীমারেখা বিচার করে তাঁর কোনও সংশয় থাকলে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে পূর্ণাঙ্গ শুনানি হবে। তারপরই সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে।'

এর আগে মহারাষ্ট্র সরকার এই ধরনের একটি আইন আনতে চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে বিল পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই বিল এখনও রাষ্ট্রপতির কাছেই আটকে আছে। ফলে রাজ্য আদৌ এই বিল পেশ করতে পারে কিনা, তা নিয়েই বিল পেশের ৪৮ ঘণ্টা আগেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জানান, ন্যায় সংহিতায় ইতিমধ্যেই ধর্ষণ ও খুনের মামলায় শাস্তির যথেষ্ট সংস্থান রয়েছে। তাই নতুন করে রাজ্য সরকার ওই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে বিধানসভায় বিল আনতে পারে না। কারণ, ওই বিল আনলে তা বেআইনি হবে ও সুপ্রিম কোর্টের তা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কারণ, সংবিধানের ২৪৫ ধারা অনুযায়ী সংসদে পাশ হওয়া কোনও কিছুর বিরোধিতা করে বিধানসভায় বিল আনা যায় না। তবে কিছু ধারা ও উপধারায় কোনও ফাঁকফোকর থাকলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাছে নির্দিষ্ট উপধারা উল্লেখ করে বিল পাঠাতে হবে। ওই বিলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে বিধানসভায় পেশ করা যায়। যদিও রাজ্য সরকার যে এই বিল পেশ করবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করে বিল পেশ করা যায় না, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন করেছে, তা অনেক দুর্বল। আমরা আরও কঠোর আইন আনতে চলেছি। সেই কারণেই আমরা বিল পেশ করব ও পাশ করে তা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে।'

নিয়মের জালে

- ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন রয়েছে
- সেখানে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সংস্থানও রয়েছে
- ২৪৫ ধারা অনুযায়ী সংসদে পাশ হওয়া কিছুর বিরোধিতা করে বিধানসভায় বিল আনা যায় না
- কিছু ধারা ও উপধারায় ফাঁক থাকলে রাষ্ট্রপতির কাছে বিল পাঠাতে হবে
- ওই বিলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে বিধানসভায় পেশ করা যায়

বৃহত্তর পরিসরে কর্মসূচি সিপিএমের

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের পর ছাত্র-যুবদের সামনে এনে প্রথম থেকেই আন্দোলনে ঝাঁঝ বাড়িয়েছিল সিপিএম। দলের গণসংগঠনগুলি তৎপর হয়ে মাঠে নামে। কিন্তু সময় এগোতেই প্রতিবাদ কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেরুয়া শিবির। সিপিএমের কর্মসূচি চলতে থাকে ঢিমেতালে। এই পরিস্থিতিতে আবার আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে নামতে চাইছে বামেরা। ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে মিছিল হতে চলেছে। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করতে চলেছে সিপিএম। এই আবেদন পাঠানো হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে।

৩ সেপ্টেম্বরের মিছিলে বামফ্রন্টের বাইরেও বিভিন্ন দলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্দোলনের পরিধি আরও বৃহৎ করতে সকল স্তরের মানুষকে যুক্ত করতে চাইছে তারা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের সই সংগ্রহ করার জন্য পথে নামবে সিপিএম। তা সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। সিপিএমের তরফে বারবার দাবি করা হয়েছে, সিবিআইও তাদের নজরে রয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার ২২ দিন অতিক্রান্ত। সিবিআই তদন্ত করছে। কিন্তু এখনও ধৃত সঞ্জয় রায় ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাই সিবিআই দপ্তর অভিযানের পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

আরজি করের ঘটনার পর কার্যত হাসপাতালের বাইরেই মঞ্চ বানিয়ে লাগাতার কর্মসূচি করতে থাকেন মীনাক্ষীরা। দলের মহিলা, ছাত্র-যুবরা বহু কর্মসূচিতে নামে। তখনও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নজর কাড়তে পারেনি বিজেপি। তবে সিপিএম এই ঘটনায় পায়ের নীচের মাটি শক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করলে নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে তৎপর হয় বিজেপি। আদালতে আরজি কর সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা দায়ের, স্বাস্থ্য ভবন অভিযান, লালবাজার অভিযান, বনধ ঘোষণা, শ্যামবাজার ও ধর্মতলায় ধর্না কর্মসূচি পরপর গ্রহণ করায় সিপিএমের কর্মসূচি কার্যত পিছনের সারিতে চলে যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আবহে আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সিপিএম। আরজি করের ঘটনাকে ইস্যু করে বিরোধী পরিসরে নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরতে চায় তারা।

পিছিয়ে গেল শ্রেয়ার কনসার্ট

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় কনসার্ট পিছিয়ে দিলেন প্রখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। কনসার্টটি অক্টোবরে হবে বলে শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন শ্রেয়া। তবে বাংলা বা ভারত নয়, সারা বিশ্বের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন বলে নিজের পোস্টে উল্লেখ করেছেন শ্রেয়া।

শুক্রবার টলিউডের একাংশকে তীব্র নিশানা করলেও শ্রেয়ার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। শ্রেয়ার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টের কিছুক্ষণ পরই কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়ে দেন, 'শ্রেয়া ঘোষালের অবস্থানকে সাধুবাদ জানাই। আরজি কর নিয়ে আমাদের মতো তিনিও উদ্বিগ্ন। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি সারা দেশ এবং বিশ্বের মহিলাদের সুরক্ষার কথা তিনি বলেছেন।'

শ্রেয়া তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'কলকাতায় সম্প্রতি যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, আমাকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একজন মহিলা হিসেবে ঘটনার নৃশংসতায় আমি শিউরে উঠছি।'

এরপরই শ্রেয়া লিখেছেন, 'আমি এবং আমার প্রচারক এফএম সংস্থা এই পরিস্থিতিতে কলকাতার কনসার্টটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৪ সেপ্টেম্বর ওই কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। কনসার্টটি হবে অক্টোবরে। আমরা সকলেই এই কনসার্টের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদীদের পাশে দাঁড়ানো অপরিহার্য। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি।'

বিনয়কুমার সোরেন।

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয়

বোলপুর, ৩১ অগাস্ট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীতে এই প্রথম আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাউকে উপাচার্যের আসনে বসানো হল। দায়িত্ব পেয়ে নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয়কুমার সোরেন বলেন, 'বিশ্বভারতীর দায়িত্বভার নেওয়া আমার কাছে গর্বের। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের যা দায়বদ্ধতা, কার্যক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে স্থায়ী উপাচার্য না আসা পর্যন্ত দায়িত্বভার পালন করব। তবে অবশ্যই ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখে, আশ্রমিক পরিবেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে পঠনপাঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

গত বছর ৮ নভেম্বর স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হয়। এরপরই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয়কুমার মল্লিক। চলতি বছরের ২৫ মে কর্মসমিতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে নিয়ম অনুসারে উপাচার্যের পদ থেকে অবসর নেন তিনি। পরে ২৯ মে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব নেন পল্লি সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ অরবিন্দ মণ্ডল। তাঁরও কর্মসমিতির সদস্যের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের নির্দেশে বিশ্বভারতী সংবিধানের ৩ (৬) ধারা অনুযায়ী বরিষ্ঠ অধ্যাপক ও কর্মসমিতির সম্মাননীয় সদস্য তথা পল্লি সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ বিনয়বাবু ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পেলেন। তবে কবে মিলবে স্থায়ী উপাচার্য - সেই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিশ্বভারতীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মুখিয়ে আছেন কেন্দ্রের দিকেই।

সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধু জয় সায়নীর

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৩১ অগাস্ট : বিদেশের মাটিতে আবারও ভারতের তেরঙা ওড়ালেন বাংলার জলকন্যা সায়নী দাস। এবার তিনি জয় করলেন সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধু।

সায়নী এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা সাঁতারু যিনি আয়ারল্যান্ডে গিয়ে ১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিটে ৪৮ কিলোমিটার পথ সাঁতরে পঞ্চম সিন্ধু জয়ের রেকর্ড গড়লেন। শনিবার ভোর ৩টে নাগাদ মেয়ে সায়নীর সাফল্যের খবর পান বাবা রাধেশ্যাম দাস। তাঁর কথায়, 'আর বাকি রইল সপ্তসিন্ধুর ষষ্ঠ ও সপ্তম সিন্ধু সুগারু ও জিব্রালটার প্রণালী। এই দুই সিন্ধু জয় করতে পারলেই আমার মেয়ে সায়নীর মাথায় উঠবে ওশেন সেভেন মুকুট।'

যদিও আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে সায়নীর সপ্তসিন্ধুর পঞ্চম সিন্ধু অর্থাৎ নর্থ চ্যানেল জয় খুব একটা সহজ ছিল না। এর আগে সব

প্রতিকূলতা কাটিয়ে ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে ২৯.৫ কিলোমিটার দুর্গম জলপথ অতিক্রম করে সায়নী কুক প্রণালী জয় করেছিলেন। সায়নী বাড়ি ফিরলে তাঁকে নিয়ে জয় সেলিব্রেট করার প্রস্তুতি এদিন থেকে শুরু করে দিয়েছেন কালনার ক্রীড়াপ্রেমীরা।

মুক্ত সায়ন

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল শনিবার দুপুর দুটোর মধ্যে মুক্তি দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়িকে। সেই অনুযায়ী এদিন দুপুর ১.৪১ মিনিটে মুক্তি পান সায়ন। ব্যাংকশাল আদালত থেকে বেরিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। কিন্তু তাঁর মুক্তির বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সোমবার জরুরি ভিত্তিতে শীর্ষ আদালতে শুনানির আবেদন জানানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

পিকের অভাব বোধ নেতাদের একাংশের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে লাগাতার 'বিরূপ' পরিস্থিতিতে প্রায় দিশাহারা অবস্থা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের। বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে দলের একমাত্র ভরসা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এব্যাপারে কয়েক বছর ধরে সহায়তা করে এসেছেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার অবশ্য আরজি কর কাণ্ড মোকাবিলায় পুলিশ ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মতান্তরে ছিলেন তিনি। যা এই ইস্যুতে দলের মধ্যে জটিলতা বাড়িয়েছে। তবে দলের নানাস্তরের মধ্যস্থতায় সম্প্রতি দলনেত্রী অভিষেকের সঙ্গে আলোচনায় বসে 'বেকায়দায়' পড়া দল ও সরকারের উত্তরণের পথ খোঁজা শুরু করেছেন।

শনিবার দলের অন্দরের খবর, শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ দল ও সরকারের ওই সংকটের সময়ে 'সমাধান কৌশল' তৈরিতে অংশ নিতে চাইছেন। পরোক্ষভাবে দলনেত্রী ও দলনেতা অভিষেকের কাছে তাঁদের বার্তা, অবিলম্বে দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসুন তাঁরা। ওই আলোচনা থেকেই অস্থির এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দল ও সরকারের বর্তমান এই অবস্থায় তাঁদের কিছু সুপারিশ কাজে লাগতে পারে বলে আশাবাদী তাঁরা।

জানা গিয়েছে, এই অবস্থায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ ভোট কুশলী পিকের অভাব বোধ করছেন। এই মুহূর্তে প্রশান্ত কিশোর (পিকে) আইপ্যাকের সঙ্গে নেই। তৃণমূলে বর্তমান পরামর্শদাতা 'আইপ্যাকে'র শীর্ষে রয়েছেন প্রতীক জৈন। অভিষেকের কাছে 'আইপ্যাক' অনেকটাই ভরসার জায়গা। এই পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতীকের আলোচনাও চলছে। এমনকি দলনেত্রীও প্রতীকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

পথ খুঁজতে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব

তা সত্ত্বেও আরজি কর কাণ্ড ঘিরে ১৩ বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের এই অস্থির ও বেকায়দা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ 'পিকে'র অভাব বোধ করছেন। অতীতে সরকার বিরোধী একাধিক পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনতে পিকের কৌশল সফল হয়েছে। অতীতে একটা সময় 'কাটমানি'র মতো ইস্যুতে দল অনেকটাই বিপাকে পড়ে। তখন পিকের কৌশল কাজে লাগিয়ে দল ও সরকার সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে অনেকটাই সফল হয়। পিকে'র পরামর্শ মেনে 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির মতো একাধিক পদক্ষেপ দল ও সরকারকে আবার রাজ্যবাসীর আস্থার জায়গায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে। কোনও কোনও শীর্ষ নেতার ধারণা, আরজি কর কাণ্ড ঘিরে দল ও সরকার যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে তাতে হয়তো পিকে দলের পরামর্শদাতা থাকলে কিছুটা সুরাহা মিলত।

মুখ্যমন্ত্রীর মামার গ্রামে পড়ুয়াদের প্রতিবাদ

রামপুরহাট, ৩১ অগাস্ট : এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মামার বাড়ি কুসুম্বা গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে আন্দোলনে নামল। শনিবার স্কুলের পোশাক পরে মিছিল করে তারা। কুসুম্বা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের একাংশ স্কুলের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মণ্ডল বলেন, 'অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন ছাত্রছাত্রী কিছুটা কম ছিল। তবে বাইরে কী হয়েছে বলতে পারব না।' ছাত্রছাত্রীদের দাবি, স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শিক্ষকরা যেমন শিখিয়েছিলেন বাল্যবিবাহ রোধ, তেমনই শিখিয়েছিলেন 'অন্যায় করবে না, অন্যায় বরদাস্ত করবে না'। শিক্ষকদের দেখানো পথেই তারা আরজি করের চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করেছে।

ধৃত চিকিৎসক

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ এক ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করল। তাঁর বিরুদ্ধে এক মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন।

মাঝ আকাশে বিকল ইঞ্জিন

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : ফের মাঝ আকাশে বিকল হল বিমানের ইঞ্জিন। যার জেরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হল কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুগামী একটি বিমান। শুক্রবার রাতে ওই বিমানটি দমদম বিমানবন্দর থেকে ১৬৩ জন যাত্রী ও ৬ জন বিমানকর্মী নিয়ে ওড়ে। কিছুক্ষণ পরেই পাইলট দেখেন বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিন ঠিকমতো কাজ করছে না। তিনি দ্রুত কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের জন্য অনুমতি চান। অনুমতি পেয়েই পাইলট বিমানের মুখ ঘুরিয়ে দমদম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেন। কোনও দুর্ঘটনাই অবশ্য ঘটেনি।

অবশেষে ভৈরব যুগ্ম আহ্বায়ক

উচ্চমাধ্যমিকের জেলা যুগ্ম কনভেনারের নাম ঘোষণা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতির সুপারিশ করা নাম বদলের মধ্যে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে গোষ্ঠী রাজনীতির। জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে কি তাহলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দলের শিক্ষক সংগঠনেরই একাংশ?

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের সুপারিশ করা নাম বাদ দিয়ে ২৪ অগাস্ট ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছিল অমিত সাহাকে। মহুয়াকে সেই খবর জানিয়ে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানান দলের শিক্ষক সংগঠনের একাংশ। তারপরই রাতারাতি বদলে গেলেন যুগ্ম সম্পাদক।

শুক্রবার নতুন করে রাজ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের স্বাক্ষর করা জেলার যুগ্ম আহ্বায়কের তালিকায় নাম দেখা গেল ভৈরব বর্মনের। মাঝে জেলা সভাপতির সুপারিশ করা নাম বদলাল কেন? এর পেছনে কি তৃণমূলের জেলা সভাপতির বিরোধী গোষ্ঠী রয়েছে? কে বা কারা মহুয়ার সুপারিশ করা নাম বদলে অমিত সাহাকে যুগ্ম কনভেনার করলেন? প্রশ্ন অনেক।

চলতি মাসের ২৪ তারিখ সংসদের ওয়েবসাইটে ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যুগ্ম কনভেনারের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, জলপাইগুড়ি জেলায় যুগ্ম কনভেনার হয়েছেন জলপাইগুড়ি আনন্দ মডেল হাইস্কুলের শিক্ষক অমিত সাহা। স্কুল পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) বাইরে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন থেকে একজনকে যুগ্ম কনভেনার করার জন্য তৃণমূল জেলা সভাপতি নাম পাঠিয়ে থাকেন। জানা যায়, অমিতের নাম মহুয়া গোপ সুপারিশই করেননি। তিনি বাহাদুর ঠুটাপাকুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ভৈরব বর্মনকে সুপারিশ করেছিলেন।

মহুয়া বলেন, 'জেলা থেকে নামের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে রাজ্যকে। কিন্তু কী করে আমার সুপারিশ করা নাম বাতিল করে অন্য নাম চলে এসেছিল জানি না।'

অমিত যুগ্ম কনভেনার হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় শিক্ষক নেতাদের অনেকে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে ৩০ অগাস্ট শুক্রবার সংসদের ওয়েবসাইটে নতুন করে যুগ্ম কনভেনারের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে পাঁচটি জেলার যুগ্ম কনভেনারের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলাও রয়েছে। জেলা যুগ্ম কনভেনার হয়েছেন ভৈরব।

এই ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মধ্যে দুই গোষ্ঠীর উপস্থিতি আরও প্রবল হল। জেলা সভাপতির সুপারিশ করা শিক্ষকের নাম বাতিল করে অন্য একজনকে যুগ্ম কনভেনার করায় সংগঠনের মধ্যে গোষ্ঠী রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

রাজ্যের বাইরে থাকায় এ বিষয়ে অবশ্য অমিত সাহার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। একাধিকবার ফোন করা হলেও আউট অফ রেঞ্জ বলছে।

নতুন যুগ্ম কনভেনার ভৈরব বর্মন বলেন, 'প্রথম তালিকার পর শুক্রবার সংসদ তাদের ওয়েবসাইটে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে আমার নাম যুগ্ম কনভেনার হিসেবে থাকায় দায়িত্ব বেড়ে গেল।' তবে অমিত সাহার নাম বাদ দিয়ে তাঁর নাম কী করে এল, তা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি ভৈরব। জেলা তৃণমূল সভাপতির সুপারিশের নাম বদলে আরেকজনকে যুগ্ম কনভেনার করার পেছনে শিক্ষকদের একটা অংশ রয়েছে বলে দল জানতে পেরেছে। কিন্তু তৃণমূলের জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব বা প্রাক্তন কোনও প্রভাবশালী নেতা নেপথ্যে সক্রিয় ছিলেন কি না, সেই খোঁজও নেওয়া হচ্ছে।

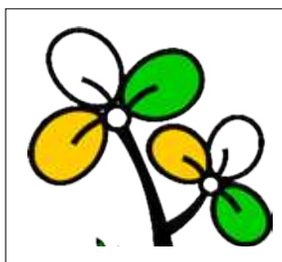

জেলা থেকে নামের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে রাজ্যকে। কিন্তু কী করে আমার সুপারিশ করা নাম বাতিল করে অন্য নাম চলে এসেছিল জানি না।
মহুয়া গোপ

নাম বদল

- উচ্চমাধ্যমিকে জলপাইগুড়ির যুগ্ম কনভেনার হিসেবে মহুয়া ভৈরব বর্মনের নাম সুপারিশ করেছিলেন
- ২৪ তারিখে সংসদের প্রকাশিত তালিকায় তাঁর বদলে যুগ্ম কনভেনার হন অমিত সাহা
- শুক্রবার সংসদের প্রকাশিত নতুন তালিকায় যুগ্ম সম্পাদকের জায়গায় ভৈরবের নাম দেখা যায়

শরতের দূত।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের তন্ময় দেব।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তিনদিন পর দেহ উদ্ধার জলঢাকায়

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : জলঢাকায় ভেসে যাওয়া বিক্রম বাকলার (২৭) নিথর দেহ উদ্ধার হল শনিবার। স্থানীয় এক গোয়ালা নদী পেরোনোর সময় সন্ধ্যায় মৃতদেহটি দেখতে পান। স্থানীয়রা জানানোর পর সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস্তি এলাকায় একটি বেসরকারি রিসর্টের সামনে থেকে বিক্রমের দেহ উদ্ধার করেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা।

বিক্রমের বাড়ি নাগরাকাটার পানিট্যাঙ্কি এলাকায়। ২৮ অগাস্ট সকালে চার বন্ধুর সঙ্গে জলঢাকা রেলসেতু সংলগ্ন এলাকায় বেড়াতে গিয়ে নদী পার হওয়ার সময় ভেসে যান তিনি।

তিনদিন পর তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জলঢাকায় ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল বিন্নাগুড়ির সরুগাঁও এলাকার এক তরুণ এই নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

গত স্বাধীনতা দিবসেও বানারহাটের এক ব্যবসায়ী ভেসে যান জলঢাকার স্রোতে।

এছাড়া গত বছরের ৯ জুলাই নাগরাকাটার সুখানি বস্তির এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল জলঢাকায়। দুর্ঘটনা আটকাতে পুলিশ ওই

গ্রন্থাগার দিবসে পুরস্কৃত পাঠক

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি পুরসভার 'প্রয়াস' হলে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস পালিত হল শনিবার। এবার দিনটি উদযাপনের থিম ছিল 'বই পড়ো জীবন গড়ো'। সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির ভিত্তিতে জেলার ৭৩টি গ্রন্থাগারের একজন করে পাঠককে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন হলেও ওই ৭৩টি গ্রন্থাগারে মাত্র ৪৩ জন সহ গ্রন্থাগারিক থাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই গ্রন্থাগারগুলিতে আরও ১৪৭ জন কর্মী প্রয়োজন।

প্রশাসনের তরফে অবশ্য গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ, শৌচালয় ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বই পড়ায় অনীহার প্রতি ওই অনুষ্ঠানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) পুষ্পক রায়। তাঁর কথায়, 'সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস পালন হলেও প্রশ্ন, আমরা কতজন বই পড়ছি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মনকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলোর পরিকাঠামো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুললে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়বে।' অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্ত্রী খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : স্ত্রী খুনে অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের অতিরিক্ত চতুর্থ কোর্টের বিচারক রিন্টু শূর শুক্রবার এই সাজা ঘোষণা করেন। অভিযুক্তের নাম গৌতম বিশ্বাস। ঘটনার চার বছরের মাথায় আদালত এই সাজা ঘোষণা করল।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৬ সালে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরি অফিসপাড়ার বাসিন্দা বীরেন্দ্র দাসের একমাত্র মেয়ে আঁখির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়ার পেশায় রাজমিস্ত্রি গৌতমের। বিয়ের পর থেকে গৌতম স্ত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ। এর জেরে একবার আঁখির হাতও ভেঙে যায়। ২০২০ সালের ২১ অগাস্ট একইভাবে দম্পতির মধ্যে ঝগড়া হয়। ওইদিন গভীর রাতে স্ত্রী যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন গৌতম হাতুড়ি দিয়ে আঁখির মাথায় আঘাত করে। ঘটনার সময় তাঁদের একমাত্র সন্তান মায়ের পাশেই ঘুমোচ্ছিল। ঘটনার পরই মাঝরাতে গৌতম কোতোয়ালি থানায় গিয়ে কর্তব্যরত অফিসারকে ঘটনাটি জানায়। তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ওই বাড়ি যায়। পুলিশ গিয়ে দেখে আঁখি রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছে। পাশেই ঘুমাচ্ছে সন্তান। আঁখিকে উদ্ধার করে পুলিশ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরদিনই আঁখির বাবা বীরেন্দ্র দাসের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গৌতমকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি খুনের মামলা দায়ের করে। সে সময় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার মহিলা সাব-ইনস্পেকটর চোসেন লামা ঘটনার তদন্ত করেন। ঘটনায় চার প্রতিবেশীর গোপন জবানবন্দি নেয় আদালত।

সরকারি আইনজীবী তপন ভট্টাচার্য বলেন, 'চিকিৎসক সহ মোট ১৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। মামলায় আদালত অভিযুক্ত গৌতম বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।'

অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী শিবশংকর দত্ত বলেন, 'আদালতের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।'

টুকরো খবর

শিক্ষক সম্মেলন

ধূপগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : স্থানীয় কর্মচারী ভবনে শনিবার সিপিএমের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ'র ধূপগুড়ি সার্কেল সম্মেলন হল।

সংগঠনের এক বছরের কাজের খতিয়ান নিয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর সম্মেলনে আলোচনা হয়। ১৭ জনের নতুন সার্কেল কমিটি গঠিত হয় সম্মেলন থেকে। সার্কেল সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে দুলাল সরকার, জবেদুল ইসলাম এবং অভীক সরকার।

নবনির্বাচিত সম্পাদক বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকার উদাসীন। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে।' সম্মেলনে হাজির ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বিপিনচন্দ্র রায়, জোনাল সভাপতি বেণিমাধব ঘোষ, মৃণালকান্তি সরকার প্রমুখ।

খাদ্য আন্দোলন

চালসা, ৩১ অগাস্ট : দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে উত্তর ধূপঝোরার সিপিএম পার্টি অফিসে খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মেটেলি থানা কৃষকসভার ডাকে আয়োজিত সভায় আলোচনা হয়। খাদ্য আন্দোলনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার মেটেলি থানা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

বার্ষিক সম্মেলন

গয়েরকাটা, ৩১ অগাস্ট : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৮তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার বিকেলে। গয়েরকাটা গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত সম্মেলনে সমিতির ৫২ জন প্রতিনিধি ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে থেকে ১৯ জনকে নিয়ে সার্কেল কাউন্সিল কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হলেন পরিমল রায় এবং সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন রজতশুভ্র সরকার।

বিদায় সংবর্ধনা

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মশিক্ষার শিক্ষিকা দীপালি রায় অবসর নিলেন। শনিবার বিদ্যালয়ের তরফে দীপালিকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎস কর, পরিচালন সমিতির সভাপতি কৌশিক রায় প্রমুখ ছিলেন অনুষ্ঠানে।

মেশিন প্রদান

বানারহাট, ৩১ অগাস্ট : বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির তরফে বানারহাটের চামুর্চি এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সেলাই মেশিন দেওয়া হল। শনিবার সকালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে স্থানীয় মহিলাদের হাতে ৩০টি সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সদ্ভাবনা' প্রকল্পের মাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। চামুর্চির একটি স্কুলে দুটি ফ্যানও দেওয়া হয়েছে।

জলাভাবে শুকিয়েছে জমি

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : বৃষ্টির দেখা নেই। তীব্র গরম ও রোদের তাপে চাষের জমিতে ফাটল ধরছে। দুশ্চিন্তার প্রহর গুনছেন উত্তরের চাষিরা। পরিমাণ মতো জল না পাওয়ায় আমন ধানের চাষে চরম সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। তাঁদের ভরসা ভূগর্ভস্থ জল। যেসব এলাকায় জলসেচের সুযোগ অপ্রতুল কিংবা নদী-পুকুর নেই সেখানকার চাষিরা পড়েছেন চরম বিপাকে।

জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ফি-বছর আমন ধানের চাষ হয়। অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। উঁচু এলাকাগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে তার ভরসায় আমন চাষ করেন চাষিরা। প্রথমদিকে বীজতলা শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছিল।

এখন জলের অভাবে জমি শুকিয়ে যেতে বসেছে। ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ির চাষি গোবিন্দ সরকার জানান, প্রখর তাপে জমিতে ফাটল দেখা দিয়েছে।

গত মাসের মাঝামাঝি মূল জমিতে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছিল। কিন্তু আশপাশে নদী কিংবা পুকুর না থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাধ্য হয়ে জলসেচে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে।

আরেক চাষি বুধেশ্বর মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের মতো প্রান্তিক চাষিদের সবার পক্ষে জলসেচের ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। এমন জলের ঘাটতি আগামীতে ফলনেও সমস্যা দেখা দেবে। প্রশাসন থেকে যদি ময়নাগুড়ির আরও বিভিন্ন এলাকায় সোলার প্যানেল বসানো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মতো ছোট চাষিদের জলসেচের ক্ষেত্রে অনেকটা উপকার হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ বিপ্লব দাস বলেন, 'এ বিষয়ে চাষিদের কাছ থেকে সমস্যার কথা জানার পর তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বেশকিছু জায়গায় পরিদর্শনও করা হয়েছে। এটা ঠিক, চলতি মরশুমে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। এই মুহূর্তে চাষের জমিতে জলের অভাবে ধানগাছ যাতে মারা না যায়, সেজন্য চাষিদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উত্তরে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে সেই জল আমন ধান চাষে অনেকটা উপকার দেবে।'

জলের অভাবে ফাটল ধানের জমিতে।

একসঙ্গে পথ চলা।। *কোচবিহারে চকচকাতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

কর্মশালা

ধূপগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল ও অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ বিভাগের উদ্যোগে এনবিউ-ইউজেসি-এইচআরডিসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কার্টগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আইআইএআরআই কলকাতার প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় ২৭ থেকে ৩১ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হল রিসার্চ মেথোডলোজি অ্যান্ড রিসার্চ প্র্যাকটিস বিষয়ক পাঁচদিনব্যাপী কর্মশালা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অঞ্জন চক্রবর্তী ও ডঃ রঞ্জন রায়ের উপস্থিতিতে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়।

উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতার বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষকরা কর্মশালায় অংশ নেন। আয়োজকদের তরফে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নীলংশুশেখর দাস বলেন, 'কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গবেষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্নতির পাশাপাশি তাঁদের জ্ঞানকে শক্তিশালী করা।'

ক্যানসার রোগীকে মারধর

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : আশ্রমে মারধর। অভিযোগের তির খোদ আশ্রমের প্রধানের দিকে। তিনি এক সঙ্গীকে নিয়ে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ। মার খেয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত এক রোগী। রোগীর পরিবার শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আশ্রমের প্রধান অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মন্দিরের ঘটের দিকে পা দিয়ে শুয়েছিলেন একজন। তাঁকে সরে যেতে বলি। তার বেশি কিছু হয়নি। বাকি অভিযোগ ভিত্তিহীন।' অথচ রোগীর দিদি সান্ধ্যশ্রী নন্দ বলেন, 'আশ্রমের প্রধান আমার ভাইয়ের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার নির্দেশ। ভাইয়ের গায়ে হাতও তোলা হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে কথা বলতে আশ্রমে গেলে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।' আক্রান্তের নাম দীপাঞ্জন গুহ। ক্যানসার আক্রান্ত ওই রোগীর এখন কেমোথেরাপি চলছে। সেজন্য যন্ত্রণায় প্রায়ই ছটফট করেন। শুক্রবার সকালে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। পরে তাঁরা জানতে পারেন সে সময় ওই আশ্রমে গিয়ে দীপাঞ্জন শুয়েছিলেন। তাতে আশ্রমের এক কর্মী তাঁকে মারধর করে।

ধৃত দুই অনুপ্রবেশকারী

হলদিবাড়ি, ৩১ অগাস্ট : অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় ওই দুজনকে হলদিবাড়ি শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম প্রভাত রায় (২৭) এবং সাগর রায় (২০)। দুই তরুণের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায়। ধৃতদের কাছ থেকে জাল ভারতীয় নথিও মিলেছে।

একরাতে জেলা থেকে গ্রেপ্তার ৫২০

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জেলাজুড়ে বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। শুক্রবারের একরাতের অভিযানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ৫২০ জনকে। বাইক চুরির ঘটনায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশের বড় সাফল্য পাওয়ার থেকে জেলার বাকি থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরই নিজেদের এলাকার নজরদারি বাড়িয়ে একের পর এক সাফল্য আসছে। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে শুক্রবার রাতভর বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। প্রতিটি থানা এলাকাতেই এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতেই এই সাফল্য এসেছে। প্রতিটি ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট মামলায় ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া, ধৃতদের তালিকায় রয়েছে ৩৫ জন ওয়ান্টেড অপরাধী, ৫৭ জন ওয়ারেন্টভুক্ত এবং প্রতিরোধমূলক ঘটনার অভিযোগে ৩৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বেআইনিভাবে মদ বিক্রির ঘটনায় ১৭ জন এবং জুয়ার বোর্ড থেকে ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জুয়ার বোর্ড থেকে ৭ হাজার ১৫০ টাকা এবং মদের ঠেক থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৯৮ লিটার ৩৪ গ্রাম মদ।

তৎপর পুলিশ

- নির্দিষ্ট মামলায় ১৮ জন, ৩৫ জন ওয়ান্টেড অপরাধী, ৫৭ জন ওয়ারেন্টভুক্তকে গ্রেপ্তার
- প্রতিরোধমূলক ঘটনার অভিযোগে সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার ৩৫৬ জন
- মদ বিক্রিতে ১৭ জন এবং জুয়ার বোর্ড থেকে ৩৭ জন
- বাজেয়াপ্ত প্রায় ৭ হাজার টাকা এবং মদের ঠেক থেকে প্রায় ১৯৮ লিটার মদ

এছাড়া ৯৭৭টি যানবাহনের চালকদের মোটর ভেহিকল আইনে জরিমানা করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, জেলাজুড়ে প্রতিটি থানা এলাকায় নাকা চেকিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল। নাকা চেকিং পয়েন্ট এবং প্রতিটি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে বেআইনি মদ এবং পাচারকারীদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। জেলাজুড়ে ১৩টি নাকা চেকিং পয়েন্ট রাখা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সীমান্ত বরাবর নিরাপত্তার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগামীদিনে ধারাবাহিকভাবে নাকা চেকিং পয়েন্টগুলিতে বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। অন্যদিকে, জেলার প্রতিটি থানার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। জেলার প্রতিটি থানা ও ফাঁড়িগুলিকেও সতর্কভাবে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। পাশাপাশি বেআইনি মদ ও অবৈধভাবে মজুত মদের ঠেকগুলির বিরুদ্ধে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে জেলা পুলিশ। আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরাও যাতে বেআইনি মদের বিরুদ্ধে নজরদারি চালায়, তার জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নিদান না মানায় 'ফাঁসিতে' তরুণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩১ অগাস্ট : আবার সালিশি বিতর্ক ইসলামপুরে। তৃণমূল নেতাদের নিদানমতো টাকা দিতে না পারায় 'ফাঁসিতে' ঝুলতে হল এক তরুণকে। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুরের সুজালিতে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইমতিয়াজ কৌসর নামে ওই তরুণ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইমতিয়াজের বাবা মকবুল হুসেনের অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে খুন করার উদ্দেশ্যে অভিযুক্তরা ফাঁসি লাগিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ১০ লাখ টাকার জন্য অভিযুক্তরা চাপ দিচ্ছিল বলে তিনি দাবি করেছেন।

মকবুলের দায়ের করা অভিযোগপত্রে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহম্মদ সিরাজুলের নাম রয়েছে। সিরাজুল গোটা ঘটনার কথা স্বীকার করলেও দায় ঝেড়ে ফেলেছেন। তাঁর সাফাই, 'সুজালি অঞ্চল কোর কমিটির একাধিক নেতা সহ অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার এই বিষয়ে যা করার করেছেন। আমি সাধারণ নির্বাচিত সদস্য মাত্র।'

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় সুজালির তৃণমূল নেতারা একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন। খোদ দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলছেন, 'যা বলার ইসলামপুর ব্লক কমিটি বলবে।' তবে সুজালি অঞ্চল কোর কমিটির চেয়ারম্যান মহম্মদ জাহিদুল এবং তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন কোনও নেতা সালিশিতে যুক্ত থাকলে তাদের রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সুজালির নান্দই গ্রামের বাসিন্দা ইমতিয়াজের সঙ্গে গত এপ্রিলে বিয়ে হয়েছে কাদোখোয়া গ্রামের এক তরুণীর। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তাঁদের দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। নববধূ মাস দুয়েক আগে থেকে ইমতিয়াজের সঙ্গে আর সংসার করতে রাজি নন বলে জানিয়ে দেন। এদিকে, তরুণীর আত্মীয়রা পাত্রপক্ষকে ১০ লাখ টাকা দিতে হবে বলে চাপ দিতে শুরু করে। মকবুলের অভিযোগ, প্রায়ই ১০ লাখ টাকার জন্য তাঁর বাড়িতে চড়াও হত তৃণমূলের মদতপুষ্ট লোকজন। তিনি বিষয়টি পুলিশকে জানালে ফল মারাত্মক হবে বলেও হুমকি দেওয়া হত। এরপর গত ২৮ অগাস্ট, বুধবার মকবুল ও ইমতিয়াজকে সালিশি সভার নামে রাধারগছ নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে কয়েকজন।

মকবুল বলছেন, 'প্রাণ বাঁচাতে সেদিন সালিশি সভায় গয়না এবং জমি বিক্রি করে তাদের হাতে চার লাখ টাকা তুলে দিতে বাধ্য হই। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সিরাজুল সহ অন্য তৃণমূল নেতারাও সব জানতেন। কিন্তু আমি গরিব ও অসহায় হলেও কেউ আমার পাশে দাঁড়াননি। আমার সন্দেহ, ছেলেকে ওরা খুন করতেই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।'

ঘটনার পর থেকেই একে অপরের ঘাড়ে দায় ঠেলছেন তৃণমূল নেতারা। অঞ্চল সভাপতি সাত্তার বলছেন, 'সমস্যার সমাধানে আমাকে ওরা আর্জি জানিয়েছিল। আমি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলাম। আর কিছু আমার জানা নেই। কোর কমিটির বিষয়ে জাহিদুল প্রতিক্রিয়া দেবেন।' ব্লক সভাপতি জাকিরের সংযোজন, 'দলের নির্দেশের বাইরে গিয়ে যারা এধরনের কাজে যুক্ত হবে তাদের রেয়াত করার প্রশ্নই নেই। সঙ্গে পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করবে।' 'ফেরার' প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হকের খাপ পঞ্চায়েত ও সালিশির বিরুদ্ধে সুজালির মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সুজালির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার সালিশি ও তার জেরে তরুণের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ঘটনা তৃণমূলের উপরতলার নেতাদের অস্বস্তির মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকাও। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলছেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

রংদার

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নয়

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক-- সর্বত্র রমরমা ফেক নিউজের। হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে ভুল খবর ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। অতীতে পাড়ায় পাড়ায় রটনা, গুজব ছড়াত। যা সীমাবদ্ধ থাকত পাড়াতেই। এখন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার থেকে ক্যালিফোর্নিয়া। এবারের প্রচ্ছদে ফেক নিউজ ছড়ানোর গল্প।

১০
ইন্দ্রনাথ ঘোষ
ছোটগল্প একদা বাসে

১১
মনিজা রহমান
ছোটগল্প রহস্যময় উপহার
শুভ সরকার
ফুডব্লগ তাল বনে নেব লতা

১২
পূর্বা সেনগুপ্ত
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
কবিতা
সোহেল ইসলাম, সুদেষ্ণা মৈত্র, মৈনাক ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, সৈকত পাল মজুমদার, জয়তী ঘোষ, তন্ময় দেব
এডুকেশন ক্যাম্পাস

ঘটে যা, সব সত্য নহে

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

আমেরিকার সিবিএস রেডিওতে সম্প্রচারিত একটি নাটককে ঘিরে সে কী আতঙ্ক আর তুলকালাম! ১৯৩৮ সালের ৩০ অক্টোবরের ঘটনা। রাত আটটায় হচ্ছিল এইচ জি ওয়েলসের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস অবলম্বনে ওর্সন ওয়েলস পরিচালিত নাটক 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'। 'হ্যালোইন নাইট' স্পেশাল। 'হ্যালোইন' মানেই তো গা-ছমছমে ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু তেমন কিছু যে বাস্তবে ঘটতে পারে সে তো আর ৬০ লাখ রেডিও শ্রোতার কারও কল্পনায় ছিল না!

উদ্ভাবনী বেতার নাট্য নির্দেশক হিসেবে ওয়েলসের খুব নামডাক। নাটকের শুরুতে ছিল একটা স্বগতোক্তি। তারপর থেকে নাটকটা এগিয়েছে বেতার অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে সংবাদ বুলেটিনের ধাঁচে। আর সেখানেই যত গোলমালের সূচনা। গানের লাইভ অনুষ্ঠান থামিয়ে দিয়ে সংবাদে বলা হল, মঙ্গলে এক অস্বাভাবিক বিস্ফোরণ হয়েছে আর নিউ জার্সি শহরের গ্রোভার্স মিল এলাকায় হানা দিয়েছে গ্রহান্তরের প্রাণী। ম্যানহাটানের এক বাড়ির ছাদ থেকে লাইভ রিপোর্টিংয়ে প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, অদ্ভুত দর্শন মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসছে গ্রহান্তরের জীব। পুলিশ ও কৌতূহলী জনতার দিকে তাক করা অস্ত্র থেকে তারা আগুন ছোটাচ্ছে। গ্রহান্তরের অতর্কিত এই হানায় মানুষ আতঙ্কে দিশেহারা। এই বলতে বলতেই 'অডিও ফিড' হঠাৎ স্তব্ধ। বাস্তবানুগ প্রযোজনার জোরে এই নাটক শুনে ভয়ে শ্রোতাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

কেউ খেয়ালই করেনি, 'হ্যালোইন' উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এটি নিছক একটা নাটক। ওই সংবাদ বুলেটিন নাটকেরই অংশ। কোনও আসল বুলেটিন নয়। শ্রোতাদের চমক দিতে গিয়ে নাট্যকার ভেবেও দেখেননি যে এই চমকের অভিঘাতে প্রাণভয়ে পালাতে থাকা আতঙ্কিত মানুষ কীভাবে বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে। সেই সময় 'ফেক নিউজ' শব্দবন্ধটি চালু থাকলে হয়তো নিছক বিনোদনমূলক এই নাটকটিও তার থাবা এড়াতে পারত না। তবে স্রেফ একটা বেতার নাটকের কল্যাণে নিউ জার্সির সেই পাড়া আজও বিখ্যাত।

'ফেক নিউজ' কথাটা দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনের সময় থেকে। সেই নিয়ে এমন চর্চা শুরু হল যে ২০১৭ সালে 'ফেক নিউজ' হয়ে উঠল 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার'। আধুনিক এই 'পোস্ট ট্রুথ' যুগে কথাটার চল মুড়িমুড়কির মতো বেড়ে গেলেও আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এর ভূরিভূরি নজির।

নারদের কাছে রামায়ণ রচনার বরাত পেয়ে বাল্মীকি বলেছিলেন - রামচন্দ্রের গৌরবগাথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু 'তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,/ সকল ঘটনা তাঁর- ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে। নারদের উত্তরটি আমাদের সকলের চেনা -- 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/ রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' প্রশ্ন হল, দেশ ও দুনিয়াজুড়ে অবিরাম 'ফেক নিউজ' এবং 'পোস্ট ট্রুথ' নামক দানবদের আস্ফালন দেখার পরেও রবীন্দ্রনাথ কি আজ 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' লিখতে পারতেন? সত্যের নামে, তথ্যের নামে, সংবাদের নামে নির্জলা মিথ্যার এই দাপট তাঁকেও হয়তো বাক্যহারা করে দিত। অথচ সংবাদের মোড়কে অসত্য বা বিভ্রান্তিমূলক খবর আকছার ব্যবহার করা চলছে আবহমানকাল টাকা কামাবার ধান্দায়, রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যে বা জনমত প্রভাবিত করতে।

নারদের উত্তরটি আমাদের সকলের চেনা -- 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/ রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' প্রশ্ন হল, দেশ ও দুনিয়াজুড়ে অবিরাম 'ফেক নিউজ' এবং 'পোস্ট ট্রুথ' নামক দানবদের আস্ফালন দেখার পরেও রবীন্দ্রনাথ কি আজ 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' লিখতে পারতেন?

এই সব দেখে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, তাহলে বিশ্বাস করব কাকে? সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা টলে যাওয়ার ঘটনাটা নিছক ইদানীংকালে ঘটেছে বলে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। সেই উনিশ শতকের গোড়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন কড়া ভাষায় স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন – 'Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle.' -- খবরের কাগজে ছাপা কোনও কিছুই এখন বিশ্বাস করা চলে না। ওই দূষিত মাধ্যমে প্রকাশের দরুন সত্যি ব্যাপারটাই বরং সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। এখন শুনলে মনে হবে, জেফারসনের বিষোদ্গার ছিল এই ফেক নিউজের বিরুদ্ধেই।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এখন চলছে ভারত-বিদ্বেষের চাষ। ভারতকে পয়লা নম্বর দুশমন প্রতিপন্ন করতে সেখানে ফেক নিউজের বিরাট প্রাধান্য। জনমতকে আরও বেশি করে ভারত-বিরোধী করে তুলতে রটিয়ে দেওয়া হল, ত্রিপুরার ডম্বুর লেক থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার ফলেই বাংলাদেশের ফেনী সহ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিরাট এলাকায় আচমকা এই প্লাবন। সেই অপপ্রচারে বেশ করে ধোঁয়া দিল আমেরিকার সিএনএন। সেই রিপোর্টে মার্কিন সাংবাদিকরা লিখলেন,

এরপর দশের পাতায়

ফেক নিউজ

সব পার্টি, সব পক্ষ সমান কারিগর

সুমন ভট্টাচার্য

'ফেক নিউজ' কারে কয়? বা ব্যাপারটা উলটোভাবেও ভাবা যেতে পারে, 'ফেক নিউজ'-এ পারদর্শী হলে কোথায় জায়গা পাওয়া যাবে? আগে হলে নিশ্চিন্তেই বলে দেওয়া যেত, যে ভুয়ো খবর তৈরিতে বা ছড়ানোয় উৎকর্ষতা থাকলেও, রাজনৈতিক দলগুলির আইটি সেলে জায়গা পাকা! কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি বলে দিচ্ছে যে, 'ফেক নিউজ' বানানোয় দক্ষতা থাকলে নামী চ্যানেল বা সংবাদপত্র গোষ্ঠী পোর্টালও লুফে নিতে পারে।

অলট নিউজ, যারা ভারতীয় উপমহাদেশে ভুয়ো খবর ধরে দেওয়ার এবং আসল সত্যিটা বের করার জন্য পরিচিত, তারা দেখিয়েছে কীভাবে আরজি কর কাণ্ডে সেমিনার রুমের পাশের ঘরটি ভেঙে ফেলার বা ঘটনাস্থল পরিবর্তন করার দায়ে সুপ্রিম কোর্ট ভর্ৎসনা করেছে এহেন খবর যেসব চ্যানেল সোৎসাহে চালিয়েছে, তারা আসলে কতটা ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে আরজি করে এক তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের নৃশংস ঘটনা আবার আমাদের দেখাল 'ফেক নিউজ' কত ভয়ংকর হতে পারে এবং কত সামাজিক সংগঠন বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও তা ছড়াতে সাহায্য করতে পারে।

একসময় এটা বলা হত, যে 'ফেক নিউজ'-এর উপরে একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির। সে আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের বিভিন্ন ভুয়ো তথ্য ছড়ানোই হোক কিংবা ভারতবর্ষে নোট বাতিলের পরে নতুন ২০০০ টাকার নোটে নাকি মাইক্রো চিপ রয়েছে, যে মাইক্রো চিপ আসলে ভারতবর্ষের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে বলে দেবে কার হাতে কত টাকা রয়েছে, এইরকম আজগুবি তথ্যকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম।

ক্রমশ সময় যত গড়াচ্ছে মনে হচ্ছে অতি দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে টক্কর দিতে অতি বামেরাও আর পিছিয়ে থাকতে রাজি নন। খাস মার্কিন মুলুকে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর গুলি চলল, তখন যেমন সে দেশের অতি বামপন্থীরা এই সবই সাজানো ঘটনা বলে প্রচার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশট্যাগ দিয়ে একেবারে ট্রেন্ডের উপরে চলে গিয়েছিলেন, তেমনই দেখলাম আরজি কর কাণ্ডে এক মন্ত্রী-পুত্রই দোষী বলে প্রচার করতে বা ভুয়ো খবর ছড়াতে এই রাজ্যের অতি বাম বা প্রগতিশীলরাও পিছিয়ে থাকলেন না।

তাহলে এটা নিশ্চিত হওয়া গেল, 'ফেক নিউজ'-এর বিশ্বে এখন অতি দক্ষিণপন্থী এবং অতি বামেদের জোরালো টক্কর চলছে এবং সেটা গোটা বিশ্বজুড়ে। আমাদের ভারত বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গও এই দুই যুযুধান শিবিরের ক্ষমতা প্রদর্শনের বা ভুয়ো খবর ছড়িয়ে আমজনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টার বাইরে নেই। কিন্তু ভারতে অতি দক্ষিণ আর অতি বামেদের মাঝে যেহেতু মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও অবস্থান করে, তাই হয়তো কখনো-কখনো অতি ডান এবং অতি বাম হাত ধরাধরি করে হাঁটে।

সেই কারণেই সোশ্যাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠা করে দেয় যে, গান্ধি এবং জিন্না দুই ভাই ছিলেন কিংবা আরজি কর কাণ্ডে অভিযোগের নিশানায় থাকা সন্দীপ ঘোষ নিশ্চয়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়'। বিখ্যাত টেলিভিশন সাংবাদিক রাভীশ কুমার একেই 'হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি' বলেছেন এবং নির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে হাউজিং সোসাইটিতে বা স্কুলের বা কলেজের বন্ধুদের গ্রুপে কেউ একজন ভারিক্কিভাবে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এইসব ভুয়ো খবর ছড়িয়ে যেতে থাকে।

কীভাবে তৈরি হয় 'ফেক নিউজ'? কিছুদিন আগে বাংলার বারাসতে একটি কিশোরকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা ঘটে। তারপরেই ওই কিশোরের এক আত্মীয় ফেসবুকে পোস্ট করে বলে যে, একটি ছেলেধরাদের গ্রুপ সক্রিয় আছে এবং তারাই শিশু বা কিশোরদের অপহরণ করে তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছে। এই নিয়ে বিপুল উত্তেজনা ছড়ায় এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটতে থাকে।

এরপর দশের পাতায়

বরফ বলের গড়িয়ে চলা

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

তখন আমার ছাত্রজীবন। সে মেলা যুগ আগের কথা। সকাল সকাল সাগরীদি বাসন মাজতে মাজতে খবর দিল 'ও বৌদি গণেশ ঠাকুর নাকি কেজি কেজি দুধ খাইতেসে গো! চোঁ চোঁ করে টাইন্যে নিতেসে।' এখানে বৌদি মানে আমার মা। তা তিনি বেজায় অবাক হয়ে বললেন 'গণেশ কে গো? সাগরীদি

এঁটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল ও মা, তাও জানোনি গো? গণেশ ঠাকুর! দেখে এলাম মোড়ের মাথায় লম্বা লাইন। গণেশের মূর্তির সামনে দুধের গেলাস ধরলেই নাকি শুঁড় দিয়া চোঁ চোঁ কইর্যা টানতেসে!'

তারপরে যেখানেই যাই, সেই এক কথা-- কাদের বাড়ির গণেশ কতখানি দুধ খেল। সেই সোশ্যাল মিডিয়াহীন যুগেও সে ঘটনা সারাদেশব্যাপী যে আলোড়ন ফেলেছিল তা যে সারফেস টেনশনের বিজ্ঞানের ম্যাজিক একথা আজও বিশ্বাস করবেন না এই লেখার অনেক পাঠক, তা বিলক্ষণ জানি। পিছলাভূতের গুজবের আত্মা যখন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই মোমবাতিময় লোডশেডিং জমানার সন্ধ্যাগুলোয় নিজের ছায়া দেখে কেঁপে ওঠেনি, এমন সাহসী মানুষ হাতেগোনা।

কত ছিঁচকে তস্কর সেই ভূতের গুজব কাজে লাগিয়ে পিছলাদেহে স্বয়ং ভূতের পাল্লায় পড়ে ঠ্যাঙানি খেয়েছিল, সেসব গল্পও কম নয়। গুজব আর বাস্তব ঘেঁটে ঘ' যাকে বলে! ছেলেধরা, চোর, ভূত, ডাকাত, বন্যা, অসুখ, দাঙ্গা এসব সংক্রান্ত গুজবের প্রচলন বহু পুরোনো। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে গুজবের জন্য তো সংবাদপত্র বা পত্রিকায় রীতিমতো স্পেস নির্ধারিত থাকে। সেসব যে সর্বদা ভিত্তিহীন তাও হয়তো নয়। কিন্তু এই সত্যি আর মিথ্যের ক্রমাগত জায়গা বদলের দুনিয়ায় বিভ্রান্তি আর অবিশ্বাসের গোলকধাঁধার এক জগৎ তৈরি হয়েই চলে ক্রমাগত।

ভেবে দেখলে গুজব জিনিসটা আসলে বহু প্রাচীন। অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতোই খুলিগুহার অনবরত ফিশফিশানি কানে কানে

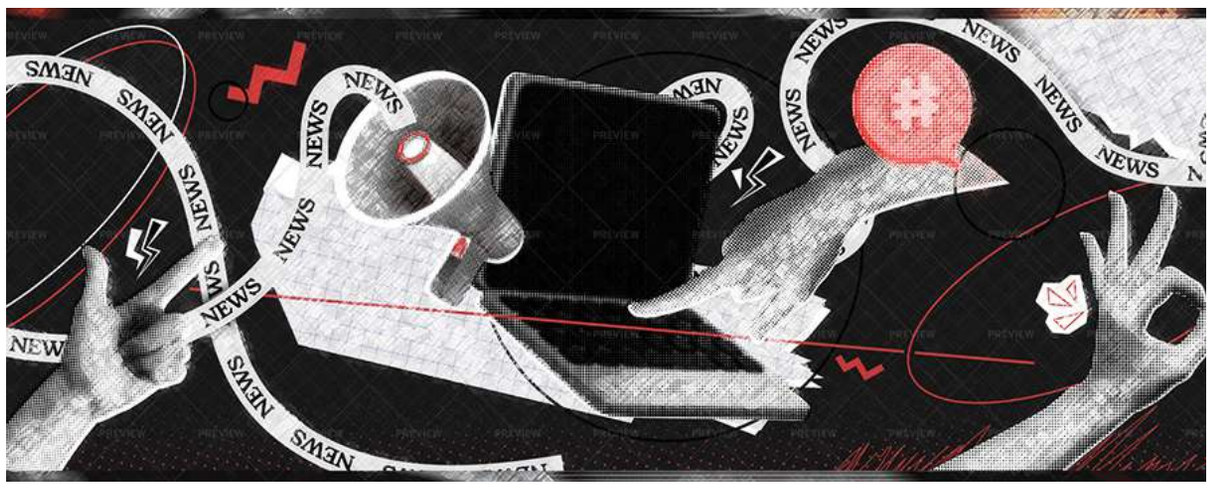

থেকে ইদানীংকালে ফোনে ফোনে। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ের কার্তুজ তৈরির উপাদান ইত্যাদির গুজব তো ইতিহাস বইয়েই পড়া। নিতান্ত নিরীহ নিরিমিষ গুজব থেকে রীতিমতো সিরিয়াস হয়ে ওঠা গুজবের ডানায় ভর করে ঝগড়াঝাঁটি বাকবিতণ্ডা তেরেকেটে তাক লেগেই আছে চারপাশে। কোনও বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া গুজবের জায়গা ছাড়াও লোকাল লেভেলের প্রচুর গুজব কিন্তু আসলে যে কোনও আড্ডার একটা অন্যতম বিষয়। ট্রেন, বাস, টিচার্সরুম, ক্লাবঘর, অফিস, বাজার, চা দোকান থেকে বার্তালাপের নানা গ্রুপ--গুজব ছাড়া আড্ডা জমে?

সংবাদপত্রের 'সূত্রের খবর'-এর মতোই কেউ একজন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন যার শুরুতে অবধারিত থাকবে, 'শুনলাম' এই শব্দটি। 'তোদের বাড়ির বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হুলো' টাইপের আর কী!

'জানিস রমাদির ছেলে নাকি শুনলাম লিভ ইন করে! ফেসবুকে খুঁজে তো পেলাম না! কী জানি, আমাকে যে বলল সে কিন্তু না জেনে বলবে না!'

বাসের পিছনের সিট থেকে কথাগুলো কানে আসায় যখন দাঁত কিড়মিড় করে ভাবছেন বলবেন, 'তাতে আপনার কী দিদি', ততক্ষণে অন্যদিক থেকে শুনে ফেলেছেন 'পুজোর আগেই নাকি পাচ্ছি? আরেকপ্রস্থ ডি এ? হুঁ হুঁ বাবা, সব খবর থাকে!'

উঁহু, সবজান্তা দাদাটিকে দেখতে পাবেন না ভিড় বাসে, শুধু কানে শুনিয়াই কর্মস্থলে যাইবেন আর সারাদিন কাটাইবেন সেই আলোচনায়। সহকর্মীগণের কেউ কেউ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যাবতীয় সোর্স ঘেঁটে যতক্ষণ না যথেষ্ট হতাশ হচ্ছেন আর পরদিন 'দূর যত্ত গুজব' বলে গাল পাড়ছেন ততক্ষণ অল্প আশায় থাকবেন আপনিও। ক্লাসের ছাত্রীটির একপায়ে কালো সুতো বাঁধার কারণ জিজ্ঞেস করে শুনছেন এতে নাকি অসুখ হয় না, সে শুনেছে। তাকে ধমক দিয়ে গুজবে কান না দিতে বলে লক্ষ করছেন চারপাশে কত কত পায়ে কালো কালো সুতো আর টের পাচ্ছেন গুজব নেহাত গুজব নেই, বিশ্বাসে পালটে গেছে।

এরপর দশের পাতায়

একদা বাসে

ছোটগল্প

ইন্দ্রনাথ ঘোষ

- সিটটা ফাঁকা নাকি? বসি?
- বসুন না!
- ভালো, ভালো। আপনি আরজি করে উঠলেন দেখলাম।
- হ্যাঁ।
- ডাক্তার নাকি?
- হুঁ
- বাঃ - ভালো ভালো।
- এতে কি ভালো দেখলেন?
- অ্যাঁ- ও হ্যাঁ; এটা আমার মুদ্রাদোষ বুঝলেন। অফিসে সবাই হাসাহাসি করে। বাড়িতে গিন্নি, মেয়েও। তবে এক্ষেত্রে- ভালো যে দেখিনি তা নয়। বাসটা আরজি কর হাসপাতাল থেকে এই মানিকতলা পেরোতে চলল আপনার হাত কিন্তু কপাল থেকে নামার সুযোগ পাচ্ছে না।
- মানে? আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করছিলেন নাকি এতক্ষণ? কেন?
- না মানে ঠিক লক্ষ্য করা নয়। আসলে আপনার মতো ইয়ংম্যানদের তো ঠাকুরদেবতায় বিশেষ ভক্তি থাকে না। তা আপনি দেখলাম সেই আরজি করের ব্রিজের ধারের বড়বাবার মন্দির থেকে প্রণাম শুরু করেছেন, হাত নামাতে না নামাতে শ্যামবাজারের মোড়ের হরিতলায় আবার হাত কপালে, তারপর খান্না মোড়ের মন্দিরে, কাকুরগাছির দরগায়... এই শ্যালদা পেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার একটু সুযোগ হল।

> না, না, আপনার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা, তা নয়; আসলে আমার বাড়িতেও খুব ঠাকুরের চল। একটা ঘর তো বরাদ্দ তাঁদের জন্যই। তেত্রিশ কোটি না হলেও তা প্রায় তেত্রিশ রকমের ছোট ছোট সব দেবতার অধিষ্ঠান ঘরজুড়ে। তাদের স্নান-খাওয়ানোতেই তো গিন্নির সকালে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দেখা পাওয়া ভার।

- তা আমার সঙ্গে কী কথা আপনার?
- না, না, আপনার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা, তা নয়; আসলে আমার বাড়িতেও খুব ঠাকুরের চল। একটা ঘর তো বরাদ্দ তাঁদের জন্যই। তেত্রিশ কোটি না হলেও তা প্রায় তেত্রিশ রকমের ছোট ছোট সব দেবতার অধিষ্ঠান ঘরজুড়ে। তাদের স্নান-খাওয়ানোতেই তো গিন্নির সকালে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দেখা পাওয়া ভার।
- বাঃ আমার মায়েরও জানেন ধর্মকর্মে খুব মন। আমাদের বাড়ির পরিবেশটাও প্রায় আপনার বাড়ির মতোই। বাবার অবশ্য ওসবে তত মতি ছিল না। আমার ব্যাপারটা মায়ের থেকেই পাওয়া।
- সে তো আপনাকে দেখেই বোঝা যায়। আপনার চেহারাতেও একটা ধীরস্থির ব্যাপার রয়েছে। তা বাবা।
- বাবা নেই প্রায় বছরতিনেক হতে চলল। হঠাৎ-ই, সেরিব্রালে। ব্লাড প্রেশার অবশ্য বেশির দিকেই থাকত, কিন্তু ওষুধ তো নিয়মিতই খেতেন।
- ও। তা আপনারও কি প্রেশার-ট্রেসার! মানে জিনগত ব্যাপার শুনি তো।
- না। আমার মায়ের ওসব কিছুই নেই। আমার কথা তো ছেড়েই দিন, মায়েরও এই বয়সে বলতে নেই রোগব্যাধি তেমন নেই। তবে বাবা চলে যাওয়ার পর পুজোআচ্চার দিকে আরও ঝুঁকেছেন।
- বোধহয় একাকিত্ব থেকেই এমনটা হয়। বাড়িতে বৌমা রয়েছেন তো?
- আরে না না! আমি অবিবাহিত।
- সে কি মশাই! এমন কন্দর্পকান্তি, ডাক্তার পাত্র। বয়সও তো হয়েছে বিয়ের। গার্লফ্রেন্ড ঘটিত ব্যাপারে বিলম্ব নাকি?
- নাঃ। ওসব দিকে আমার ব্যাপার নেই। কোনওকালেই ছিল না অবশ্য। ঠাকুর প্রণাম দেখেই ব্যাচের মেনোরা আমাকে ঠাকুরদা বলে খ্যাপাত।

> আজকালকার ছেলেদের তো মতিগতি বোঝাই ভার। আমার ছেলের তো আমার সঙ্গে কথা বলারই সময় নেই মশাই। নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই মশগুল। অথচ আপনি নিজেকে দেখুন- আমার মতো প্রায় বাপের বয়সি লোকের সঙ্গে কী সুন্দর দিব্যি গল্প করে চলেছেন। নিন ধরুন- চলে তো?

- ভালো ভালো। বিয়ের বাজারে আপনি যাকে বলে সর্বগুণসম্পন্ন।
- আপনি যে মায়ের মতোই বলছেন দেখছি।
- তা বলব না! আজকালকার ছেলেদের তো মতিগতি বোঝাই ভার। আমার ছেলের তো আমার সঙ্গে কথা বলারই সময় নেই মশাই। নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই মশগুল। অথচ আপনি নিজেকে দেখুন- আমার মতো প্রায় বাপের বয়সি লোকের সঙ্গে কী সুন্দর দিব্যি গল্প করে চলেছেন। নিন ধরুন- চলে তো?
- না। আমার নেশা বলতে শুধু বইপড়া। গল্প, উপন্যাস, কবিতা- এইসব। তাছাড়া ধূমপান শরীরের পক্ষে বেশ খারাপ জিনিস; পাবলিক প্লেসে আইনবিরুদ্ধও।
- ও, আপনি তো আবার ডাক্তার। থাক তাহলে- আমিও বরং পরেই। তবে আমার মেয়েও আপনার মতোই বলে। খুব রেগে যায় আমাকে সিগারেট ধরাতে দেখলে। লুকিয়ে ছাদে গিয়ে খাই মশাই।
- আপনার বুঝি এক ছেলে, এক মেয়ে?
- হ্যাঁ। ছোট সংসার বুঝলেন। ব্যারাকপুরে থাকি। বলতে নেই বেশ সুখেশান্তিতে আছি মশাই। শিল্পী ঠাকুরদেবতা নিয়ে আছেন, রান্নার হাতও বেশ, ছেলেটি একটু ছটফট হলেও বেতরিবত নয়। আর মেয়েটিও আমার বেশ শান্ত প্রকৃতির। এমএ পাশ করল এবছর। মাস্টারি করার ইচ্ছা। পরীক্ষাগুলো দিচ্ছে। শান্ত হলেও বাড়িতে ওর শাসনই চলে। আমাকে, ছোট ভাইটাকে আগলে রাখে ওই-ই। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, দেখতে শুনতে বেশ সুন্দরীই বলতে পারেন- আসলে আমার গিন্নিও বেশ ফর্সার দিকে।
- বিয়ে দেননি এখনও!
- দেব এবার। দেখাদেখি চলছিল। এক জায়গায় সম্বন্ধ প্রায় পাকাই। হয়তো এই অঘ্রানেই।
- ও।
- তা আপনি কী ভাবলেন?
- আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে?
- আরে না না। আপনার নিজের বিয়ের কথাই বলছি।
- মা পাত্রী দেখছেন। বোধহয় ঠিকও করে ফেলেছেন। আমি পাত্রী দেখাদেখিতে নেই। মায়ের কথাই শেষ কথা।
- ভালো ভালো, এমন সুপাত্র সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, নেশাভাঙ করেন না- অন্য নেশা আছে নাকি- নেই। বাঃ ভালো ভালো। এবার ঝুলে পড়ুন- মেয়েবন্ধুর ফ্যাকড়া যখন নেই বলছেন। তা কেমন পাত্রী পছন্দ মশাই? গৃহবধূ, না চাকরি করলেও আপত্তি নেই।
- না, এখনকার মেয়েরা কী আর বাড়িতে বসে থাকে। চাকরি করতে চাইলে করতেই পারে।
- ভালো, ভালো।
- ... কেমন বুঝলেন ?
- আজ্ঞে?
- বলছি কেমন বুঝলেন আমাকে?
- হেঃ হেঃ। ধরে ফেলেছেন দেখছি।
- ব্যারাকপুর, এমএ পাশ শুনেই আন্দাজ করলাম। তারপর আমার ঠিকুজি-কুলুজি, নেশাভাঙ সবই তো জানলেন কায়দা করে।
- হেঃ হেঃ, একমাত্র আদরের মেয়ে তো। তাই অন্যের ভরসা করতে পারলাম না আর কী? বোঝেনই তো? কিছু-- মনে করেননি তো বাবাজি... ?
- নাঃ।
- এই অঘ্রানেই তাহলে।
- হুঁ।
- বেশ। ভালো, ভালো।

সব সত্য নহে

নয়ের পাতার পর

বন্যাদুর্গতদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা লোকজনকে বলতে শুনেছেন, 'উই হেট ইন্ডিয়া', ভারতের ছাড়া জলেই এই ভয়ানক বন্যা। অথচ ওই বন্যার সঙ্গে ডম্বুর লেকের বাস্তবসম্মত কোনও সংযোগ নেই। তারপরেও মিথ্যে জিগির উঠল, ফরাক্কার ১০৯টি স্লুইস গেট একসঙ্গে খুলে দিয়ে বাংলদেশে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করছে ভারত। সেই ফেক নিউজের জোড়া ফলায় ফেসবুকের পাতায় ভারত-বিরোধী মন্তব্যের বন্যা - 'ইন্ডিয়ার পণ্য বর্জন করার আওয়াজ ওঠাতে হবে কারণ ভারত আমাদের ভালোবাসে না। যদি ভালোবাসত তাহলে বানের পানি ছেড়ে দিয়ে আমাদের ডুবিয়ে মারত না।'

জনমতকে বিভ্রান্ত করে পরিকল্পিতভাবে প্রভাবিত করার এই খেলা বিশ্বে পুরোনো। দু'হাজার বছর আগে রোমান জেনারেল জুলিয়াস সিজারের দত্তক পুত্র অক্টাভিয়ান এবং সিজারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি অ্যান্টনির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। নিজের জয় সুনিশ্চিত করে প্রজাদের সমর্থন জোটাতে অক্টাভিয়ান সুচতুরভাবে অ্যান্টনির বিরুদ্ধে ফেক নিউজকেই হাতিয়ার করেছিলেন। অ্যান্টনির সঙ্গে মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার প্রণয় সম্পর্ক ছিল। অক্টাভিয়ান রটিয়ে দিলেন, অ্যান্টনি রোমান সাম্রাজ্যের মূল্যবোধের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নন। তাছাড়া দেশ শাসনের যোগ্যতাও তাঁর নেই, কারণ অ্যান্টনি মদ্যপান করে চুর হয়ে থাকেন।

এখনকার রাজনৈতিক নেতারা যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব বা অন্যান্য পোস্টার, ফেস্টুনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের নামে কুৎসা রটান, অক্টাভিয়ান তেমনই অ্যান্টনির বিরুদ্ধে প্রচারের

> **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য টাইমস' ও 'ডেইলি মেল'-এ ছাপা হয় হাড়হিম করা বীভৎস খবর - জার্মানরা উভয় পক্ষের নিহত সেনাদের দেহ থেকে বের করে নেওয়া চর্বি দিয়ে সাবান ও মার্জারিন তৈরি করছে। খবরটা সত্যি নয়।**

ঝড় তুললেন কবিতা এবং মুদ্রার এক পিঠে ছাপানো নজরকাড়া স্লোগানের মাধ্যমে। তাতেই হল কেল্লা ফতে। যুদ্ধজয় করে টানা চার দশকের বেশি রোমান সম্রাট হিসেবে যদি দখল করে ছিলেন অক্টাভিয়ান।

অতীতের যুদ্ধই এখন ক্ষমতা দখলের নির্বাচনি লড়াই। আট বছর আগে ট্রাম্পের নির্বাচনি কীর্তিকলাপের মতোই ২০১৯ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচনকেও অনেকেই আখ্যা দিয়েছিলেন 'হোয়াটসঅ্যাপ ইলেকশন' বলে। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে ২০২৪ গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্টে কিন্তু ভুয়ো ও মিথ্যা খবরের জন্যে সর্বাধিক ঝুঁকির দেশ হিসেবে চিহ্নিত ভারত।

প্ররোচনা ও দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তথাকথিত সম্ভ্রান্ত বিলিতি খবরের কাগজের ইতিবৃত্তও কিন্তু মোটেই উজ্জ্বল নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য টাইমস' ও 'ডেইলি মেল'-এ ছাপা হয়েছিল হাড়হিম করা বীভৎস খবর - জার্মানরা উভয় পক্ষের নিহত সেনাদের দেহ থেকে বের করে নেওয়া চর্বি দিয়ে সাবান ও মার্জারিন তৈরি করছে। খবরটা ব্রিটিশ সরকারি দপ্তর থেকে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশ অফিসারেরা জানতেন খবরটা সত্যি নয়। তবে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, জার্মানরা কতটা বর্বর শত্রু তা জনমানসে প্রচার করা এবং দেশবাসীকে বোঝানো যে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা কতটা জরুরি। নিজস্ব কাজ হাসিল করতে সেই খেলা আজও চলছে সমানভাবে। অতীতের রটনা, গুজব ইত্যাদি বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে দেওয়া আধুনিক যুগে আরও সহজ ইন্টারনেটের দৌলতে।

ফেক নিউজের চমকপ্রদ ইতিহাস ও হালচালের হদিস রয়েছে আমেরিকার সান ডিয়েগো শহরে। সেখানে 'দ্য মিউজিয়াম অব হোক্সেস'-এ রয়েছে ফেক নিউজ, প্রতারণা, যাবতীয় অপকর্ম এবং মিথ্যা সংবাদের যাবতীয় খতিয়ান। বাস্তব ঘটনা হল, ফেক নিউজ থেকে নিস্তার নেই। বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার পথ বের করে চলাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বরফ বলের গড়িয়ে চলা

নয়ের পাতার পর

বাকি অনেক গুজবের মতোই। গুজব রটতে রটতে অনেক সময়ই যা হয়। কারণ অধিকাংশ গুজবই এক প্লেজারের জন্ম দেয় কোথাও। কোনও না কোনওভাবে। যুক্তিতর্ক প্রমাণ সাক্ষ্য ঘটনা পরম্পরা এসব আসে অনেক পরে। আর স্নো-বল ইফেক্টে কান থেকে কানে বা ফোন থেকে ফোনে গড়াতে গড়াতে মস্ত হয়ে ওঠে একটা মেক-বিলিফের পৃথিবী।

চারপাশে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আর ঠেলাঠেলি ভিড়ে আমাদের সবাইকে এগিয়ে থাকতে হবে কোনও না কোনওভাবে।

সন্ধ্যায় কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দেখছেন সামাজিক মাধ্যমে। তিনি আপনারও বড় পছন্দের ছিলেন হয়তো, কাছের মানুষ না হলেও। সামাজিক মাধ্যমে দেখলেন স্রোতের মতো তাঁর স্মৃতিচারণ, তাঁর সঙ্গে ছবি বা কোন স্মৃতিজুড়ে প্রবল বেদনার বন্যায় আসলে নিজদের মাহাত্ম্য প্রচার। আপনার প্রতিদিনের চেনা কয়েকজনকেও দেখলেন আত্মীয়বিয়োগের ব্যথায় কাতর হয়ে উঠেছেন। আপনার দুঃখ ছাপিয়ে উঠেছে তখন বিস্ময়! কারণ কখনও জানতেও পারেননি এই সখ্যের কথা এই মৃত্যুর আগে। তাহলে একটা অটোগ্রাফ বা ফোটোগ্রাফ অন্তত আপনিই তার মাধ্যমে জুটোতে পারতেন! আপনি ডবল শোকার্ত বিস্মিত আর জনগণের অশ্রুজলে খড়কুটোর মতো ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুমোতে যাচ্ছেন। আর পরদিন ঘুম ভেঙে দেখছেন সামাজিক মাধ্যমজুড়ে ক্ষমাপ্রকাশ-- গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে জীবিতকে মৃত জেনে শোকপ্রকাশের খবর। ভাগ্যিস আপনি ততটা কেউকেটা নন ভেবে আপনার হেব্বি আনন্দ হচ্ছে তখন প্রথমবার।

গুজব তখন ভয়ানক না যখন তা বিরাট কোনও ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। সে ক্ষতি সামাজিক মানসিক পারিবারিক ছাড়াও চরম ব্যক্তিগত ক্ষতিও হতে পারে। আর স্বভাবতই মানুষের প্রবৃত্তি হল গুজবে বিশ্বাস করা। ঘটনাবলি খতিয়ে দেখে অপেক্ষা করা, গুজবে গা না ভাসানো মানুষ আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত গুজবের সবটাই এত সাজানো থাকে যাতে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগই বেশি। ভার্চুয়াল মাধ্যমের বিস্ফোরণের দুনিয়ায় এই প্রবণতা ভয়ানক হতে পারে, হচ্ছেও। ক্ষোভ যন্ত্রণা অবদমিত রাগ বা কান্না থেকেও গুজব জন্ম নেয় যা অসহনীয় সময়েরই ফল আর আরও বেশি অসহ্য করে তোলে পরিপার্শ্ব। সমাজের সবগুলো স্তম্ভ যদি ঠিকমতো নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেন, নাগরিকরাও মনে হয় কিছু বেশি দায়িত্বশীল হবেন। গুজব রটানো বা বিশ্বাস করার আগে ভাবতে চাইবেন। অবিশ্বাসের শিকড় গভীরে প্রোথিত এই বিপন্ন সময়ে। তাকে উৎপাটন না করলে কোনও আইন করেই সেইসব গুজব আটকানো অসম্ভব বলে মনে হয় যা অস্থিরতা ও নৈরাজ্য বাড়িয়ে তোলার সহায়ক হয়।

সব পার্টি, সব পক্ষ সমান কারিগর

নয়ের পাতার পর

পরে পুলিশ আবিষ্কার করে, নিহত কিশোরের ওই আত্মীয়ই তার খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তার দিকে যেন সন্দেহের আঙুল না ওঠে, সেইজন্য তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর যেহেতু নিহত কিশোরের ওই আত্মীয় ধর্মীয় দিক থেকে প্রভাবশালী ছিলেন এবং তিনি যে ফেসবুক গ্রুপটি চালাতেন, তাতে কয়েক হাজার সদস্য ছিল, তাই দাবানলের মতো এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, যে ছেলেধরারা এসে শিশু-কিশোরদের অপহরণ করছে এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির সিন্ডিকেট চালু রয়েছে। অর্থাৎ যিনি মূল অভিযুক্ত, তিনি 'ফেক নিউজ' ছড়িয়েছিলেন।

মুম্বই হামলার পরে যখন অন্যতম হামলাকারী হিসেবে আজমল কাসভ গ্রেপ্তার হয়েছিল, তখন ওই মামলার সরকারি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম আচমকাই একদিন সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছিলেন, জেলবন্দি কাসভ নাকি বিরিয়ানি খেতে চেয়েছে। সেই সময় এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং পরে কাসভের ফাঁসিও হয়। উজ্জ্বল পরে স্বীকার করেছিলেন যে, কাসভের বিরিয়ানি খেতে চাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ তাঁর মনগড়া ছিল। তিনি জনমতকে প্রভাবিত করতেই সাংবাদিকদের সামনে ওই 'ভুয়ো তথ্য'টি দিয়েছিলেন।

মনে আছে, প্রায় এক দশক আগে দিল্লিতে এক ঘরোয়া আলোচনায় গেরুয়া শিবিরের এক বড় নেতা বলেছিলেন, তাঁরা কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অন্তত ১৫-১৬ কোটি মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারবেন। আমার পাশে বসা এক বাম ছেড়ে রামে নাম লেখানো তাত্ত্বিক এবং টেলিভিশনের প্রাক্তন সাংবাদিক উৎসাহিতভাবে বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আমরা এমন সব খবর ছড়াব, যা কেউ ভাবতেও পারবে না।'

এক দশক বাদে এসে উপলব্ধি হচ্ছে, গেরুয়া শিবির তো তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরেছে, কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও পিছিয়ে নেই। মনে করে দেখুন, কিছুদিন আগে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁর মনোনয়নের জন্য খোদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে গিয়েছেন বলে যে ছবিটি ছড়ানো হয়েছিল, সেটি আসলে যখন মুর্মু রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর মনোনয়ন জমা দিচ্ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন, আসলে সেই মুহূর্তের ছবি।

কার্ল মার্কস বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, 'ফেক নিউজ' সামাজিক সাম্য এনে দিয়েছে! অর্থাৎ ধনী এবং গরিবরা সবাই 'ফেক নিউজ'-এ প্রভাবিত হয় এবং বিশ্বাস করে নিজেদের মতামত এবং আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

রহস্যময় উপহার

মনিজা রহমান

আঁকা : অভি

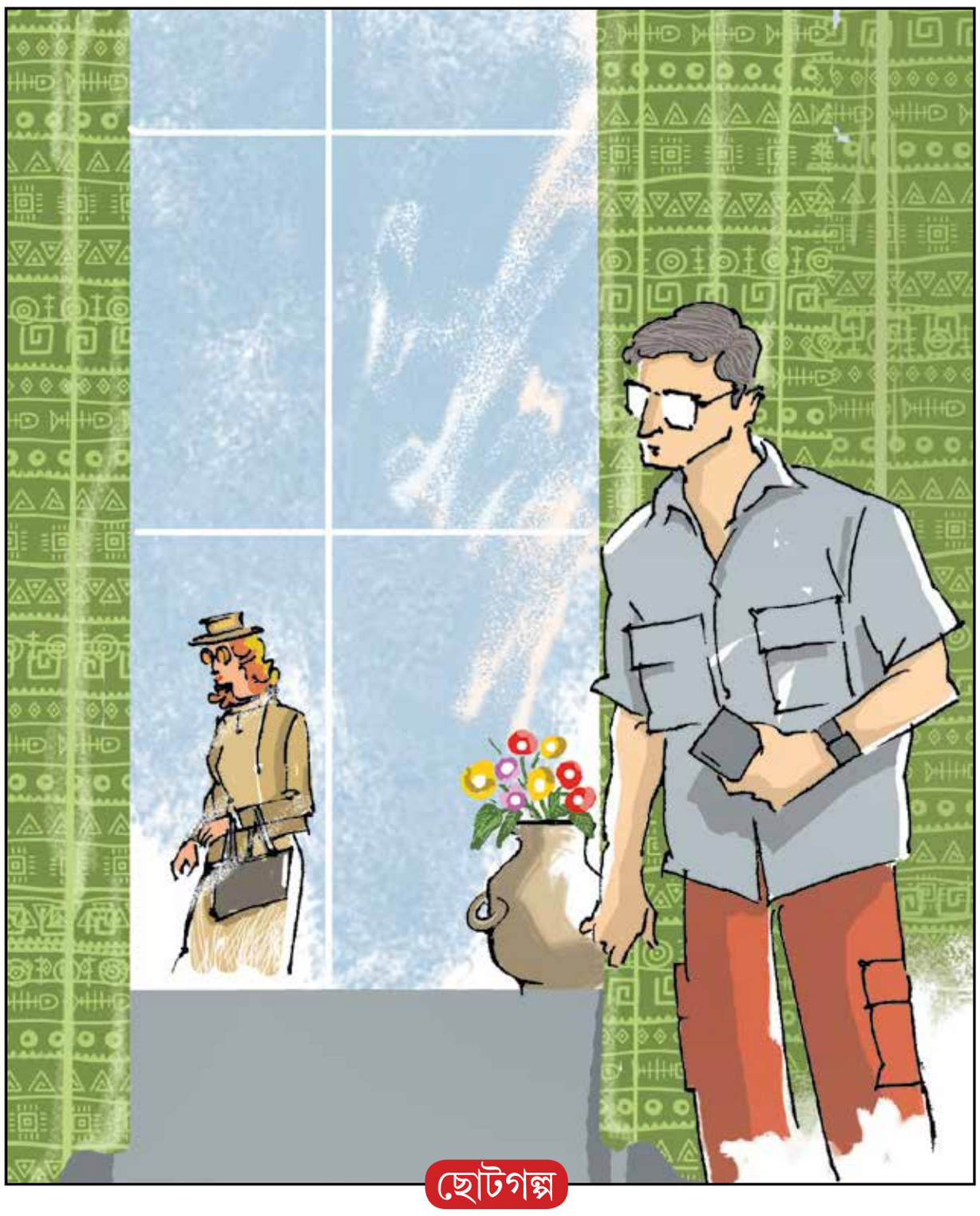

ছোটগল্প

আমার বাড়ির দরজায় কে যেন প্রতিদিন উপহার রেখে যায়। রহস্যময় ঘটনা এই প্রথম না, বহুবার আমার জীবনে ঘটেছে। এবারের ঘটনা আগের সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। বাসার নতুন কেনা প্রিন্টারের কথা ধরুন। যখন প্রিন্ট দিই, তখন কিছু বের হয় না। বলা নেই কওয়া নেই আমাকে চমকে দিয়ে, মাঝরাতে বা ভরদুপুরে বিকট শব্দ করে প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট বের হতে থাকে।

যাই হোক উপহারের ঘটনায় আসি। ঘটনাটি প্রথম ঘটল চলতি বসন্তের শুরুতে এক পাখি ডাকা ভোরে। মিশিগানের গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসে নিরিবিলি এই বাড়িতে আমি একাই থাকি। সীমা ওর চাকরির কারণে বোস্টন থেকে এখানে আসেনি। সীমা চাইলে এখানে কোনও চাকরি জুটিয়ে নিতে পারত। ও সেটা করতে চায়নি, কারণ হল বোস্টনের বাড়ির মায়া। বাড়ির কাছ থেকে বয়ে যাওয়া চার্লস রিভারের হাওয়াও হতে পারে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই এই ব্যাপারে! রাজশাহি শহরে বড় হওয়া আমার স্ত্রী বাড়ির কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা নদীর কথা কখনও ভুলতেই পারে না। বিয়ের তিন বছর পরে আমরা দুজনে বোস্টনের নিরিবিলি এলাকা ব্রাইটনে একটা বাড়ি কিনি। বিয়ের দশ বছর পরেও আমাদের কোনও সন্তান হয়নি। একটা কুকুর আর দুটি বিড়ালের মা-বাবা অবশ্য আমরা।

সীমা যেমন পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না, আমি তেমনি পারিনি অনেকগুলি অভ্যাসের পরিবর্তন করতে। যার মধ্যে একটা, খুব সকালে উঠে সেদিনের দৈনিক পত্রিকায় চোখ বোলানো। এই অভ্যাসটা আমার আব্বার কাছ থেকে পাওয়া। সকালে দৈনিক পত্রিকা নেবার জন্য দরজা খুলতেই চোখে পড়ল প্যাকেটটি। একটি ছোট্ট প্যাকেট। অবাক হয়ে প্যাকেটটি হাতে নিলাম। ওজন খুব বেশি নয়। প্যাকেটের গায়ে কারও নাম বা কিছু লেখা নেই।

আমার কৌতূহল বাড়তে লাগল। প্যাকেটটি ঘরে এনে সতর্কতার সঙ্গে খুললাম। চোখ ধাঁধানো একটি নেকলেস চোখে পড়ল। আমার তো রীতিমতো নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। নেকলেসের পাথর থেকে উজ্জ্বল আলো ছিটকে পড়ছিল। সকালের রোদে আলোকিত আমার ঘরকে যেন একটু বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল সেই আলোয়। নেকলেসের সৌন্দর্যে মোহিত হলেও একটা দুশ্চিন্তা গুড়গুড় করছিল পাকস্থলীর ভেতর। কে আমার বাড়ির দরজায় এমন দামি উপহার ফেলে গেল এবং কেন? আমার কাছে কী চায় সে?

কাজে যাওয়ার সময় হওয়াতে বেশি ভাবনাচিন্তা করার সুযোগ পেলাম না। সারাদিন আর মনে পড়েনি, এমনকি রাতেও নয়। কোনও পুরুষের পক্ষে নেকলেস নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করার কথা নয়। যদিও নেকলেস নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটি একজন পুরুষ গল্পকার মোঁপাসার লেখা। প্রতিদিনের মতো সীমার সঙ্গে কথা হল। আমাদের কথাবার্তা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে পোষা প্রাণীদের আলোচনায়। মাঝে মাঝে ভিডিও কলে ওদের দেখি। সীমার মুখের দিকে তাকানো হয় না। ও এখন চোখে চোখ রেখে কিছু খোঁজে না। পোষা প্রাণীদের ছেড়ে সীমার আমার এখানে থাকার সময় নেই। এই ক্ষোভ আমাকে ব্যথিত করে। আমাদের সম্পর্কটা আসলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারি না!

সীমা গভীর বিষণ্ণতাবোধে ভুগছে গত কয়েক বছর ধরে। সন্তানধারণ করতে না পারায় নিজেকে ও অপরাধী মনে করে। ধীরে ধীরে নিজেকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছে ও। আমি সবকিছু বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করি। সন্তানের বাবা তো আমিও হতে পারিনি। এজন্য সারাক্ষণ হা-হুতাশ করে কী করতে পারব! সীমাকে এটা বোঝানো যাবে না। ও বলবে, দুটি মানুষের মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা একইরকম হবে এমন কোনও কথা নেই। এনজাইটি-ডিপ্রেশন এই শব্দগুলি বাংলাদেশে থাকতে কোনওদিন শুনিনি। এই ধরনের সমস্যা আমার সুখে থাকতে ভূতে কিলায় ধরনের কিছু মনে হয়।

দিন-দিন সীমার ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠছি। এই যুগের মেয়েরা কত সাহসী হয়, কত স্মার্ট হয়, সেখানে ওর পদে পদে সমস্যা, দ্বিধা আর ভয়। বিরক্তির পাশাপাশি করুণাও হয় ওর জন্য। এই যে আমি এখানে চলে এসেছি, তার প্রধান কারণ হল- সীমা। চার্লস রিভারের তীর ছেড়ে লেক মিশিগানের কাছে নতুনভাবে জীবন শুরুর কথা ভাবছি।

পরদিন সকালে পত্রিকা আনতে গিয়ে আবার একটি প্যাকেট পাই। এবার র‍্যাপ খুলতে বেরিয়ে আসে দুটি দামি কানের দুল। আমার তো হতবিহ্বল হওয়ার অবস্থা! একই ঘটনা পরের দিনও ঘটল। উপহার এক না হলেও, উপহারের ধরন প্রায় একই রকম। কোনওদিন ব্রেসলেট, কখনও আংটি। আমার কৌতূহল এবার দুশ্চিন্তায় রূপ নেয়। এই রহস্যময় উপহারের পেছনে কে আছে? তার উদ্দেশ্য আসলে কী?

শুরুতে বলব না ভাবলেও সব ঘটনা সীমাকে খুলে বলি। ও এত অবাক হয় যে বলার নয়! বড় বড় চোখ করে ভিডিও কলে প্যাকেটে রাখা উপহারগুলি দেখে।

'তুমি একটা প্রেম করলে এখন মন্দ হত না! বান্ধবীকে দামী উপহার দিয়ে তার হৃদয় জয় করে ফেলতে পারতে!'

সীমার কথায় কী অবিশ্বাসের ছোঁয়া! ও কি বিশ্বাস করতে পারছে না আসলেই রহস্যময় কেউ আমার বাসার সামনে উপহার রেখে যাচ্ছে! ও কি ভাবছে, আমি এসব নিজে কিনেছি কাউকে দেওয়ার জন্য!

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সীমার দিকে তাকিয়ে চমকে যাই। ওর চোখের চারপাশে কালি জমেছে। মনে হয় রাতে ঠিকমতো ঘুমোয় না। খাওয়াদাওয়াও করে না। আমি এই নিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে যাই। সব পিছুটান ফেলে নতুনভাবে জীবন শুরুর সিদ্ধান্তের কথা মনে হয়!

'উপহার নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। এটা কোনও খারাপ চক্রের কাজও হতে পারে। তুমি এসব নিয়ে না ভেবে, ভাবছ বান্ধবীর কথা!'

কণ্ঠে ছদ্ম ক্ষোভ নিয়ে কথাটা বলি আমি।

সীমা কতক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মুখ খোলে। 'উপহারদাতাকে ধরার চেষ্টা করছ না কেন?'

'কীভাবে ধরব? সে তো উপহার রেখে চুপিসারে চলে যায়!'

'কড়া নজর রাখো। প্রয়োজনে একদিন অফিস থেকে ছুটি নাও।'

নতুন চাকরিতে ছুটি নেওয়া খুব সহজ কাজ না। তবু আমি দুম করে সিক কল দিয়ে বসলাম। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে কফি বানালাম। ইউটিউবে জগজিৎ সিংয়ের গান দিয়ে শুনতে লাগলাম। গজল সংগীতের সৌন্দর্য হল শ্রোতারা গায়কের গায়কীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। গায়ক গান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তারাও বাহ বাহ শুরু করে দেয়।

প্রতিটি মিনিট পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা পেয়ে বসছিল। জগজিৎ সিংয়ের মধুর কণ্ঠও সেটা কমাতে পারছিল না। জানলা দিয়ে বাড়ির সামনে তাকিয়েছিলাম। সূর্যাকোলিত চমৎকার দিনের শুরু হয়েছে প্রকৃতিতে। মেঘলা দিনগুলিতে একাকিত্ব যেন বেশি পেয়ে বসে।

বসন্তকালে এই শহরে বৃষ্টি বেশি হয় অন্য মরশুমের চেয়ে। বাংলাদেশের মতো এখানেও মাঝেমধ্যে রোদেলা দিনে বৃষ্টি হয়ে থাকে। এখানকার প্রকৃতিতে বসন্তের শুরু মানে নতুনভাবে সবকিছু আরম্ভ হওয়া। গাছের পাতা এই সময় গাঢ় সবুজ হয় না। হালকা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। বছরের অন্য সময়ের চেয়ে ফুলে ফুলে চারদিক ভরে থাকে। তীব্র বাতাসের দিনে চেরি ফুলগুলি এমনভাবে ঝরতে থাকে মনে হবে যেন তুষারপাত হচ্ছে।

ফুলের পাপড়ি বিছানো পথে হেঁটে এলেন ভদ্রমহিলা। দেখে মনে হল মাঝবয়সি হবে। মুখে কোনও প্রসাধনের বালাই নেই। ভদ্রমহিলার সঙ্গে হাঁটছিল ওনার ছায়া। দৈর্ঘ্য এ ছায়া যেন তার চেয়ে বড়। ভদ্রমহিলা আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে থামলেন। যে কেউ দেখে বুঝতে পারবে ওনার ভাবগতিক সন্দেহজনক। উনি চারপাশে তাকিয়ে কিছু একটা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। তারপর অন্য দিনের প্যাকেটের মতো একটা কিছু বের করলেন কাঁধের ব্যাগ থেকে। দরজায় সামনে রেখে যেতে উদ্যত হল। আমি দ্রুত জানলা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালাম।

রহস্যময় মহিলার চেহারায় প্রথমে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর সেই বিস্ময়ের জায়গা দখল করল বিব্রত মনোভাব। সবকিছুর পরেও ওঁর চেহারায় বেদনাবোধ চোখ এড়াল না আমার।

'থামুন। আপনি কে আগে বলুন? কেন এভাবে আমার বাসার দরজায় উপহার রেখে যান?'

ভদ্রমহিলা স্থির হয়ে গেলেন। সে হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এভাবে ধরা পড়ে যাবে। ধীরে ধীরে সে ঘুরে আমার চোখে চোখ রাখল। তার চোখে বেদনা আর অপরাধবোধের মিশ্রণ দেখতে পেলাম।

'আ.. আমি দুঃখিত।' ভদ্রমহিলার ফিশফিশিয়ে বলার চেয়ে একটু জোরে কথাটা বললেন। 'আমি তোমাকে ভয় পাওয়াতে চাইনি। আমি আসলে অতীতের এক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে চলছি।

তার কণ্ঠে শব্দগুচ্ছ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পরে আমার মনে হল কোনও একটা অমীমাংসিত পাজল আমার চোখের সামনে মেলে ধরল কেউ। রহস্যময় উপহারের পিছনে সত্যি জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। মহিলা তো বলেছে, অতীতের কোনও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাজটা করছে সে! কিন্তু ভুলটা কী?

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সবকিছু শোনার পরে মনে হল, এই বাড়িতে আর এক রাতও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রহস্যময় উপহারদাতার নাম ভিক্টোরিয়া, ওর ছোট বোন এলিজাবেথ এই বাড়িতে মারা যায়। এলিজাবেথের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না, বলা যায় আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা। আসলে ভিক্টোরিয়া আর ওর পরিবারও নিশ্চিত নয়, এলিজাবেথের আসলে কী হয়েছিল?

ওদের এক প্রতিবেশী মেয়ে সারাহ আত্মহত্যা করেছিল। মেয়েটি ছিল এলিজাবেথের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওই ঘটনায় এলিজাবেথ খুব মুষড়ে পড়ে। কোনওভাবে ও মন থেকে সরাতে পারছিল না বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনা। দিন-রাত এই নিয়ে কথা বলত ও। মাঝেমধ্যে যে ঘরে ওর বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল, সেই ঘরে গিয়ে বসে থাকত। এলিজাবেথ এই নিয়ে রীতিমতো অনুসন্ধানে নেমে পড়েছিল। ওর সেই বন্ধু প্রেমিকের ওপর রাগ করে জীবননাশের সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মহত্যার দিনে দুজনের প্রচণ্ড ঝগড়া ও মারামারি হয়েছিল।

এলিজাবেথ বিশ্বাস করত, ওর বন্ধু আত্মহত্যা করার মতো মানুষ নয়। নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে ও বাঁচতে চেয়েছিল। এলিজাবেথ শুনেছে, যারা আত্মহত্যা করে তারা শেষ মুহূর্তে বাঁচার জন্য হাত ওঠায়, কিন্তু আশপাশে কেউ না থাকায় কেউ তার উত্তোলিত হাত দেখতে পারে না।

বন্ধু সারাহ'র মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো মনোরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এলিজাবেথ। দিন-রাত এই ঘটনা নিয়ে ভাবত, সবার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলত। পরিবারের কেউ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ভিক্টোরিয়াকে ও অনেকবার বলেছিল, ও আত্মহত্যার চেষ্টা করবে, কিন্তু মরবে না। নিজেকে বাঁচাতে পারবে। ভিক্টোরিয়া বোনের এই কথাকে পাত্তা দেয়নি। ওর ভাবনা জুড়ে ছিল কলেজের পড়াশোনা আর নতুন প্রেমের সম্পর্ক।

সারাহ'র আত্মহত্যার দশদিন বাদে সকালবেলা এলিজাবেথের ঘরের দরজা বন্ধ পাওয়া গেল। দরজা ভেঙে ঢোকার অনেক আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে এলিজাবেথ। ও ফ্যানের গায়ে স্কার্ফ বেঁধে আত্মহত্যার পরীক্ষানিরীক্ষা করছিল পায়ের নীচে বালিশ রেখে। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ফ্যানটা ঘুরে গেলে ওর পা সরে যায় বালিশ থেকে। তারপরই মৃত্যু।

এলিজাবেথের মৃত্যু পুরো পরিবারকে দুমড়েমুচড়ে দিয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে ভিক্টোরিয়া নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। ওর বাবা-মা শুধু এই বাড়ি নয়, এই শহর ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ট্রমা কি তবু কাটে? দিনের পর দিন থেরাপি নিতে হয়েছে ভিক্টোরিয়াকে স্বাভাবিক হবার জন্য। এভাবে গুনতে গুনতে চুয়াল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে, তবু এমন কোনও দিন নেই যেদিন এলিজাবেথকে মনে পড়ে না ভিক্টোরিয়ার। বাবা-মাও ততদিনে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অবশেষে নিজের শহরে ফিরে আসার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে ভিক্টোরিয়া। পুরোনো বাড়ির কাছে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে ও।

এলিজাবেথের জুয়েলারি কেনার শখ ছিল বলে ওর সঞ্চয় ছিল উপচে পড়া। বোনের স্মৃতি হিসেবে সেসব জুয়েলারি অমূল্য রত্নের মতো আগলে রেখেছিল ভিক্টোরিয়া। কেন যেন ওর আজও মনে হয়, কোথাও যেন বেঁচে আছে এলিজাবেথ! এভাবে চলে যাওয়ার মতো মানুষ সে নয়! বাড়ির সামনে ও বোনের জুয়েলারি রেখে যেত এই ভেবে যে বোন হয়তো দরজা খুলে প্রিয় জুয়েলারিগুলি দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে।

যখন ভিক্টোরিয়া সব ঘটনা খুলে বলল, কেন জানি না শরীরের সমস্ত লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল আমার। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল আমিও একটা ভুল করতে যাচ্ছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম বারবার। অতীতের ভুলগুলি আমাকে জর্জরিত করছিল যেন।

বেদনা আর অনুশোচনার মধ্যেও এক বিন্দু আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম যেন। পুরোনো ক্ষত ভুলে নতুনের সূচনার ইঙ্গিত ছিল বাতাসে। অশ্রুসজল চোখে ভাবছিলাম ভদ্রমহিলাকে সৃষ্টিকর্তা যেন উপহার হিসেবে আমার জীবনে পাঠিয়েছেন। এই ক'দিন যে রহস্যময় উপহার পেয়ে আসছিলাম, তার চেয়ে বহু মূল্যবান সেই উপহার।

সূর্যরশ্মি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, সহানুভূতি আর ভালোবাসার চেয়ে সেরা উপহার আর কিছু হতে পারে না।

ই-মেলে চাকরিতে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে ওই দিন বিকেলে বোস্টনে যাওয়ার বাস ধরলাম।

> ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সবকিছু শোনার পরে মনে হল, এই বাড়িতে আর এক রাতও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রহস্যময় উপহারদাতার নাম ভিক্টোরিয়া, ওর ছোট বোন এলিজাবেথ এই বাড়িতে মারা যায়। এলিজাবেথের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না, বলা যায় আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা। আসলে ভিক্টোরিয়া আর ওর পরিবারও নিশ্চিত নয়, এলিজাবেথের আসলে কী হয়েছিল?

তাল বনে নেব লতা

শুভ সরকার

জন্মাষ্টমীর আগে আগে জেঠিমা আর মায়ের মেজাজ থাকত সপ্তমে। কারণ আমার খাদ্যরসিক জেঠু আর বাবা ততক্ষণে বাজার ঢুঁড়ে বেছে বেছে নিয়ে এসেছেন ব্যাগভর্তি করে তাল। বড়া হবে, তালক্ষীর হবে। আমি, দাদা আর বোন হাপুস জিহ্বায় অপেক্ষা করতাম আর শুনতাম মা ও জেঠিমার চুড়ির রিনঠিন রিনঠিন শব্দ। বেতের ধারালো ঝুড়িতে তালের আঁটি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে রস বের করতে গেলে আওয়াজ তো হবেই। কম দম আর হাতের জোরের কাজ সে তো নয়। হাতভর্তি সরু সরু চুড়ি পরত দুজনেই। আর সেই চুড়ির আওয়াজের ডেসিবেলে কান পাতলেই বোঝা যেত তাদের মেজাজের পারদখানা। সেই বুঝে বাবা আর জেঠু সিঁটিয়ে থাকত। আমরা অবশ্য সেসব পাত্তা দিতাম না। আমাদের চোখের সামনে তখন তালের রস পাক দেওয়ার ইমেজারি ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া, হাতে চুড়ি পরে বসে থাকা মানেই যে অকর্মণ্য হোপলেস ব্যাপার, বাগধারার সেই সংজ্ঞাও আমরা শিখিনি তখনও।

ভরদুপুরের টিফিন টাইমে পুরোদস্তুর হুটোপাটির পর ক্লাসরুমের ফ্যানের তলায় কিলবিলিয়ে জড়ো হতাম সকলে মিলে। তাতেও ঘামে চুপ্পুড় জামা শুকোত না। রবিবার ছুটির দিন বলে সকালে একচক্কর পড়াশোনার পর মাঠে খেলতে যাওয়ার অনুমতি মিলত। চড়া রোদে একটু পরেই হাঁফসে যেতাম। আর বড়রা বলত, এই ভাদ্রে একেবারে তালপাকা গরম পড়েছে। সেসব শুনে আমরাও ঘাড় নাড়তাম। সত্যিই তো, এই গরম ভালো গরম। তা না হলে তালও পাকবে না, জন্মাষ্টমীতে গরম গরম তালের বড়া মুখে ফেলে 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল' গানটাও যে আর গাওয়া হবে না।

আচ্ছা, এই গানটার কি আদে অস্তিত্ব আছে কোনও? কোন ছোটবেলায় কে একটা কানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে এই আজ অবধি জন্মাষ্টমী, তালের বড়া, নন্দগোপাল সব মিলেমিশে গিয়েছে এই গানটার সঙ্গেই। আসলে এ এমন এক খাবার, যার সঙ্গে ধর্মকথা, আর সুস্বাদ মিলেমিশে একাকার। শোনা যায়, বাসুদেব কৃষ্ণকে নন্দরাজের কাছে রেখে আসার পর, গোকুলে কৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে নন্দ উৎসবেই প্রথম খাওয়া হয়েছিল তালের বড়া।

যেভাবে গোলাপ ফুলের কাঁটা থাকে, সেভাবেই সুখের মাঝে দুখের কথা লুকিয়ে রাখে তাল। দেখবেন, একটা হালকা তেতো ভাব থাকে তার রসে। পাকা গৃহিণীরা বলেন বটে যে, ঠিকভাবে রস বের করতে জানলে আর সেই তেতোভাব থাকার কথা নয়, তবে সংসারে দুই জায়ের মধ্যে ব্যাপক ভালোবাসা সত্ত্বেও যেমন একটা চোরা টেনশন থাকেই, তেমনই তালরসের সে তেতোভাব যাওয়ার নয়।

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

কেউ কেউ সেই রসে চুন ফেলে দেন। কেউ কেউ পরিষ্কার সুতির কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখেন রাতভর। তাতে নাকি সেই তেতো আর থাকে না। তবে তালের ক্ষীরে যদি একটু হালকা তিতকুটে ভাব না থাকল, তবে কেন জানি না মন মানে না। জিভের ডগায় তখন সেই ক্ষীর একটা কৃত্রিম স্বাদ নিয়ে ধরা দেয়। থাক না হয় জীবনে একটু না পাওয়ার শোক আর তালের বড়া ও ক্ষীরে হালকা তেতোভাব।

বিহারি ঠেকুয়ায় মেশানো হয় কলা চটকে। একই কায়দায় তালের বড়াতেও কলা মেশানো হয়। আর মেশানো হয় আটা। ওই আঁট করার জন্য। সর্বত্র চালের গুঁড়োর যা কাজ, এখানেও তাই। কুড়মুড়ে হবে। আর কেউ যদি মিশ্রণে সুজি দিয়ে দেয়, তাহলে... একবার আমার সেই ভাগ্য হয়েছিল বটে। সুজি দেওয়া তালের বড়া ঠিক খাওয়ার জন্য নয়। সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। অথবা তাক করে ছুড়ে মারলে ইট-পাটকেল কোথায় লাগে! এছাড়া তালক্ষীরে নারকেল কুচি কুচি করে দেবেন কি দেবেন না, সেটা আপনার বিষয়। তবে নারকেলের পক্ষে-বিপক্ষে থাকা দুই দলকে নিয়ে রীতিমতো একটা থিসিস লেখা যেতেই পারে।

> বিহারি ঠেকুয়ায় মেশানো হয় কলা চটকে। একই কায়দায় তালের বড়াতেও কলা মেশানো হয়। আর মেশানো হয় আটা। ওই আঁট করার জন্য। সর্বত্র চালের গুঁড়োর যা কাজ, এখানেও তাই। কুড়মুড়ে হবে।

ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়, অঙ্ক কষে বলা মুশকিল। এই তো আমি এক বন্ধুকে চল্লিশ পেরোবার আগেই দু'বার বিয়ে করতে দেখলাম। দু'বারই নেমন্তন্ন খেয়েও এসেছি। তবে ন্যাড়া হোক বা কেতার চুলওয়ালা, ভরা ভাদ্রে তালতলায় যাওয়াটা খুব রিস্কি। পায়ের কাছে ধুপ করে পড়া তাল কুড়িয়ে নিয়ে সোজা বাড়ি যাওয়াটা যতখানি মজার, ঠিক ততখানিই বিপদের হল হিসেবের ভুলচুকে তা যদি সিধে একেবারে মাথায় এসে পড়ে। তাহলে সেই তালের বড়া যে আর চেখে দেখতে হবে না, একেবারে নিশ্চিত।

এবছর জন্মাষ্টমীর আগ-সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির এক নামী মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে কীসব জানি হিসেব করছিলেন মধ্য পঞ্চাশের একজনা। সামনে লম্বা ট্রে'তে সাজানো তালক্ষীর। পাশে তালের বড়া। ছয়শো টাকা কেজির তালক্ষীর সেদিন সেই দোকানের সবথেকে দামি মিষ্টিও বটে। তার আগে তাঁর বাজার ঘুরে দেখা হয়ে গিয়েছে। ৬০ থেকে ৭০ টাকার কমে কেউই তাল দিতে রাজি নন। তাল কিনে তার রস বের করে তা থেকে বড়া আর পাক দিয়ে ক্ষীর বানালে খরচ কম পড়ে ঠিকই, কিন্তু গিন্নির মুখঝামটার দাম ধরলে, তার রিস্কমূল্য ৬০০ টাকার অনেকটাই বেশি। সেকথাই বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছিলেন। রীতিমতো তালকানার মতোই লাগছিল তাঁকে। শেষমেশ কী হল, তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করিনি। কারণ আমি জানি, আমাকে তালক্ষীর কিনতেই হবে। বাড়িতে বানানো আর সম্ভব নয়।

শিরোনামখানা একবার দেখুন। একে বলে প্যালিনড্রোম। ডানদিক থেকে পড়ুন, বা বাঁদিক থেকে। বাক্যবন্ধখানা একই।

তবে তাল নিয়ে আমাদের পক্ষে আর দু'দিক থেকে একই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সে রামও নেই। সে অযোধ্যা নেই। সেই মা-জেঠিমারাও আস্তে আস্তে নেই হয়ে যাচ্ছেন। আর হাতব্যথাকে উপেক্ষা করে অনেকক্ষণ ধরে কড়াইতে ক্রমাগত খুন্তি চালিয়ে চালিয়ে বানানো তালক্ষীর এখন দোকানের ট্রে'তেই সুন্দর লাগে। বেশ একটা নস্টালজিয়ার পাতলা রুপোলি রাংতা চাপানো।

সপ্তাহের সেরা ছবি

প্রতিটি বাড়ির আলাদা রং। ক্যানালে তাদের প্রতিবিম্ব তৈরি করেছে অন্য রঙের পৃথিবী। ঐতিহ্য ও দৃশ্যমালা তৈরি করেছে জীবন্ত ক্যানভাস। ইতালিতে ভেনিসের অদূরে, বুরানোয়।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

সোনারুন্দি রাজবাড়ির বনোয়ারিলাল

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ১২

ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল সেই যুগের ফসল ভক্তি আন্দোলন। তুকারাম, রামদাস, মীরাবাই, কবীর, দাদু যে ভক্তি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন তার একমাত্র উপাদান ছিল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও আনুগত্য। আমরা দেখেছি তখন বৃন্দাবন চন্দ্র দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, অযোধ্যার দুলাল রামচন্দ্রকে নিয়ে যে ভক্তিস্রোত প্লাবিত হয়েছিল, তার ঢেউ এসে লেগেছিল বাঙালির ঘর গেরস্থালিতে। বেশ কিছু পরিবার তাঁদের প্রবাসজীবন সাঙ্গ করে বৃন্দাবনের সুধা বুক ভরে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। আজ আমরা সেইরকম এক রাজ পরিবারের কাহিনীই শোনাব।

বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার সালার অঞ্চলের সোনারুন্দি রাজপরিবার বিশেষভাবে এক ঐতিহ্যকে ধারণ করে রয়েছে। এই রাজপরিবারের রাজা গোবিন্দদেব বাহাদুর বাংলাতেই বৃন্দাবন গড়ে তোলার ইচ্ছায় এক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মূর্তির নাম দেন কিশোরী বনোয়ারিলালজি। মূর্তিটি রাধা সহ বনবিহারী কৃষ্ণের। কিন্তু রূপটি একটু ভিন্ন। এই কষ্টিপাথরের কৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন অষ্টধাতুময় রাধামূর্তি। কিন্তু কেবল রাধা নন, তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের অষ্টসখীও পৃথক আসনে অধিষ্ঠিতা। মূল রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছেন আর সখীরা দূরত্বে রয়েছেন। এই অষ্টসখীরা হলেন ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা। মূর্তিগুলির শিল্পমূল্য অনন্য। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও তাঁর পঞ্চপার্ষদের দারুমূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। তবে নির্মাণধারা দেখে অনুমান করা যায় এই দারুমূর্তির সংযোজন বনোয়ারিলালজির অনেক পরে হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার এক অংশ আর বীরভূম জেলার এক প্রান্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। সোনারুন্দির অবস্থান ঠিক এরকমই এক স্থানে। এই রাজবাড়ি যেখানে, সেই স্থানের নাম বনোয়ারিবাদ। বৃন্দাবনের যেন খুবই কাছাকাছি এক শব্দ। শুধু স্থানটির নাম নয়, এর সঙ্গে বনোয়ারি বা বনোয়ারিলালের প্রতিষ্ঠাতা এই রাজপরিবারের নামের সঙ্গেও যুক্ত থাকে বনোয়ারি শব্দটি। যার মাধ্যমে রাজপরিবারের সদস্যদের কেবল নাম শুনেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এ কেবল একটি দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। এ হল একটি সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলা। বৃন্দাবনচন্দ্রের বৃন্দাবনকে আস্বাদ করার, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার তীব্র ব্যাকুলতা এর পিছনে কাজ করেছে।

বহু দিন আগেকার কথা। প্রায় তিনশো বছর আগের ইতিহাস। বনোয়ারিবাদ রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ দালাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৫২ সালে। এই অঞ্চল তাঁতিদের বসবাস বেশি ছিল। নিত্যানন্দ দালাই-এর পিতা জগমোহন দালাই নিজে বুননকার্য না করলেও সুতো ও বস্ত্র ব্যবসায়ে খুব নাম করেছিলেন। তিনি সুতির বস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে দালাল রূপে কাজ করতেন। অর্থাৎ তিনি মূল উৎপাদনকারী তাঁতিদের মূলধন দিয়ে কাজ করাতেন এবং সেই বস্ত্র বাজারীকরণ প্রক্রিয়ায় তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ কিন্তু পারিবারিক ব্যবসা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। নিত্যানন্দের পড়াশোনার দিকে অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। তিনি ব্যবসার কিছু বুঝতেন না, পছন্দও করতেন না। সেদিকে কোনও আকর্ষণ ছিল না বলে পিতৃব্যবসার প্রতি উদাসীন ছিলেন। জগমোহন কিন্তু সেই উদাসীনতাকে ভালো নজরে দেখতেন না। লেখাপড়ার প্রতি পুত্রের আগ্রহকেও তিনি আমল দিতেন না। নিজের বুদ্ধিবলে যে পদমর্যাদা তিনি তৈরি করেছিলেন পুত্র তার উত্তরসূরি হোক, সেটাই তিনি চাইতেন। একদিন চোদ্দো বছরের নিত্যানন্দকে তিনি ব্যবসার প্রতি উদাসীনতার জন্য বকুনি দিলেন। বকুনি খেয়ে নিত্যানন্দ সেদিন বুঝতে পারলেন এই পরিবারে থেকে তার পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তিনি সুযোগ বুঝে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন এবং গৃহত্যাগ করে উপস্থিত হলেন পাটনা শহরে।

মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা- দূরত্ব কম নয়। কিন্তু এই দুই শহরের মধ্যে সাদৃশ্য একটিই ছিল। দুই শহরই ছিল বাদশা শাসিত। পাটনা পৌঁছে নিত্যানন্দ ফারসি ভাষা শিখলেন। এতেও তাঁর মন ভরল না। তিনি আরবি ভাষা শিখতে উপস্থিত হলেন দিল্লি। তখন মোঘল শাসকের শেষ কাল। মসনদে রাজত্ব করছেন শাহ আলম। একবার শাহ আলমের সঙ্গে তাঁর পুত্রের কোনও বিষয় নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়। সেই মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে পিতা পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সময় আরবি ভাষায় পণ্ডিত রূপে স্বীকৃত নিত্যানন্দ শাহ আলমের পুত্রের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পিতা ও পুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। পিতা ও পুত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই ঘটনায় বাদশা শাহ আলম আরবিতে সুপণ্ডিত নিত্যানন্দকে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করেন। তার সঙ্গে তাঁকে 'রায় দানিশমন্দ' উপাধি প্রদান করেন। এটি তৎকালীন পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সম্মান রূপে চিহ্নিত করা হত। মোঘল বাদশা শাহ আলম এতটাই তাঁর কাজে খুশি হয়েছিলেন যে তিনি কেবল উপাধি প্রদান করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার কাজে নিত্যানন্দকে নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে 'মীর মুন্সী' পদ প্রদান করলেন। নিত্যানন্দ দালাই কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না। তিনি নিজের কার্যে আরও নিপুণতা দেখালেন। এর ফলে বাদশা তাঁকে 'মহারাজা আমির-উল-মুলক, আজমতদ্দৌল্লা, যোগীন্দ্র বাহাদুর, সফদরজং' উপাধি প্রদান করলেন। কেবল তাই নয়। তাঁকে 'হপ্তা হাজারী' পদ দান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুন্সী পদ যুক্ত হতে তিনি নবাবের কাছ থেকে পাঁচটি কামান ব্যবহার করার অধিকার লাভ করলেন।

দিন অগ্রগামী। পিছনে যা পরে থাকে তার দিকে সম্মুখপথ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বর্তমানের সোনারুন্দি রাজবাড়িতে আজ অবহেলায় মাটিতে শায়িত নিত্যানন্দের কষ্টে অর্জিত কামান। যাই হোক রায় দানিশমন্দ রূপে নিত্যানন্দ দিল্লি কোর্টে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন এবং সেই অর্থ দিয়ে তিনি অধুনা উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বা রংপুর জেলার কিছু অংশ, দিনাজপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ণিয়া ইত্যাদি বাংলার বেশ কিছু অঞ্চল ক্রয় করেন। কিন্তু বাদশা দরবারের কর্মজীবী হয়ে, আরবি, ফারসি ভাষা শিখেও নিজের সংস্কৃতি ও ধর্মকে ভুলে যাননি নিত্যানন্দ। বিশেষ করে উত্তর ভারতে তখন বৃন্দাবন রাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব গভীর ছাপ রেখেছে। তারই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলাস্থল বৃন্দাবন নগর। বৃন্দাবনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন নিত্যানন্দও। প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি নিজের মনে লালিত ইচ্ছার বাস্তব রূপদানে অগ্রসর হলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন বাংলায় একটা বৃন্দাবনের মতো নগর গড়ে তুলবেন। যে নগরের প্রাণকেন্দ্র হবে স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। এই স্বপ্ন নিয়ে তিনি একটি সুন্দর মন্দির গড়ে তুললেন এবং যা উৎসর্গ করলেন 'বনোয়ারিজি' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামে। তিনি

মুর্শিদাবাদ জেলার এক অংশ আর বীরভূম জেলার এক প্রান্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। সোনারুন্দির অবস্থান ঠিক এরকমই এক স্থানে। এই রাজবাড়ি যেখানে, সেই স্থানের নাম বনোয়ারিবাদ। বৃন্দাবনের যেন খুবই কাছাকাছি এক শব্দ।

কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে রাধা ও অষ্টসখীর ধাতুমূর্তি স্থাপন করলেন।

এই বনোয়ারিজির নাম অনুসারে স্থানটির নামও হল বনোয়ারিবাদ। তখনই এই মন্দিরে দিনে প্রায় একশো পঞ্চাশজন প্রসাদ গ্রহণ করতে পারত। বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম হয় না। এই মন্দির ঘিরে গড়ে তোলেন বিরাট রাজমহল, যা হল নিত্যানন্দের বাসস্থান। মন্দিরটির গঠনভঙ্গি খুবই চিত্তাকর্ষক। তার সম্মুখভাগ দেখলে বৃন্দাবনের স্থাপত্যের কথা স্মরণে আসবেই। উত্তরপ্রদেশীয় ধরনে সম্মুখভাগের খিলান তৈরি। তার গায়ে অপূর্ব ফুল পাতার কাজ। যা মোগল শিল্পকলাকে স্মরণ করায়। আছে রাসমঞ্চ। কারণ যেখানে কৃষ্ণ সখী সঙ্গে বিরাজিত হন সেখানে তাঁর রূপ মূলত মদনমোহন রূপ। এই রূপে তিনি রাসলীলা সম্পাদন করেন।

নিত্যানন্দ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। কেবল বনোয়ারিবাদ নির্মাণ করে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি নিজের দানিশমন্দ উপাধি লাভের কৃতিত্বের সাক্ষর যুগের কষ্টিপাথরে খোদাই করে যেতে আগ্রহী হলেন। তিনি সেই সময় যুগ গণনার জন্য 'দানিশাব্দের' প্রচলন করেন। একটি মানুষের বড় হয়ে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে গৃহদেবতার ইতিহাস।

সোনারুন্দি হল বনোয়ারিবাদের পাশে গা লাগানো এক গ্রাম। সেই গ্রাম শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি নিত্যানন্দ। তিনি সেই স্থানে বড় বড় পুকুর, দুর্লভ বৃক্ষের সারি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। এখনও দুধ ফলের গাছ নামে একটি বিরল বৃক্ষের দেখা মেলে। ছোট ছোট সাদা ফল, স্বাদ মিষ্টি আর ভাঙলে দুধ রঙের রস বের হয়। শোনা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তারই পাশে একটি বিরাট পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুকুরে প্রথম দিন যে মাছ ছাড়া হয়েছিল তারই বংশধর এখনও বিরাজ করছে। কারণ, বনোয়ারিজির প্রসাদ খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। এরা তাঁর প্রিয়। কেউ এই মাছ ধরে না। প্রবাদ আছে এই পুকুরের সারিবদ্ধ মাছ দেখে কারও মনে লোভ সৃষ্টি হয়। সেই ব্যক্তি মাছ ধরতে গেলে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। রক্তবমি করে মারা যায় সেই ব্যক্তি। সেই দিন থেকে কেউ আর মাছ ধরে না। আগে রাজবাটীর সদস্যরা মাছের নাকে নথ পড়িয়ে দিতেন। নথ পরা মাছ দেখতে সকলে উপস্থিত হত। প্রথা আছে খুব বড় মাছ মারা গেলে তাকে তুলে নিয়ে উধানপুরের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে উধানপুরের নাম হয় বনোয়ারিগঞ্জ। ছোট মাছগুলোকে পুকুরেই পুঁতে দেওয়া হয়।

এখানেই শেষ নয়, বহরমপুর শহর থেকে বীরভূমের দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেই পথ মনোরম ও মসৃণ করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তখন বহরমপুরও ছিল বাংলার নবাবের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক শহর। এক সফল জীবনযাপন করে, একটি নগর ও গৃহদেবতার আরাধনাস্থল নির্মাণ করে ১৮১২ বঙ্গাব্দে মৃত্যু হয় নিত্যানন্দ দানিশমন্দের।

নিত্যানন্দের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগোদীন্দ্র বনোয়ারিলাল বাহাদুর ১৮০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ কেবল পিতার ব্যবসাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি। তিনি পিতৃলব্ধ দালাই পদবিকেও ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বংশের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিটি সদস্যদের নামের মধ্যভাগে গৃহদেবতার নাম যুক্ত করা হতে থাকে।

পিতার মতোই কীর্তিমান ছিলেন যোগোদীন্দ্র বনোয়ারিলাল বাহাদুর। শোনা যায় পিতার মতো তিনি শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। কলকাতা হিন্দু স্কুল নির্মাণে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন। তিনি অবৈতনিক স্কলারশিপের জন্য অর্থও দিয়েছিলেন। তাঁর জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য লর্ড বেন্টিংক তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেছিলেন। সেই থেকে সোনারুন্দি রাজপরিবারের সৃষ্টি হয়। এরপর কুমার বনোয়ারি অনন্তদেব ও কুমার বনোয়ারি মুকুন্দদেব বাহাদুর রাজত্ব করেন। তবে নিত্যানন্দের মূল বংশধর কিন্তু মহারাজা যোগোবীন্দ্র দেব বাহাদুরের থেকেই রুদ্ধ হয়ে যায়। যোগোদীন্দ্র বনোয়ারিলাল বাহাদুরের ছোট ভাই ছিলেন যোগোবীন্দ্র বনোয়ারিলাল দেব বাহাদুর। তিনি নাকি লর্ড ক্যানিং এর সঙ্গে বহুমূল্য পোশাকের ব্যবসা করে ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পর তিনি রাজত্ব পেলেও তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। তিনি এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে একটি পুত্রসন্তান দত্তকরূপে গ্রহণ করেন।তাঁর নাম ছিল কুমার রাজবল্লভ।

শোনা যায়, বংশধর লোপ পাওয়ার জন্য এই বংশে কোনও সদ্যোজাত শিশুকে গরম তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। সেই থেকে এই বংশে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আজও এই রাজবাড়ির চার কন্যা বিদেশে থাকায় শতাব্দীপ্রাচীন রাজমহল ভগ্নপ্রায়। দ্বিতীয় বৃন্দাবন গড়ে তোলার ইচ্ছায় যে দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই দেবতা এখন বেতনভুক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে পূজিত হন। রাজপরিবারের সঙ্গে পরিবারের গৃহদেবতাও তাঁর জৌলুস হারিয়েছেন ঠিকই তবু নিত্যানন্দের যে সদিচ্ছা তা এখনও ইতিহাসের পাতায়, ভগ্ন প্রাসাদের আনাচকানাচে, লোককথায়, প্রবাদ ও কিংবদন্তির মধ্যে জীবন্ত হয়ে ফেরে।

কবিতা

চলে যাওয়া
সোহেল ইসলাম

নীচে বয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা জলের স্রোত
উপর দিয়ে লোকভর্তি গাড়ি
লোহার সেতু কেঁপে কেঁপে উঠছে
ছেড়ে যাওয়া তো সবাই একভাবে নিতে পারে না
২
একদিন সামনে এসে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে
জানতে চাইব—
এসবের কোনও মানে হয়
আমাকেই আগলাতে হবে
তুমি বুঝবে না কখনও?

তিতিক্ষা
মৈনাক ভট্টাচার্য

এতদিন ধরে
বুঝতেই পারিনি হাঁটতে দৌড়তে গেলে
চোখের চশমাগুলো কেমন যেন সামনে থেকে
বোধের আগল তুলে দাঁড়ায়

হঠাৎ করে
বুঝতে শুরু করেছি সব চশমারাই আসলে
এক একজন ডাক্তারের ঠিক করে দেওয়া
পাপবিদ্ধ সময়ের ভুলভুলাইয়া

কেননা এখন
এক ডাক্তারনন্দিনী কত সহজ আঁক কষে
চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে
আমাদের এমন চশমা টশমা সবকিছুই ছিল
আদপেই এক একটি তিতিক্ষা

মুখোমুখি
সৈকত পাল মজুমদার

সব কাজ, সব মনখারাপ তুলে রেখে
নিজেকে কখন করবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
বলো, ঠিক কখন করবে!!
বাইক একই, অথচ পুরোনো বাইকের
মতো তাক লাগানো নতুনত্ব ফিচার্সে
ঠিক কখন নিজেকে তুলে ধরবে!!

এত ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, সবুজ ধানের
দোল খাওয়া, মেঘ গুড়গুড় বৃষ্টি, এত
দ্বিধা সংকোচ, বুকের পাঁজর জুড়ে
প্রজাপতি হতে চাওয়া অজস্র গুটিপোকা
তবু দেখো, সমস্ত অবসরেও আমাদের
একদম সময় নেই মুখোমুখি দাঁড়াবার।

মোনালিসাকে আঁকতে বসে
তন্ময় দেব

মোনালিসাকে আঁকতে চেয়েছিলাম কিন্তু শেষে ক্যানভাসে
ফুটে উঠল এক ঝুপড়িবাসী মহিলার মুখ...
ভিঞ্চিবাবু খারাপ পাবেন না। অভাব নামক কলরবের মাঝে
মুখে হাসি ধরে রাখা কঠিন বলে এরূপ কেলেঙ্কারি ঘটল হয়তো!

হাসি সুন্দরতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য আপনি জানেন।
তাই অত নিপুণভাবে আঁকতে পেরেছিলেন মোনালিসাকে
কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে আমি হাসির হদিস পাইনি।
কখনও এঁকেছি কাস্তে হাতে ধান কাটা উৎপীড়িত সাঁওতাল রমণীকে।
তুলির আঁচড়ে উঠে এসেছে ধর্ষিতা নারীর অবয়ব।
মোনালিসার চওড়া কপাল আর ভুবনভোলানো দু'চোখ
অধরাই থেকে গেছে প্রত্যেকবার

এই ব্যর্থতা কি কাকতালীয়?
আপনার শিল্পী চোখ কী বলে, ভিঞ্চিবাবু?

নিহত প্রেমিক
সুদেষ্ণা মৈত্র

যে ভাবে আমাকে খুনি
তার তার তার মাথা গুনে রাখি
নিরীহ পোশাকে দুটো রঙিন হাতের ছাপ
এটুকুই স্মৃতিকথা রাতভর ঘুমোতে দিল না
ভেঙে ফেলি ছিটকিনি, আততায়ী, দারুণ স্বভাবে
নিমেষে আসুক হাওয়া, মৃদু ঘ্রাণ, দোলপূর্ণিমা
চিবুকে চুমুই স্বচ্ছ, বাকি সব লালা, অভিনয়
আমার সপাট ঘৃণা আলোকে বিমূর্ত করে দিল
তোমাকে হঠাৎ!
(আমার কী দোষ বলো?)
যে বলেছে আমি খুনি
তারা সব আমার মাথায়
প্রেম থেকে নিহতের গূঢ় ব্যবধান
লাল রঙে মিলেমিশে যায়।

কিছুই ঘটেনি
তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ

ঝড়বাদলের রাত, হাতের চেটোর মতো মেঘ
ক্রমশ দখল নিল গোটা আকাশের,
খালের জলের মতো ধূসর সে নদী
বিষের পাত্রের মতো নীল।

চিত্রবিচিত্র সে আঁকিবুকি
ললাট-রেখার মতো মেঘ,
শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বয়,
ছিটকে ওঠে আলোর ফুলকি।

অথচ এসব কিছুই ঘটেনি,
শান্ত ও শৌখিন একটা হাওয়া
দোলা দিচ্ছে নৌকাটিকে,
ফিনফিনে রোদ ফুলে ফুলে
মৌমাছিদের বাবুয়ানি।

ভাদ্রের গল্প
জয়তী ঘোষ

ভাদ্রের চিঠি এলেই, বাক্সবন্দি পুরোনো কাপড়
ভিজে ন্যাপথলিনের গন্ধ তাড়ায়,
সাথে কত ভাঙাচোরা গল্পের উড়াল!

ঘুঘু ডাকা অলস দুপুর আনমনে দেখে
ভাতঘুমে ঝিমোনো গাছগুলোকে....
ঘরের মেঝেতে রোদ আলপনা আঁকে
ঘুলঘুলি পথে চুপিসারে ঢুকে!

ছন্নছাড়া মেঘের ইতিউতি ফাঁকা নীল ক্যানভাসে,
সীমানার যতিচিহ্ন পরোয়া না করে
চিলের ঘূর্ণি, মাঝ আকাশে!

এডুকেশন ক্যাম্পাস

সৃজা মোহন্ত, পঞ্চম শ্রেণি, নিউ জামালদহ আরআর প্রাইমারি স্কুল।

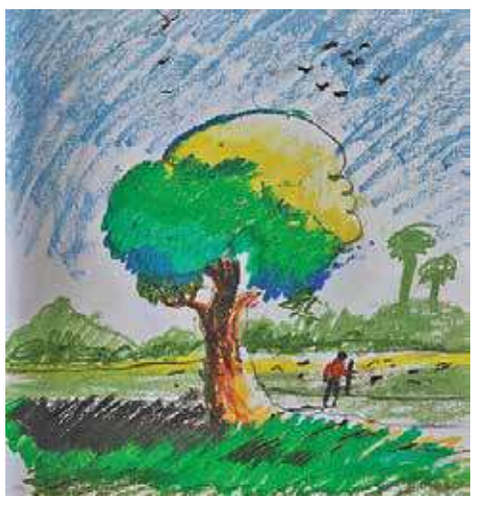

শ্রেয়ান সরকার, তৃতীয় শ্রেণি, পাড়াপাড়া সারদা শিশুতীর্থ, জলপাইগুড়ি।

দিয়া দাস, সপ্তম শ্রেণি, ভোর অ্যাকাডেমি স্কুল, ধূপগুড়ি।

বিপাশা সাহা, বিএ প্রথম বর্ষ, মালদা কলেজ।

জলসংযোগে বেআইনি কাণ্ড

নাগরিকদের সতর্ক করেছে পুরসভা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : বাড়ি বাড়ি পানীয় জলসংযোগের পাইপলাইন নিয়ে একের পর এক অবৈধ কাণ্ড ঘটছে। যা নিয়ে ধূপগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কি এমন ঘটল যে কারণে পুর কর্তৃপক্ষ এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ধূপগুড়ি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডেই অনেক বাড়িতে অবৈধভাবে জলের পাইপ লাইনটিকে পাম্পের মাধ্যমে ট্যাংকের সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছে। পুরসভার জল টেনে নিয়ে ট্যাংক ভর্তি করা হচ্ছে। এতে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাঘাত ঘটছে বলে দাবি পুরসভার। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'পুরো বিষয়টি পুরসভার নজরে রয়েছে। এর আগে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়েছে। এবারে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পুর কর্তৃপক্ষ মাইকিং করে পুর এলাকার নাগরিকদের সতর্কও করেছে। কিন্তু তাতে একাংশ বাসিন্দাদের হুঁশ ফেরেনি। উলটে একইভাবে বহাল তবিয়তে বাড়ি বাড়ি জল সংযোগের পাইপলাইন দিয়ে বাসিন্দাদের বাড়ির একতলা বা তার ওপরে বসানো জলের ট্যাংক ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে। পুর প্রশাসনের যুক্তি, এভাবে কেউ জল সরবরাহের পাইপলাইন ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করলে অন্যান্য এলাকায় জল সরবরাহে সমস্যা হয়। এতে সরবরাহের পাইপলাইনের ওপর ব্যাপকভাবে চাপ পড়ে। এক জায়গার জন্যে অপর জায়গায় সরবরাহে সমস্যা হয়।

ট্যাংক ভর্তি

- ধূপগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে
- পাইপলাইনটিকে পাম্পের মাধ্যমে ট্যাংকের সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছে
- পুরসভার জল টেনে নিয়ে ট্যাংক ভর্তি করা হচ্ছে
- জল সরবরাহের পাইপলাইন ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করলে অন্যান্য এলাকায় জল সরবরাহে সমস্যা হয়
- এতে সরবরাহের পাইপলাইনের ওপর ব্যাপকভাবে চাপ পড়ে

দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহে সমস্যা হওয়ায় আগে পুর কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করে। দেখা গিয়েছে, একাংশ বাসিন্দা বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের পাইপলাইনটিকে অন্যভাবে ব্যবহার করছে। কেউ পাম্প মেশিন বসিয়ে আবার কেউই সরাসরি পাইপ লাইনটিকে ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াটির জন্যে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল পেতে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বাসিন্দারা।

ধূপগুড়ির বাসিন্দা শিল্পী মহন্ত বলেন, পুরসভা মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করেছে। তারপরও কেন সতর্ক হচ্ছে না এবং একইভাবে জল সরবরাহের পাইপ জলের ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখছে বুঝি না। এতে অন্যান্য বাসিন্দারা সমস্যার মধ্যে পড়ছে। জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে মানুষকে সতর্ক হতে হবে। একই দাবি করেছেন আরেক বাসিন্দা বাবন সরকার। তাঁর কথায়, 'পুরসভা এলাকায় একাধিক জায়গা উঁচুনীচু থাকতে পারে। সেখানে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে আবার কেউ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে এটা ঠিক নয়। পুরসভা যখন সতর্ক করেছে তাতে মানুষকে সতর্ক হতে হবে।'

দুই এলাকায় ড্রেনের হাল। জলপাইগুড়ির দিনবাজার ও কামারপাড়ায়। শনিবার। -সংবাদচিত্র

আবর্জনা জমে বন্ধ নিকাশিনালা

অল্প বৃষ্টিতে শহরের রাস্তায় নোংরা জল

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি শহরে কয়েকটি এলাকার নর্দমায় আবর্জনা জমে জলের স্রোত থমকে গিয়েছে। নোংরা জল উপচে পড়ছে শহরের কয়েকটি রাস্তায়। কদমতলা, পান্ডাপাড়া, কংগ্রেসপাড়া প্রভৃতি এলাকায় বর্ষার পরেও এমন সমস্যায় নাজেহাল শহরবাসী। পুরসভা নিয়মিত ওই এলাকার নর্দমাগুলি সাফাই না করায় সমস্যা বাড়ছে বলে অভিযোগ শহরবাসীর। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় অবশ্য শহরবাসীর সচেতনতার অভাবকে সমস্যার কারণ বলে জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে রাতদিন আবর্জনা সাফাই চলছে। ভবিষ্যতে সেই কাজ জারি থাকবে। শহরবাসীকে নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলার অনুরোধ করা হলেও অনেকেই যেখানে সেখানে ময়লা ফেলছেন। জনসাধারণ সচেতন না হলে তাদের জরিমানা করার পথ বেছে নেওয়া হবে।'

> শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে রাতদিন আবর্জনা সাফাই চলছে। ভবিষ্যতে সেই কাজ জারি থাকবে। শহরবাসীকে নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলার অনুরোধ করা হলেও অনেকেই যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছেন। জনসাধারণ সচেতন না হলে তাদের জরিমানা করার পথ বেছে নেওয়া হবে।
>
> **-সৈকত চট্টোপাধ্যায়**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভা*

এ বছরের বর্ষায় দুর্ভোগের শেষ ছিল না জলপাইগুড়ি শহরবাসীর। ভরা বর্ষায় কদমতলা সহ সারা শহরজুড়েই টানা কয়েকদিন ধরে কমবেশি জল জমে থেকেছে। সেই জল কোথাও গোড়ালি আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত পৌঁছায়। নর্দমার জল মিশে দূষণ ছড়ায় শহরে। তবে বর্ষার বিদায় হলেও মাঝেমধ্যেই নোংরা জল রাস্তায় উঠে আসছে। পান্ডাপাড়া, কংগ্রেসপাড়া ছাড়াও করলা সংলগ্ন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের জলসমস্যার সমাধানে পুরসভার সাফাই, ওই এলাকাগুলি নীচু হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে। অথচ কদমতলা, কামারপাড়া, দিনবাজারের কিছু এলাকা তুলনামূলক উঁচু জায়গায় হলেও সেখানেও জল জমছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শহরের নর্দমায় দুর্গন্ধ, জমা জল, মশা সমস্যা লেগেই রয়েছে। কদমতলার বাসিন্দা বরুণ রায় বলেন, 'ড্রেনগুলিতে পলিথিন, প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। নর্দমায় জল যাওয়ার জায়গা কোথায়। পুরসভার এই ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিচ্ছে না।'

শহরে পরিষ্কার রাখতে কয়েকদিন আগে রাতে আবর্জনা সাফাই শুরু করেছে। তারপরেও শহরে নর্দমা ভরে উঠছে আবর্জনার স্তূপে। উন্মুক্ত নর্দমাগুলিতে পলিথিন, বোতল, প্লাস্টিকের কাপ, গৃহস্থালির বর্জ্য জমে থাকাতে দেখা যাচ্ছে। শহরের ঢাকা নর্দমাগুলিতে অবর্জনা জমছে। থমকে গিয়েছে নর্দমার স্রোত। বর্জ্য ভর্তি নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেখানে বাড়ছে মশার উপদ্রব। একটু বৃষ্টিতেই সেই সব নোংরা কদমতলা, কামারপাড়া এবং দিনবাজারের কয়েকটি রাস্তায় উঠে আসছে।

পান্ডাপাড়া, স্টেশনরোড, শান্তিপাড়া প্রভৃতি এলাকার বেশ কয়েকটি এলাকার নর্দমা থেকে আবর্জনা তুলে রাস্তার পাশে রাখা হয়েছে। কিন্তু কদমতলা, কংগ্রেসপাড়া, কামারপাড়া, দিনবাজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে আবর্জনায় ভর্তি নর্দমা কেনও পরিষ্কার হচ্ছে না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রবিন বিশ্বাস, পৌলোমি সাহা প্রমুখ শহরবাসী। শহরের বাসিন্দা অভীক সরকারের বক্তব্য, 'মানুষ এতটাই অসচেতন যে ড্রেনের কিছুটা অংশ ভেঙে সেখানে ময়লা ফেলছেন। নাগরিক সচেতন না হলে দুর্ভোগ বাড়বে। পুরসভা ও শহরবাসী একত্রে কাজ করলে সমস্যার সমাধান হবে।'

পানীয় জলসমস্যা মেটানোর উদ্যোগ

পাইপলাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : মাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফের পানীয় জলের সমস্যা দেখা গিয়েছে। কিছু স্থানে জলের পাইপলাইন ফেটে সমস্যা দেখা গিয়েছে। খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে পুরসভা। শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকাতে জলের পাইপলাইন মেরামতির কাজ করা হচ্ছে। পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগকেও চিঠি দিয়ে সমস্যা মেটানোর আবেদন করা হয়েছে।

আজ বাড়ছে টোটো ভাড়া

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় টোটো ভাড়া রবিবার থেকে বাড়ছে। ন্যূনতম ভাড়া ১৫ টাকা হবে। তবে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং স্কুল পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ভাড়া ১০ টাকা বহাল থাকবে। দুই কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে ভাড়া হবে ২০ টাকা। পুর এলাকায় সর্বোচ্চ ভাড়া হবে ৩০ টাকা। টোটোচালক ইউনিয়ন এবং পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পরেই আগের ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত)

- **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ**
  - এ পজেটিভ - ১
  - বি পজেটিভ - ৫
  - ও পজেটিভ - ৭
  - এবি পজেটিভ - ১
- **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল**
- **পি আর বি সি**
  - এ পজিটিভ - ১০
  - বি পজেটিভ - ১৭
  - ও পজেটিভ - ১৮
  - এবি পজেটিভ - ৯
- **এফ এফ পি**
  - এ পজিটিভ - ২৫
  - বি পজেটিভ - ২৬
  - ও পজেটিভ - ৩০
  - এবি পজেটিভ - ২০
- **প্লেটলেট**
  - এ পজেটিভ - ১
  - বি পজেটিভ - ১
  - ও পজেটিভ - ১
  - এবি পজিটিভ - ১

শাপলা সংগ্রহে কিশোর। শনিবার ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

ডিপিএসে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিউজ ব্যুরো

৩১ অগাস্ট : দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দু'দিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী। শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ (হোপ অ্যান্ড হিল হাসপাতাল), বিশ্বজিৎ কুণ্ডু (উত্তরবঙ্গ সায়েন্স সেন্টারের শিক্ষার তত্ত্বাবধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার), স্নিগ্ধা আগরওয়াল (ডিরেক্টর, ডিপিএস ফুলবাড়ি) প্রমুখ। প্রদর্শনীতে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উপর নানা সৃজনশীল মডেল প্রদর্শিত হয়।

ডিপিএস, ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ সকল অংশগ্রহণকারী এবং ইনচার্জদের অভিনন্দন জানান। বিচারকরা পড়ুয়াদের তৈরি মডেলগুলির প্রশংসা করেন ও তাদের কিছু পরামর্শ দেন। প্রদর্শনীটি পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় আগ্রহ তৈরি করেছে।

নালার জল উপচে ভাসল বাজার রোড

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : নালা উপচে জলে ভাসল মাল শহরের বাজার রোড এলাকা। শনিবার দুপুরবেলায় মাল শহরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়। এরপরও দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। বাজার রোডের একাংশজুড়ে রাস্তায় জল থইথই করেছে। এলাকাটি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুরিতা গিরি বলেন, ওই স্থানে নিকাশি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। জলের একটি বড় নতুন পাইপলাইন নালার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এতে আবর্জনা আটকে পড়ছে। জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নালা উপচে জল রাস্তার উপর চলে আসছে। সরিতা দেবী বলেন, 'আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। পাইপটি পরিকল্পনা মাফিক সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এতে সমস্যা মিটবে।'

বৃষ্টি হলেই ১২ নম্বর ওয়ার্ডে জল সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এতে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী শীতল বণিকের কথায়, নালা উপচে জল রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পথচলতি মানুষদের সমস্যা হচ্ছে। এটা অনভিপ্রেত। আমরা চাই সমস্যার সমাধান করা হোক। রবিবারের সাপ্তাহিক হাট ওই এলাকায় বসে। হাটের দিন বৃষ্টি হলে সমস্যা অনেকটাই বাড়বে বলে আশঙ্কা। মাল হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত বলেন, 'হাটখোলা এলাকায় পরিকল্পনামাফিক নিকাশি ব্যবস্থা প্রয়োজন। অন্যথায় সমস্যা রয়েই যাবে।'

জলে ডুবেছে রাস্তা।

আড্ডার জায়গা হারিয়েছে শহরে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : অবসর সময়ে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ। আড্ডা বড় নস্টালজিক বাঙালির কাছে। সে হোন প্রবীণ কিংবা নবীন। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আড্ডায় উঠে আসে দৈনন্দিন জীবনের নানান গল্প। ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন ব্যস্ততম জায়গায় সেই আড্ডাটা জমছে বেশ। প্রবীণদের ক্ষেত্রে আড্ডা কথাটা বড় স্পর্শকাতর। নিরিবিলিতে বসে দু'দণ্ড কথাবার্তা বলবেন নিজেদের মধ্যে তেমন কোনও জায়গা নেই শহরে। অনেকেই আক্ষেপ করছেন এই বিষয়ে। শহরের কোলাহলে আড্ডায় বসলেও সেভাবে মন খুলে কথা বলার কোনও পরিবেশ নেই। শহরের দুর্গাবাড়ি মোড়ে সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘ বছর। সেই পার্ক নির্মাণের কাজ শেষ হলে প্রবীণরা অন্তত এসে বসতে পারবেন। গল্পগুজব করার একটা আলাদা পরিবেশ পাবেন প্রবীণরা।

বাঙালির আড্ডার নানান কথা বারবার উঠে এসেছে গল্প, কবিতা এবং গানে। প্রয়াত সংগীতশিল্পী মান্না দে'র 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটি আজও সমান দাগ কাটে মানুষের মনে। আড্ডা গরম চা আর বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসের অসাধারণ একটা মেলবন্ধন রয়েছে আড্ডায়। তেমনি ময়নাগুড়ি শহরের আড্ডার অতীত ঐতিহ্য আছে। ময়নাগুড়ির আড্ডা মানে শহরের টাউন হোটেল, শ্রীমা প্রেস, কোনারকের মোড় আর সিনেমা হল মোড়ের আড্ডা। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও তা জানে। যদিও এর কোনওটিরই এখন অস্তিত্ব নেই। টাউন হোটেল বা শ্রীমা প্রেস নেই। আড্ডাও আর সেখানে জমে না। অস্তিত্ব নেই কোনারকের। তবে এই মোড়ে এ প্রজন্মের মধ্যবয়সিরা চুটিয়ে আড্ডা দেন। সিনেমা হল বন্ধ রয়েছে দীর্ঘ বছর। এ গেল আগের কথা।

দুর্গাবাড়িতেই জমিয়ে আড্ডা প্রবীণদের। ময়নাগুড়িতে।

এখন! মধ্যবয়সিদের আড্ডা বসে কোনারকের মোড়ে। আর প্রবীণরা বসেন দুর্গাবাড়ি মোড় সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক যেখানে নির্মাণ করা হচ্ছে তার পাশেই দুর্গাবাড়ি পুজোমণ্ডপের এক কোনায়। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এখানে জমে ওঠে প্রবীণদের গল্পগুজব। ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন দাস বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক, ময়নাগুড়ি শহরে প্রবীণদের আলাদাভাবে বসে একটু আড্ডা দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। সংস্থার নিজস্ব একটা জায়গা রয়েছে সেটাও শহর থেকে অনেকটাই দূরে।'

প্রাক্তন রেভেনিউ ইনস্পেকটর প্রদীপ রায় বলেন, 'দুর্গাবাড়িতেই এক কোণে আমরা বেশ কয়েকজন দু'বেলা এসে বসি। সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক নির্মাণের কাজ শেষ করে চালু করলে আমরা উপকৃত হতাম।' অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে সুশান্তকুমার কুশারি বলেন, পার্শ্ববর্তী অনেক শহরেই রয়েছে প্রবীণদের আড্ডার জায়গা। আমাদের এখানেই নেই।

শহরের ট্রাফিক মোড়ের পাশে কোনারক মোড়ে আড্ডা দেন একদল মধ্যবয়সি মানুষ। তুহিন মজুমদার বলেন, 'এখানে আড্ডা বসে আমাদের সকাল-বিকাল দু'বেলা।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, শহরে দুর্গাবাড়িতে একটি সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ হয়েও গিয়েছে অনেকটাই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ করেনি। যোগাযোগ করা হয়েছে। সম্ভবত পরবর্তী টাকা মিলবে শীঘ্রই।

নিজেই ভাঙবেন নির্মাণ

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি পুর এলাকার চারটি বিপজ্জনক ভবনের মধ্যে থানা মোড়ের একটি ভবনের মালিক ধরম পাসোয়ান নিজেই নির্মাণ ভেঙে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রতিবেশী নিবাসী নিতাই ঘোষ এবং তাঁর ভাই ভবন ভেঙে ফেলার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। ইতিমধ্যেই মুক্তা ভবন ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।

বিপজ্জনক ভবন

নিতাই ঘোষ শনিবার বলেন, 'পুরসভার সাম্প্রতিক নোটিশ আমরা পেয়েছি। সোমবার পুরসভায় যাব। পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। তবে ভবন ভাঙার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।'

ধরম বলেন, 'বিপজ্জনক ভবন ভেঙে ফেলব। বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ভবনের নীচে যে সমস্ত ব্যবসায়ী রয়েছেন তাঁদেরকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেছি।'

ময়নাগুড়িতে পুজোর আগে টোটোস্ট্যান্ড

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে লাইন দিয়ে টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে যান চলাচলের জায়গা সংকুচিত হয়ে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। টোটোস্ট্যান্ডের জন্য আগে থেকেই চিহ্নিত কয়েকটি জায়গায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'শহরে যানজট কমাতে সেইসঙ্গে টোটোচালক ও যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে টোটোস্ট্যান্ডের জন্য বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। পুজোর আগে স্ট্যান্ডগুলি চালু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

ময়নাগুড়ি পুরসভা গঠন হওয়ার আগে শহরের বিবেকানন্দপল্লি, দুর্গাবাড়ি মোড়, কমিউনিটি হল মোড়, ইন্দিরা মোড়, সিনেমা হল মোড়, জাগৃতি মোড় সংলগ্ন ময়নামাপাড়া, স্টেশন মোড় এলাকায় টোটোস্ট্যান্ডের জায়গা ঠিক করা হয়েছিল। সেই স্থানগুলিতেই নতুন করে টোটোস্ট্যান্ড করার চিন্তাভাবনা চলছে। শীঘ্রই পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জায়গাগুলি পরিদর্শন করা হবে বলে খবর।

টোটো ইউনিয়নের কর্তারা পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। ময়নাগুড়ি টোটো ইউনিয়নের কর্তা আফিদুল ইসলাম বলেন, 'টোটোস্ট্যান্ড তৈরির করার ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। বর্তমানে স্ট্যান্ড না থাকার ফলে নিরুপায় হয়ে রাস্তার ওপরেই টোটো রাখতে বাধ্য হন টোটোচালকরা। সুনির্দিষ্ট টোটোস্ট্যান্ড চিহ্নিত করা হলে সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শহরের রাস্তায় টোটোর লাইন।

ইউনিফায়েড পেনশন স্কিমে উপকৃত হবেন সরকারি কর্মচারীরা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা (ওপিএস) তুলে দিয়ে ২০০৪-এর ১ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছিল ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (এনপিএস)। এনপিএসের তুলনায় ওপিএস অনেক ভালো ছিল দাবি করে তা ফেরানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। ওপিএস না ফেরালেও তাঁদের জন্য নয়া পেনশন প্রকল্প ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) আনল কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া এই স্কিমকে বিভিন্ন মহল স্বাগতও জানিয়েছে। দেখে নেওয়া যাক নতুন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক।

ইউপিএস কী?

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ন্যূনতম, নিশ্চিত এবং পারিবারিক পেনশন দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম বা ইউপিএস চালু করল। ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে এই স্কিমের পথচলা শুরু হবে। যে কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এই প্রকল্পের সুযোগ পাবেন। যাঁরা বর্তমানে এনপিএসের আওতায় আছেন তাঁরাও ইউপিএসে চলে আসতে পারবেন।

ইউপিএসের বৈশিষ্ট্য

- সরকারি কর্মীদের নিশ্চিত পেনশনের গ্যারান্টি।
- মৃত্যুর পর কর্মীদের নিশ্চিত পারিবারিক পেনশন।
- কর্মীদের ন্যূনতম ১০ হাজার টাকার পেনশন।
- পেনশন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সূচিত করা হবে যেভাবে কর্মীদের বেতন মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।
- ইউপিএসে কর্মীদের কন্ট্রিবিউশন ১০ শতাংশই রয়েছে।
- সরকারের কন্ট্রিবিউশন ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

কারা লাভবান হবেন?

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে আনুমানিক ২৩ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। রাজ্য সরকারের কর্মীরা এর আওতায় এলে সংখ্যাটি ৯০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। সার্বিকভাবে ২০০৪-এর এপ্রিলের পর যাঁরা সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার জন্য যোগ্য। যেসব কর্মচারী এনপিএসে যুক্ত তাঁরাও একবারই এই প্রকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ইউপিএসের কাঠামো

- কর্মজীবনের শেষ এক বছরের গড় মাসিক বেতনের (শুধুমাত্র বেসিক পে) ৫০ শতাংশ পেনশন পাবেন।
- ৫০ শতাংশ পেনশন পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৫ বছর কাজ করতে হবে। তার কম হলে সেই অনুপাতে পেনশনের হারও কমবে।
- পেনশনের সঙ্গে মহার্ঘভাতা (ডিআর বা ডিয়ারনেস রিলিফ) ও পাবেন কর্মীরা।
- পেনশনভোগীর মৃত্যু হলে পেনশনের ৬০ শতাংশ এবং ডিআর দেওয়া হবে তাঁর পরিবারকে।
- এই প্রকল্পের আওতায় যদি কেউ ১০ বছর চাকরি করার পর ছেড়ে দেন তবে তিনি ন্যূনতম মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন পাবেন।
- পেনশন ছাড়াও অবসর গ্রহণের সময় এককালীন টাকা পাবেন কর্মীরা। প্রতি ৬ মাস চাকরির জন্য এক মাসের বেতনের এক দশমাংশ যোগ করে তা অবসর গ্রহণের সময় দেওয়া হবে।

এনপিএস ও ইউপিএস

- ২০০৪-এর ১ জানুয়ারি চালু হয়েছিল এনপিএস (ন্যাশনাল পেনশন স্কিম)। এই প্রকল্প একটি ঐচ্ছিক সঞ্চয় প্রকল্প। এনপিএস তহবিলে কর্মীদের বেতনের একাংশ এবং নিয়োগকর্তার দেওয়া টাকা জমা হয়। ৬০ বছর বয়স হলে কর্মীরা মোট তহবিলের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত তুলে নিতে পারেন। বাকি ৪০ শতাংশ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হয় যাতে কর্মীরা মাসিক পেনশন পেতে পারেন।
- এনপিএসে পেনশনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে ইউপিএসে মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা রয়েছে।
- এনপিএসে ন্যূনতম পেনশন এবং পারিবারিক পেনশনের সুবিধা নেই। যা ইউপিএসে রয়েছে। এনপিএসের আওতায় কর্মীরা চাকরি বদলানোর পরেও অ্যাকাউন্ট চালিয়ে যেতে পারেন।
- এনপিএসে ৮০ সিসিডি ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। ইউপিএসে আয়কর ছাড় নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা আসেনি।
- এনপিএসে ডিয়ারনেস রিলিফ বা গ্র্যাচুইটির সুবিধা পাওয়া যায় না।
- এনপিএসের তহবিল ইকুইটি, ঋণপত্র এবং সরকারি সিকিওরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ইউপিএসের তহবিল প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র সরকারি সিকিওরিটিজে বিনিয়োগ করা হবে যা কম ঝুঁকির।
- এনপিএসে সরকারের কন্ট্রিবিউশন ১০ শতাংশ। অন্যদিকে, ইউপিএসে তা ১৮.৫ শতাংশ।

ওপিএস এবং ইউপিএস

২০০৪ পর্যন্ত ওপিএস চালু ছিল। এই ব্যবস্থা তুলে দিয়েই এনপিএস চালু করা হয়। ইউপিএসের সঙ্গে ওপিএসের মূল পার্থক্য হল—

- ইউপিএসে কর্মজীবনের শেষ এক বছরের গড় মাসিক বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, ইউপিএসে কর্মজীবনের শেষ মাসিক বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে পাওয়া যায়। ফলে ওপিএসে পেনশনের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ে বেশি হয়।
- ইউপিএসে কর্মীদের বেতনের ১০ শতাংশ জমা করতে হয় এবং সরকারের কন্ট্রিবিউশন ১৮.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ওপিএসে কর্মীদের কোনও টাকা জমা করতে হয় না। পুরো পেনশনের ব্যবস্থা করে সরকার। ওপিএসে কর্মীরা জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডে (জিপিএফ) যে টাকা জমান তা অবসরের সময়ে সুদ সহ ফেরত দেওয়া হয়।
- ইউপিএসে অবসর নেওয়ার সময়ে যে এককালীন টাকা পাওয়া যায় তা পেনশনের অঙ্কে কোনও প্রভাব ফেলে না। অন্যদিকে, এককালীন টাকা তুলে নিলে ওপিএসে পেনশনের অঙ্ক কমে যায়।
- ইউপিএসে ন্যূনতম পেনশন ১০ হাজার টাকা। কমপক্ষে ১০ বছর চাকরি করলেই এই অঙ্ক পেনশন হিসেবে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ওপিএসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পেনশন ৯ হাজার টাকা।

২০০৪-এ ওপিএস তুলে দেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য দাবি করে আসছিলেন সরকারি কর্মচারীরা। সেই ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল। কয়েকটি রাজ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে। এমন আবহে মোদি সরকারের ইউপিএস বড় মাস্টার স্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে। তিনটি পেনশন প্রকল্পের পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, ওপিএস এখনও বাকি দুই প্রকল্পের থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে। অন্যদিকে এনপিএসের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে ইউপিএসে। ওপিএসের মতো ইউপিএসকে এখনও ডিফল্ট পেনশন প্রকল্প করেনি সরকার। তবে ইউপিএস-কে বর্তমান চালু থাকা এনপিএসের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি কোনও কর্মচারী এনপিএসে থাকতে চান তবে থাকতে পারবেন। এনপিএস থেকে ইউপিএসে যাওয়ার একবার মাত্র সুযোগ পাবেন কর্মীরা। ওপিএস ফিরিয়ে আনার দাবি তীব্র হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা ফিরিয়ে আনার কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। পেনশন বিতর্ক কমাতেই আনা হয়েছে ইউপিএস। যাকে এক কথায় বলা যায় এনপিএসের অনেক উন্নত একটি সংস্করণ যাতে ওপিএসের মতো অনেক সুবিধাই পাবেন সরকারি কর্মচারীরা।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ব্যাংক অফ বরোদা

- **সেক্টর :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক
- **বর্তমান মূল্য :** ২৫০ টাকা
- **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৮৮/৩০০
- **মার্কেট ক্যাপ :** ১,২৯,৩৩৫ কোটি
- **বুক ভ্যালু :** ২৩১
- **ফেস ভ্যালু :** ২
- **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৩.০৪
- **ইপিএস :** ৩৬.৯৫
- **পিই :** ৬.৭৭
- **সেক্টর পিই :** ১১.৭১
- **আরওসিই :** ৬.৩৩
- **আরওই :** ২০.৮
- **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে
- **টার্গেট :** ৩০০

একনজরে

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ব্যাংক অফ বরোদার নিট মুনাফা ৬.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭২৭.৮১ কোটি হয়েছে। মোট আয় ৫.১৮ শতাংশ বেড়ে ১২৫৬০.৫৩ কোটি টাকা হয়েছে।
- ব্যাংক অফ বরোদার দেওয়া ঋণ বার্ষিক ১৩ শতাংশ এবং ব্যাংকটিতে জমার পরিমাণ বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ফলে সিডি রেশিও ৮০.৩ শতাংশ এবং এলসিআর ১২১ শতাংশ হয়েছে।
- বিগত পাঁচ বছরে সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধি প্রায় ৭৫ শতাংশ সিএজিআর-এ হয়েছে। যা আগামীদিনেও বজায় থাকতে পারে।
- ব্যাংক অফ বরোদা গড়ে ১৯ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড দেয়।
- দেনা ব্যাংক, বিজয়া ব্যাংক এই ব্যাংকের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর ব্যাংক অফ বরোদা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পরিণত হয়েছে।
- ব্যাংক অফ বরোদার দেশে ৮১৬৮টি শাখা এবং ১১৪৭৫টি এটিএম রয়েছে। বিদেশে ৯৪টি শাখা রয়েছে। ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, কেনিয়া, মালয়েশিয়া সহ ১৭টি দেশে শাখা রয়েছে এই ব্যাংকের।
- ব্যাংক অফ বরোদার পিই রেশিও মাত্র ৬.৭৭, যেখানে এই সেক্টরের পিই রেশিও ১১.৭১।
- ব্যাংক অফ বরোদায় ৬৩.৯৭ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। বিদেশি এবং দেশি সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৪৫ শতাংশ এবং ১৬.০৩ শতাংশ শেয়ার।
- চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে অনাদায়ি ঋণের অঙ্ক ২ শতাংশ কমেছে। অনাদায়ি ঋণ কমানোর হার আগামীদিনে আরও কমানোর লক্ষ্য নিয়েছে ব্যাংকটি।
- প্রভুদাস লীলাধর, মতিলাল অসওয়াল, আনন্দ রাঠি, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সব আশঙ্কা তুড়ি মেরে উড়িয়ে ফের সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছোল ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি মাসের শেষ লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ৮২,৬৩৭.০৩ এবং নিফটি ২৫,২৬৮.৩৫ পয়েন্টে পৌঁছে এই নজির গড়েছে। মাসের শেষে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৮২,৩৬৫.৭৭ পয়েন্ট এবং নিফটি থিতু হয়েছে ২৫,২৩৫.৯০ পয়েন্টে। দুই সূচকই এই নিয়ে টানা তিন সপ্তাহ এবং টানা তিন মাস উঠল। এই সপ্তাহে ১.৬ শতাংশ এবং অগাস্টে প্রায় ১ শতাংশ উঠেছে দুই সূচক সেনসেক্স এবং নিফটি। নজির গড়ার পথে নিফটি টানা ১২টি লেনদেনের দিনে উঠেছে, যা নজিরবিহীন।

সূচকের এই নজিরবিহীন উত্থানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা সহ আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার। ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির পরবর্তী বৈঠক হবে ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানো হতে পারে। বর্তমানে আমেরিকায় সুদের হার ৫.২৫-৫.৫০ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে ০.২৫-০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার কমানো হতে পারে। গত সপ্তাহে জ্যাকশন হোল বক্তৃতায় সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরেমি পাওয়েল। তাই সুদের হার কমার জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। যা চাঙ্গা করেছে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারকেও।

আমেরিকায় সুদের হার কমলে এমপিসির পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে রেপো রেট কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাংকও। জুলাইয়ে মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ৩.৫৪ শতাংশে। যা গত ৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ফলে রেপো রেট কমার সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। অক্টোবরে বৈঠকে বসবে এমপিসি। সেই বৈঠকে ০.২৫-০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত রেপো রেট কমানো হতে পারে। এই আশায় ভর করে ভারতীয় শেয়ার বাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এতে মদত দিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও। অগাস্টের প্রথমার্ধে টানা শেয়ার বিক্রি করলেও শেষ অর্ধে ফের তারা ক্রেতার ভূমিকায়। অন্যদিকে সারা মাস জুড়েই ক্রেতার ভূমিকা পালন করে এসেছে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি। এই প্রবণতা বজায় থাকলে আরও অনেক রেকর্ড ভাঙা-গড়া চলবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

শুক্রবার জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম অর্থাৎ এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। গত অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৮.২ শতাংশ। গত পাঁচটি কোয়ার্টারের মধ্যে এই কোয়ার্টারের জিডিপি বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন হলেও তা প্রত্যাশিত হওয়ায় এর বড় কোনও প্রভাব পড়বে না শেয়ার বাজারে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইজরায়েল-ইরান সংঘাত কোনদিকে মোড় নেয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

টেকনিকালি আগামী সপ্তাহে নিফটি ২৫,৫০০ পয়েন্টের দিকে দৌড় শুরু করতে পারে। সাপোর্ট থাকবে ২৫,০০০ লেভেল। ২৫,০০০-এর নীচে গেলে ধাক্কা খেতে পারে নিফটি। সূচক সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকবে, আসবে মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকও। খুচরো লগ্নিকারীদের তাই বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যদিকে, সোনা-রুপোর দাম একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আগামী উৎসবের মরশুমে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই মূল্যবান ধাতুগুলির দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **মাজাগাঁও ডক :** বর্তমান মূল্য-৪২৪১.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮৬০/১৭৪২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪০০০-৪১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৫৫৪৫, টার্গেট-৫৫০০।
- **কির্লোস্কর অয়েল :** বর্তমান মূল্য-১৩৩৪.৩৫ এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪৫০/৪৬৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১২৭৫-১৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৩৫৯, টার্গেট-১৪৮০।
- **মহা সিমলেস :** বর্তমান মূল্য-৬৭১.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৯৭/৫১২, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৬২৫-৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯০০৩, টার্গেট-৯৬০।
- **পিএনসি ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৪৪৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৭৫/৩১০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪৩০-৪৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫৩৫, টার্গেট-৫২৫।
- **ডিসিবি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১২২.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৩/১১০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১০-১১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৫৩, টার্গেট-১৬৫।
- **ভারত ফোর্জ :** বর্তমান মূল্য-১৫৮৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮০৪/১০০২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৩৮৮৮, টার্গেট-১৭৫০।
- **স্টারলাইট টেক :** বর্তমান মূল্য-১৩১.৬৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৯/১০৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৪২১, টার্গেট-১৮৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

সর্বকালীন উচ্চতা ভাঙা নিফটির কাছে খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে

বোধিসত্ত্ব খান

বার বার উত্তরণেও ভারতীয় শেয়ার বাজার ক্লান্ত হচ্ছে না। মাঝেমাঝে যেন একটু বিশ্রাম নিয়ে নেওয়া। যখন কোনও একটি সেক্টরের কোম্পানিগুলির গতি স্তিমিত হয়ে যায়, তখন অন্যান্য সেক্টর তার হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে এগিয়ে চলে। আইপিওগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। লস মেকিং কোম্পানিগুলির প্রতি মানুষের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভ্যালুয়েশন নিয়ে মানুষের কোনও মাথাব্যথা আদৌ আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রাইস টু বুক, প্রাইস টু আর্নিং, ইভি টু এবিট—মানুষ তাকাচ্ছে না। কেবলমাত্র ভবিষ্যতে একটি কোম্পানি দারুণ লাভ করবে, মার্কেট শেয়ার বাড়বে, নতুন ব্যবসাতে ঢুকবে--এসব স্বপ্নেই মানুষ বিভোর।

বিগত ১৫ মাসের মধ্যে জিডিপি নেমে দাঁড়াল ৬.৭ শতাংশে

এমএসসিআই ইন্ডেক্সে বেশ কিছু পরিবর্তনের ফলে নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বেশ কিছু কোম্পানির শেয়ার। যে কোম্পানিগুলি এই ইন্ডেক্স থেকে বেরিয়ে আসতে চলেছে তাতে ভালো সংশোধন এসেছে শুক্রবার। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতে, এমএসসিআই ইন্ডেক্সে পরিবর্তন এলে ভারতে বিভিন্ন কোম্পানিতে নতুন করে আনুমানিক ৪৬,০০০ কোটি টাকার ওপর বিনিয়োগ হতে পারে। এমএসসিআই বলেছে যে, এইচডিএফসি ব্যাংকের ওয়েটেজ বৃদ্ধি হতে পারে এইসময়ে। নতুন সাতটি শেয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে এই ইন্ডেক্সে। এই ইন্ডেক্সে ভারতের ওয়েটেজ যেখানে ১৯.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৮ শতাংশ হবে, সেখানে চায়নার ওয়েটেজ ২৪.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে হবে ২৪.২ শতাংশ। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি এই ইন্ডেক্সে ঢুকবে তার মধ্যে রয়েছে ডিক্সন টেকনলজি, ভোদাফোন আইডিয়া, জাইডাস লাইফসায়েন্স, অয়েল ইন্ডিয়া, আরভিএনএল, প্রেস্টিজ এস্টেটস, ওরাকেল ফিন্যান্সিয়াল প্রভৃতি। এছাড়া এমএসসিআই ডোমেস্টিক স্মলক্যাপ ইন্ডেক্স যে ভারতীয় শেয়ারগুলিকে ঢুকিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল বাজাজ হিন্দুস্তান, আইনক্স গ্রিন এনার্জি প্রভৃতি। যে শেয়ারগুলি এই ইন্ডেক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে পিবি ফিনটেক, ফিনিক্স মিলস, আইআরইডিএ।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সম্প্রতি ৪৭তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে কর্ণধার মুকেশ আম্বানি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১ঃ১ অনুপাতে বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছেন। তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছেন নিউ এনার্জি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবসার ওপর। এই নতুন এনার্জি ব্যবসার জন্য ৫টি গিগা ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ করেছেন উনি। এই গিগা ফ্যাক্টরিগুলি তৈরি করবে সোলার ফোটোভোলটেক মডিউল, অ্যাডভান্সড এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারিজ, ইলেক্ট্রোলাইজার, ফুয়েল সেলস, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স। সোলার পিভি মডিউল তৈরি করে ২০৩০-এর মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট সোলার এনার্জি তৈরি করার উদ্দেশ্য রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের।

অ্যাডভান্সড ব্যাটারির মোট বার্ষিক ক্যাপাসিটির লক্ষ্য রয়েছে ২০ গিগাওয়াট পাওয়ার। এছাড়া লিথিয়াম আয়ন ফসফেট ব্যাটারি এবং সোডিয়াম আয়ন সেল তৈরির ব্যবস্থাও থাকছে। ইলেক্ট্রোলাইজার ব্যবহার করা হবে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন করার ক্ষেত্রে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণার মধ্যে রয়েছে কার্বন ফাইবার কারখানা। এই কার্বন ফাইবার কাজে লাগে স্পেসশিপ এবং এরোপ্লেনের বহির্ভাগ তৈরি করার জন্য।

নিফটি সর্বকালীন উচ্চতায় উঠলেও সব কোম্পানির শেয়ারই যে ভালো করছে এমনটি নয়। ভারতের জিডিপি বিগত পাঁচটি কোয়ার্টারের মধ্যে এবার সর্বনিম্ন এবং তা দাঁড়িয়েছে ৬.৭ শতাংশে। প্রথম কোয়ার্টার ফিসকাল ইয়ার ২৫-এ রিয়েল জিভিএ বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড দাঁড়িয়েছে ৬.৮ শতাংশ (এপ্রিল-জুন কোয়ার্টার)। এইসময় বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হওয়া দেশ হল ভারত। ভারতের কনজাম্পশনের প্রতি আগ্রহ কিন্তু দিনের পর দিন কমছে। যদিও ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কিন্তু ৭ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি ৪ শতাংশের নীচে এলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই নতুন কোনও পদক্ষেপ করে কিনা তা দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ফিরে এসো সুনীতা

কল্পনার পরিণতি চায় না বিশ্ব

অনিমেষ দত্ত

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। আমেরিকার পাশাপাশি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে বড়ই দুঃখের দিন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকা নিবাসী কল্পনা চাওলা চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কুখ্যাত 'কলোম্বিয়া ডিজাস্টার' কল্পনার পাশাপাশি আরও ছয়জন ক্রু মেম্বারের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল।

আরও পিছনে চলে যাওয়া যাক। ১৯৮৬। মারাদোনার আর্জেন্টিনা তখনও বিশ্বকাপ ট্রফি ঘরে তোলেনি। তার আগেই ২৮ জানুয়ারি স্পেস শাটল 'চ্যালেঞ্জার' দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাণ হারান সাতজন ক্রু মেম্বার।

এতদিন পরে ঘটনা দুটি উল্লেখ করার একটাই কারণ- সুনীতা উইলিয়ামস।

মহিনের ঘোড়াগুলি যখন 'আবার বছর কুড়ি পর' ফিরে এল তাদের 'ঘরে ফেরার গান'-এর ডালি নিয়ে, ঠিক সেই দশকে মার্কিন মুলুকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা ডাক পেয়েছিলেন সেদেশের মহাকাশ সংস্থা নাসায়। এর কয়েক বছর পরেই তিনি পাড়ি দেন মহাকাশে।

সম্প্রতি এই নামটি আবার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি এখন এমনভাবে মহাকাশে 'আটকে' রয়েছেন, যেখান থেকে ফিরব বললেও ফেরা সম্ভব হচ্ছে না।

চলতি বছর ৫ জুন মহাকাশযান বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনার ক্যাপসুলে চড়ে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের (আইএসএস) উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন সুনীতা এবং তাঁর মিশন-সঙ্গী বুচ উইলমোর।

ওই দুই নভশ্চর যখন আইএসএসে পৌঁছান, ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন অনুভূতি ছিল তাঁদের? সুনীতার নাচের ভিডিওটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বরং নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিন।

একসময় মার্কিন নৌসেনায় কর্মরত সুনীতার দু'বার মহাকাশ অভিযান হয়ে গিয়েছে। মহিলা মহাকাশচারীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তাঁর রেকর্ড অক্ষুণ্ণ। সুনীতা মোট ৩২২ দিন কাটিয়েছেন মহাকাশে, পদচারণা করেছেন প্রায় ৫০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। তাহলে এবারের যাত্রায় বিশেষত্বটা ঠিক কী ছিল?

বেড়াতে যাবেন জিজ্ঞেস করলেই ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির উত্তরটা 'হ্যাঁ' ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এমন হয়, মহাকাশে বেড়াতে যাবেন? তখন মনের মধ্যে পালটা প্রশ্ন জন্মাবে, এমনটাও আবার হয় নাকি? সেটাই ছিল এই অভিযানের বিশেষত্ব।

আগের দশকেই বাণিজ্যিকভাবে সর্বসাধারণের মহাকাশ সফরের জন্য যৌথভাবে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল ওই বেসরকারি সংস্থা এবং নাসা। তবে পকেটে ভালো মতো রেস্ত থাকাটা আবশ্যক। ঠিক হয়েছিল, যে যানটিতে মহাকাশ সফর হবে, তার পাইলট হবেন সুনীতা উইলিয়ামস।

এরপর সুনীতা ও বুচকে প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে আইএসএসে পাঠানো হয়। কিন্তু ফেরা হল কই! যে যানটিতে চেপে বুচ এবং সুনীতা আইএসএসে গিয়েছিলেন, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সেটি যায় বিগড়ে। নাসা জানায়, হিলিয়াম গ্যাস লিক হচ্ছে। এরপরেই বিশ্বজুড়ে হইহই পড়ে যায়। এবছর আর সুনীতাদের ফেরা হবে না। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্টারলাইনের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের কাজ চললেও স্পেস এক্সের 'ক্রু-৯' মিশনের মাধ্যমেই নভশ্চরদের ফেরানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বরে দুজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে ওই মহাকাশযানটির আইএসএসের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা।

প্রাক্তন নভশ্চর বিল নেলসন, যিনি আগের দুটি দুর্ঘটনার তদন্তে ছিলেন, তিনিও সম্প্রতি সুনীতা, বুচকে নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, স্পেসফ্লাইটে রিস্ক অনেক বেশি। পরীক্ষামূলক ফ্লাইটও নিরাপদ নয়। বিজ্ঞানীরাও বারবার সতর্ক করেছিলেন, স্পেসফ্লাইট ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করা আরও বেশি ঝুঁকির কাজ।

সম্প্রতি ভারতের মহাকাশ সংস্থা ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথও একই রকম ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এবছর ৫ জুনের আগে আরও দু'বার ওই মহাকাশযানটি স্পেস স্টেশনে পাঠানোর প্রচেষ্টা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ৬ মে স্টারলাইন মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই বিলম্ব ঘটে। শেষমেশ ৫ জুন পাড়ি দেন সুনীতারা।

জানা যাচ্ছে, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর সুনীতা এবং বুচকে ছাড়াই স্টারলাইনার পৃথিবীতে ফেরত আনা হবে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুস্তি শুরু করে দিয়েছে নাসা এবং বোয়িং। আইএসএসে জীবনধারণের সমস্ত বন্দোবস্ত রয়েছে। তবুও যেখানেই থাকা হোক না কেন, মন চায় ফিরে আসতে। আপাতত সেই ফিরে আসার দিনটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে সুনীতাদের।

১৯৮৬ কিংবা ২০০৩ আর দেখতে চায় না বিশ্ববাসী। সমাজমাধ্যমে অনেকেই লিখছেন, বাণিজ্যিক মহাকাশ সফরের জন্য যদি আরও কয়েকবছর অপেক্ষা করতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তা যেন কারও মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে না হয়। তাই ফিরে এসো সুনীতা। এখনও অনেক কাজ বাকি। বিশ্ববাসী তোমাদের অপেক্ষায়।

রক্তে কমছে লোহিতকণিকা

মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। দিন দশেকের জন্য মহাকাশ সফরে গিয়ে তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে পড়তে হয়েছে। কারণ, মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটি। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির আগে সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরা হচ্ছে না। মহাকাশযানে সমস্যা হলে ঝুঁকি না নিয়ে মহাকাশচারীদের মহাকাশ স্টেশনে রেখে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স-এর ড্রাগন ক্যাপসুলে করে সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

যদিও সময় যত এগোচ্ছে, বাড়ছে আশঙ্কা। দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে আটকে থাকায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে সুনীতা ও বুচের। কিন্তু নাসার দাবি, সুনীতা এবং বুচের প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে খাবারদাবার কিংবা অক্সিজেন কিছুরই অভাব হবে না। দীর্ঘদিন থাকার মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে রয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ব্যবস্থাও অটুট। সম্প্রতি পণ্যবাহী দুটি মহাকাশযান আইএসএস-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে একটিতে '৮,২০০ পাউন্ড খাদ্য, জ্বালানি ইত্যাদি' এবং অপরটিতে 'তিন টন অন্যান্য পণ্য' রয়েছে। তাই দুম করে কোনও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা সুনীতাদের নেই।

তার পরেও অবশ্য উদ্বেগ কমছে না। মহাকাশে শরীরের ওপর অভিকর্ষের নিরবচ্ছিন্ন টান না থাকায় মানুষের শরীরে পেশি ও হাড়ের ঘনত্ব দ্রুত কমতে থাকে। দু'সপ্তাহ পরেই পেশির ঘনত্ব ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ছয় মাস থাকলে তা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

এছাড়া মহাকাশে থাকলে দ্রুত হারে কমতে থাকে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ। সেক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে রক্তাল্পতার মতো শারীরিক সমস্যার। যাকে 'স্পেস অ্যানিমিয়া' বলে। গবেষণা বলছে, মহাকাশে থাকাকালীন নভশ্চরদের প্রতি সেকেন্ডে ২ লক্ষের বদলে ৩ লক্ষ লোহিতকণিকা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দরকার হয় নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার, ঘুম এবং শরীরচর্চা। নাসা জানিয়েছে, হাড় ও পেশির ক্ষয় রুখতে প্রতিদিন নিয়ম করে কয়েক ঘণ্টা ব্যায়াম করছেন সুনীতারা। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ঘুমোচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের ওজন যাতে কমে না যায় তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে পুষ্টিকর খাবার ও পানীয়ের।

নাসা জানিয়েছে, ঘোষিত সফর যত ছোটই হোক, দীর্ঘদিন থাকার প্রস্তুতি নিয়েই মহাকাশচারীরা মহাকাশে যান। খাবারদাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রামের বন্দোবস্তও সেখানে থাকে। শূন্য মাধ্যাকর্ষণের জন্য মেঝে, ছাদ বা দেওয়াল যে কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারেন তাঁরা। ঘুমের জন্য থাকে ফোন বুথের মতো স্লিপিং স্টেশন, যাতে বালিশ ইত্যাদি থাকে।

আইএসএস-এ একটি জিম রয়েছে, যার নাম অ্যাডভান্সড রেজিস্টিভ এক্সারসাইজ ডিভাইস (এআরইডি), যেখানে পেশি ও ঘনত্ব বজায় রাখতে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো নিয়মিত শরীরচর্চা (স্কোয়াট, ডেডলিফট, বেঞ্চ প্রেস ইত্যাদি) করছেন সুনীতারা। স্পেস স্টেশনে রয়েছে শাকসবজি ও ফুলের বাগান। পরীক্ষামূলক বাগান পরিচর্যার মাধ্যমে অনেকটা সময় কাটছে সুনীতাদের।

তবে তার পরেও নাসার প্রশাসক বিল নেলসন স্বীকার করে নিয়েছেন, সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থাতেও মহাকাশ অভিযান এবং স্পেস স্টেশনে থাকা অবশ্যই ঝুঁকির ব্যাপার। ফলে সুনীতাদের সঙ্গে অডিও ও ভিডিও কলে এবং ই-মেলের মাধ্যমে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখা হয়েছে এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে।

সুনীতাদের পৃথিবীতে ফিরে আসার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তাঁর মা বনি পাণ্ড্য। তিনি জানিয়েছেন, চিন্তার কিছু নেই। সুনীতা ঠিকই ফিরে আসবে। তাঁর কথায়, 'মেয়ে যেখানে আছে ওটাই ওর সবথেকে ভালো থাকার জায়গা। গত ২০ বছর ধরে মহাকাশচারী হিসাবে কাজ করছেন সুনীতা। জানি কী কী ঘটে এবং ঘটতে পারে। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার কথাও হয়েছে। ও দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছে। জানি ও ঠিকভাবেই ফেরত আসবে। ফেরানোর জন্য যে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে না, সেটাই সবচেয়ে স্বস্তির।'

সারমেয়রা সাড়া দেবে সাউন্ডবোর্ডে

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

বাড়িতে থাকা পোষ্যটিকে আর অঙ্গভঙ্গি করে কমান্ড বোঝাতে হবে না। এক সুইচেই সে বুঝে যাবে তাকে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সে নিজেও নির্দিষ্ট সেই বোতাম টিপে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে সে এখন কী চায়। কুকুরপ্রেমীদের জন্য এই সুখবর। এবার মানুষের সঙ্গে কুকুরদের সংযোগ স্থাপন করবে সাউন্ডবোর্ড। দূর হবে কমিউনিকেশন গ্যাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ। সম্প্রতি এক মার্কিন গবেষণা এমনটাই জানাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে? আর এই বিষয়টিই বা কী? আগে থেকে রেকর্ড করা কিছু কথা বা বাক্যাংশ যেই না সাউন্ডবোর্ডে বেজে উঠবে অমনি সাড়া দেবে আপনার প্রিয় পোষ্যটি। তবে তার জন্য তাকে দিতে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে জনপ্রিয় বান্নি-কে (দ্য টকিং ডগ) এই সাউন্ডবোর্ড যন্ত্রটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

এই গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তৈরি হয়েছে একটি 'পুশ-বাটন' যন্ত্র। সাউন্ডবোর্ডে থাকা এক-একটি সুইচ বা বাটনে থাকবে ভিন্ন বার্তা বা কমান্ড। কুকুরেরা এক-একটি বোতাম টিপে বুঝিয়ে দিতে পারবে তাদের প্রয়োজনীতা। 'এই আবিষ্কারটির মধ্যে দেখানো হচ্ছে যে, কুকুরেরা প্রথমে সাইনবোর্ডের কমান্ডগুলিকে মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। তারপর তারা সেই সংকেতে প্রাকৃতিকভাবেই সাড়া দেয়। যে বা যাঁরা (গবেষক/প্রাণীর মালিক) এই সংকেতটি সাউন্ডবোর্ডে আগে থেকে রেকর্ড করে রাখবেন তাঁরাও সহজে বুঝতে পারেন তাঁর পোষ্যটি এই মুহূর্তে ঠিক কী চাইছে।' এমনটাই বলছেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকফ্রেডেরিকো রসানো। তিনিই এই নজরকাড়া গবেষণাটি পরিচালনা করছেন।

কী এই সাউন্ডবোর্ড

সাউন্ডবোর্ড হল অনেকগুলি বোতাম বা সুইচ যুক্ত একটি বোর্ড বিশেষ। যার প্রতিটি বোতামে ভিন্ন এবং নির্দিষ্ট একটি করে কমান্ড থাকে। কমান্ড বা বার্তাগুলি একটি শব্দ বা বাক্যাংশ হতে পারে। সেগুলি বেজে উঠলেই কুকুরেরা কমান্ড শুনে সেই মতো সাড়া দেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কুকুররা কি সত্যি এই যন্ত্রের শব্দগুলিতে সাড়া দিচ্ছে নাকি তাঁদের মালিকের অঙ্গভঙ্গি দেখে প্রাকৃতিক উপায়েই তাদের ভাব ব্যক্ত করছে। রসানো এবং তাঁর সহকর্মীরা 'প্লস ওয়ান' নামের একটি জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। সেখানেই তাঁরা বলেছেন যে, মোট ৫৯টি কুকুর নিয়ে দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে এই সাউন্ডবোর্ডের গবেষণাটি করা হয়। প্রথমটি ছিল কিছুটা এরকম। সাউন্ডবোর্ডের যে সুইচগুলি 'খিদে পেয়েছে', 'বাইরে খেলতে যেতে চাই', 'খেলনা দাও', 'রাতের খাবার সময় হয়েছে' ইত্যাদি মনোভাব ইঙ্গিত করে, সেই সুইচগুলিকে একজন গবেষক রঙিন স্টিকারে মুড়ে দেন। তারপর অপর এক গবেষক, যিনি জানেন না কোন সুইচে কোন শব্দ বা বাক্যাংশ আছে, তিনি আপন মনেই যে কোনও সুইচ টিপতে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকা সারমেয়টি কী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তাও রেকর্ড করে রাখা হয়।

এবার পরীক্ষাটি করা হয় কুকুর এবং তাদের মালিকদের সঙ্গে। প্রথমে মালিকরা সাউন্ডবোর্ডে থাকা সুইচগুলি টিপলে তাঁর পোষ্যটি কেমন আচরণ করে তা দেখেন। আবার পরে সাউন্ডবোর্ড ব্যবহার না করে যখন তাঁরা নিজেরাই শব্দগুলি (খাবার সময় হয়েছে, বাইরে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি) আওড়াতে থাকেন তখন সারমেয়টি কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাও খেয়াল করেন। এই দুই ক্ষেত্রেরই ফলাফলের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়।

খেলা সংক্রান্ত বোতামটি চাপা হলে কুকুররা সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। যা তাদের স্বাভাবিক আচরণের থেকে প্রায় সাতগুণ বেশি। অন্যদিকে, খাবার সংক্রান্ত সুইচটির শব্দে তাদের তেমন উত্তেজনা দেখা যায় না।

এবার নিরীক্ষণ শুরু হয়েছে, কুকুরেরা নিজেদের ভাব প্রকাশে সঠিক সময় এই যন্ত্রের সঠিক বোতামটি চাপতে পারবে কি না। পাশাপাশি অন্যান্য বিজ্ঞানীমহল থেকে মন্তব্য উঠছে, এই গবেষণাটি শুধুমাত্র তিনটি পরিচিত শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার মধ্যে কুকুরেরা দুটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। তাঁদের মতে, গবেষণার পরিসর আরও বৃদ্ধি পেলে তবে এটি বড় একটি মাত্রা পাবে। তবে সংশ্লিষ্ট গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, এই উদ্ভাবনা শুধুমাত্র কুকুরদের ভাষা বা ভাবের গভীরতা বুঝতেই সাহায্য করবে না। মানুষের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন ও সখ্য তৈরিতে সহায়তা করবে।

রংয়ের খেলা।। *পাহাড়ি পথে নীল-সাদা-সবুজের মেলা। শনিবার অ্যানি মিত্রের ক্যামেরায়।*

স্বীকৃতিহীন পর্যটন ব্যবসায় কড়াকড়ি

পরিষেবার মানোন্নয়নে বাংলার পথে সিকিম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : সরকারি নিয়ম মেনে কেউ জিএসটির টাকা গুনছেন, কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র ফেসবুক ব্যবহার করে ব্যবসায় মুনাফা লুটছেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে পর্যটন মহলে। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে তৎপর হল প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন। সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া পর্যটন ব্যবসা করা যে যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিল সিকিম সরকার। তবে শেষ সুযোগ হিসেবে নাম নথিভুক্তির জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় যে জরিমানার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাও সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে পর্যটন ব্যবসায় কড়া পদক্ষেপ সিকিমের। সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া এখন থেকে আর কেউ পাহাড়ি রাজ্যটিতে পর্যটন ব্যবসা করতে পারবেন না বলে কার্যত স্পষ্ট করে দিল প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন। পর্যটন মরশুমে গাড়ি থেকে হোটেল ভাড়া, পর্যটনের নানা ক্ষেত্রে বিস্তর অভিযোগ ওঠে সিকিমে। বেআইনিভাবে চড়া ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ পৌঁছায় পর্যটনমন্ত্রকেও, যা নিয়ে মন্ত্রকের তরফে সিকিমকে সতর্কও করা হয়। কিন্তু গাড়িচালকদের সংগঠনগুলিকে সতর্ক করার বাইরে তেমন কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি সরকার। কারণ সিংহভাগ চালক এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীর পর্যটন স্বীকৃতি সংক্রান্ত নথি না থাকায় বা তাঁদের নাম পর্যটন ব্যবসায়ী হিসেবে নথিভুক্ত না থাকায় সরকারের তা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না।

পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'অনেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পাওয়া না যাওয়ায় পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে না। তাছাড়া নথিভুক্ত না থাকায় আমাদের তরফেও পদক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।'

এরপরই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে পর্যটন ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্তির ওপর জোর দেয় প্রেমসিং তামাংয়ের সরকার। সরকারি তরফে নাম নথিভুক্তি শুরু হয়। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাকে অনেকেই তেমন আমল দেয়নি বলে অভিযোগ। কিন্তু রাজ্যে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর কোনও রেয়াত করতে চাইছে না সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা। তাই এবার শেষ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুধু ট্যুর অপারেটর নয়, হোটেল ব্যবসায়ী, পরিবহণ ব্যবসায়ী, হোমস্টে মালিক, পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সিকিমের তরফে।

> নাম নথিভুক্তির ফলে অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই পর্যটনে মানোন্নয়নে জোর দেওয়া যাবে।
>
> **বিজেতা ছেত্রী,** *অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সিকিম পর্যটন দপ্তর*

সিকিমের পর্যটন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (হসপিটালিটি অ্যান্ড হোমস্টে) বিজেতা ছেত্রীর বক্তব্য, 'নাম নথিভুক্তির ফলে অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই পর্যটনে মানোন্নয়নে জোর দেওয়া যাবে।'

পশ্চিমবঙ্গের তরফেও পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্তি শুরু হয়েছে। সরকারি তরফে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ককে। সংগঠনটির তরফে ইতিমধ্যে সবমিলিয়ে চারটি শিবির করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এরাজ্যের তরফে শেষ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

জেলার খেলা

ফ্রেন্ডশিপ কাপ

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি থানা পর্যায়ের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। তারা ফাইনালে ২-১ গোলে সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করে ফাইনালের সেরা ময়নাগুড়ির দোলন রায়। সাপ্টিবাড়ির গোলস্কোরার মিঠুন রায়। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ডুয়ার্স কন্যা। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে লক্ষ্মীরহাট মিলন সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা গোলদাতা রুমা রায়। প্রতিযোগিতার সেরা ডুয়ার্সের কাকলি রায়। সেরা গোলরক্ষক লক্ষ্মী রায়।

কোয়ার্টারে বুবাই

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল দক্ষিণ মৌয়ামারির বুবাই একাদশ। শনিবার তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে মালবাজার ফুটবল ক্লাবকে। বুবাইয়ের সন্দীপ সাহা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলস্কোরার সাগর ওরাওঁ। মালবাজারের গোলটি উত্তম মজুমদারের। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে গুড মর্নিং ক্লাব মুখোমুখি হবে গয়েরকাটা ব্ল্যাক প্যান্থারের।

ডুয়ার্স কাপ

লাটাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল লাটাগুড়ি একাদশ। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে চালসা চা বাগানকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। সোমবার শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে গেন্দ্রাপাড়ার উত্তম একাদশ ও হাজার চৌষট্টি ছাওয়াফুলি বনবস্তি একাদশ।

সেরা মান্তাদাড়ি

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : আন্তঃস্কুল জওহরলাল নেহরু কাপ হকিতে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে মান্তাদাড়ি হাইস্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৬-০ গোলে তারা হারিয়ে দেয় জল্পেশ হাইস্কুলকে। আকাশ রায়,পলাশ রায় ও রাকেশ রায় জোড়া গোল করে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে জল্পেশ এল-কে হারিয়ে মান্তাদাড়ি হাইস্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়।

সেমিতে মেয়েরা

নাগরাকাটা, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি থানা পর্যায়ের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নাগরাকাটা থানার মেয়েদের দল। শনিবার সুলকাপাড়া মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে নাগরাকাটা ১-০ গোলে হারায় মেটেলি থানাকে। বিপাশা ওরাওঁ গোল করেন। রবিবার ছেলেদের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে নাগরাকাটা ও মেটেলি থানা।

ফাইনালে ইয়ং

জলপাইগুড়ি ৩১ অগাস্ট : রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের কৃষ্ণকুমার কল্যাণী ও মহেন্দ্র প্রসাদ (চাচা) ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠেছে আয়োজকরা। শনিবার টাউন ক্লাব মাঠে সেমিফাইনালে ইয়ং ২-০ গোলে চাচা ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছে। রবিবার ফাইনালে আয়োজকরা মুখোমুখি হবে বামনপাড়া যুবক সংঘের।

ফাইনালে বিমান

ময়নাগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : বাংলার ঝাড় পল্লি সংঘের ফুটবলে ফাইনালে উঠল রামশাই মাকানির ঘাট বিমান সংঘ। শনিবার সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে বাগজান আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগারকে। ৬ সেপ্টেম্বর ফাইনালে খেলবে ভুজারিপাড়া ব্রাইটের বিরুদ্ধে।

জয়ী শিলিগুড়ি

ক্রান্তি, ৩১ অগাস্ট : ক্রান্তি প্রোগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের ডুয়ার্স ফুটবলে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে ঘোষপুকুরের কমলা সংঘের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা পুলিশের গোলরক্ষক নীরজ সাহানি।

মাঠে ফের খণ্ডযুদ্ধ, দর্শকদের মার ফুটবল সচিবকে

রণক্ষেত্র টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা ঘিরে ফের রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। মাঠের ভিতর যেমন আক্রান্ত হলেন রেফারিরা তেমনই

> কয়েকদিন আগেও মাঠে গণ্ডগোল হয়েছে। এবার রেফারিরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।
>
> **প্রধান হেমব্রম,** *সভাপতি জলপাইগুড়ি রেফারি অ্যাসোসিয়েশন*

'ফুটবল গুন্ডা'দের হাত থেকে রেহাই পেলেন না আয়োজক রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা। প্রহৃত হলেন ফুটবল সচিব লিটন বিশ্বাস। পরিস্থিতি সামাল দিতে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা থেকে আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মাঠে ঢুকে উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের বের করে দেয়।

রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার ছিল কৃষ্ণকুমার কল্যাণী ও মহেন্দ্র প্রসাদ ট্রফির সেমিফাইনাল। খেলায় ইয়ং দল ২-০ গোলে জয়ী হয়। খেলা শেষ হওয়ার পর রেফারি প্রসেনজিৎ রায়, কামুল হক, শুভজিৎ দাস রায় ও লিপেশ রায়কে লক্ষ্য করে স্টেডিয়ামের দর্শকাসনে থাকা একদল মানুষ ক্রমাগত জলের বোতল ছুড়তে থাকে। প্রতিযোগিতার আয়োজক ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা রেফারিকে আড়াল করে সাজঘরে ঢুকিয়ে দেন। এরপরই উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের একাংশ ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের উপর চড়াও হয়। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্তা টোটন সেনগুপ্ত জানান, মাঠের ধারে লাইনের সীমারেখা চিহ্নিতকরণের পতাকাবাহী লাঠি দিয়ে ফুটবল সচিব লিটন বিশ্বাসকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লিটন বিশ্বাসের দাবি, তাঁর কপালে আঘাত লেগেছে। ইয়ং দলের সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী মাঠে উপস্থিত থাকলেও গণ্ডগোল নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

জলপাইগুড়ি রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রধান হেমব্রম বলেন, 'কয়েকদিন আগেও মাঠে গণ্ডগোল হয়েছে। এবার রেফারিরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।'

১৮ বছর ধরে বন্ধ বাগান, পেট ভরাতে চিন্তায় শ্রমিকরা

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ১৮ বছর ধরে বন্ধ রায়পুর চা বাগান। আসন্ন শুখা মরশুমে ছ'শোর বেশি চা শ্রমিকের দুর্ভোগ চরমে উঠবে। এমনই আশঙ্কা করছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বাগানে চা গাছের পাতার পরিমাণ কমছে। বন্ধ কারখানা হিসাবে ওই বাগানের শ্রমিকরা ফাওলইয়ের টাকা পেলেও প্রতি মাসে তা মিলছে না। একসঙ্গে তিন মাসের টাকা আসে। ফলে, শ্রমিকদের প্রতি মাসের নিত্যদিনের খরচ সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। নভেম্বর থেকেই বহু চা বাগানে শুখা মরশুম শুরু হয়। রায়পুর চা বাগানে আবাদি এলাকার পরিমাণ ক্রমেই কমছে। বর্তমানে ১০০ একর জমিতেও চাষ হয় না। গাছের পরিচর্যাও করা যাচ্ছে না। কারণ, পরিচর্যার জন্য তাঁদের হাতে অর্থ নেই। উল্লেখ্য, শ্রমিকরাই এখন সমবায় ভিত্তিতে বাগানটি পরিচালনা করছেন। এখন বাগানে দৈনিক দু'হাজার কেজি কাঁচা চা পাতা তোলা হয়। সার ও কীটনাশকের অব্যবহারে ক্রমেই কাঁচা পাতার পরিমাণ কমছে। বর্তমানে ৬০০ শ্রমিকের মধ্যে দুশোজনকে পাতা তোলায় নিযুক্ত করা গেলেও এখনও ৪০০ জন শ্রমিক কাজ পাচ্ছেন না। শুখা মরশুমে প্রুনিং জরুরি। কিন্তু ওই কাজের জন্য হাতে টাকা নেই। গত কয়েক বছর বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে শ্রমিকরাই বিনা পারিশ্রমিকে একাজ করেছেন। তাঁরা এবার কী করবেন সেটা লক্ষণীয়।

বাগানের শ্রমিক তথা পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিরু হেমব্রম জানান, শুখা মরশুমে শ্রমিকদের উপার্জনের পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। র‍্যাশনের পাশাপাশি

> শুখা মরশুমে শ্রমিকদের উপার্জনের পথ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। র‍্যাশনের পাশাপাশি ফাওলইয়ের টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
>
> **মিরু হেমব্রম,** *প্রধান পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত*

ফাওলইয়ের টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ওই বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা প্রধান হেমব্রম বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমরা চাই, বাগানের লিজ বাতিল করে যোগ্য মালিকের হাতে মালিকানা হস্তান্তর করা হোক।'

চোখ দানের নজির

মালবাজার, ৩১ অগাস্ট : মাল শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশন রোড বাজারের বাড়িতেই শুক্রবার বেশি রাতে প্রবীণ সাংবাদিক অশোককুমার ছাওছড়িয়া (৭০) প্রয়াত হন। ওইদিনই শিলিগুড়ির গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর বাড়ি গিয়ে কর্নিয়া সংগ্রহ করল। শনিবার দুপুরে মাল নদীর পাশে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। স্ত্রী সারদাদেবী ছাওছড়িয়া জানান, আগেই শিলিগুড়ির চক্ষু হাসপাতালটির সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখা হয়েছিল। প্রয়াত হওয়ার পরই তাদের জানানো হয়। রাতেই ওরা এসে কর্নিয়া সংগ্রহ করে।

এবারও জেলার আহ্বায়ক সুগত

জলপাইগুড়ি, ৩১ অগাস্ট : ২০২৫-এ সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার মনোনীত আহ্বায়কের নাম ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার জেলার আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুগত মুখোপাধ্যায়। তিনি ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার সময়ও আহ্বায়ক ছিলেন।

জল নিয়ে

প্রথম পাতার পর

এদিন সকালে কয়েকজন সেই কাজ বন্ধ করতে বলেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা সকলেই নাকি সৈকতের লোক। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় চাঁদমণি রাউত বলেন, 'এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আমরা অনেকবার পুরসভাকে এই সমস্যার কথা জানিয়েছি। কৃষ্ণ দাস যদি পানীয় জলের কল বসিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে অসুবিধে কোথায়?' প্রশ্ন উঠেছে এলাকার কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্যকে ঘিরে। গোটা ঘটনা নিয়ে দায় এড়িয়ে তিনি বলেন, 'ওয়ার্ডে এই ধরনের কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

শিক্ষক দিবসের

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ায় কিছুটা হতাশ কৃতীরাও। মাধ্যমিকে এবছর রাজ্যে প্রথম হয়েছে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড় সেন। কলকাতার অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল সে। তবে শিক্ষা দপ্তরের মেসেজ পাওয়ার পর থেকেই মন খারাপ তাঁর। প্রসঙ্গ তুলতেই বলল, 'শিক্ষক দিবস একটা বিশেষ দিন। সেই দিনে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা পাওয়াটা বিশেষ অনুভূতি। মেসেজ পেয়ে কিছুটা হতাশ হয়েছি। আশা করছি পরে ওই অনুষ্ঠান হবে।'

তিস্তার জলস্তর কমতে শুরু করেছে। ফের জলপথে চলছে যাতায়াত। শনিবার দক্ষিণ চ্যাংমারি বাঁধের পারে অর্ঘ্য বিশ্বাসের ক্যামেরায়।

জামাইয়ের ক্রোধে পুড়ে মৃত্যু চারজনের

শ্যালকের স্ত্রীকে বিয়ে করার জেদে শ্বশুরবাড়িতে তাণ্ডব

মিঠুন হালদার

মুর্শিদাবাদ, ৩১ অগাস্ট : প্রতিহিংসার বেনজির উদাহরণ। শ্যালকের স্ত্রীকে বিয়ে করতে না পেরে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে আগুনে পুড়িয়ে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক তরুণ। এই ঘটনায় শনিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে চারজনের। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন অভিযুক্ত তরুণও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সাগরদিঘি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও সাতজন। শুক্রবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। ঘটনার প্রেক্ষিতে শুধু সাগরদিঘি নয়, গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়েই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, কয়েক বছর আগে ওই গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে সাগরদিঘি থানারই কড়েয়া গ্রামের বাসিন্দার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এনিয়ে ওই তরুণীর বাপের বাড়ির লোকজনের আর্জিতে গ্রামে নাকি কয়েকবার সালিশি সভাও বসে। কিন্তু স্বামীর অত্যাচার বন্ধ হয়নি। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বছর দুয়েক আগে বিষ পান করে আত্মঘাতী হন ওই তরুণী। এরপর থেকেই এক শ্যালকের স্ত্রীর উপর নজর পড়ে জামাইয়ের। শ্যালকের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের উপর প্রতিনিয়ত চাপ দিত সে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও বসে। কিন্তু সমস্যা মেটেনি।

রমজানকে এড়াতে শেষ পর্যন্ত গ্রামে ঢুকতে বারণ করে দেন গ্রামের বাসিন্দা। এতে হিতে বিপরীত হয়।

> গতকাল সন্ধের পর অভিযুক্ত শ্বশুরবাড়ির ৭-৮ জন সদস্য বাড়ির দাওয়ায় বসে গল্প করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয় জামাই। কেউ কিছু বোঝার আগেই সে সবার গায়ে কোনও তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর নিজের গায়েও ওই তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। স্থানীয়রাই সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
>
> **সাদেমান শেখ,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে জামাইয়ের মনে। শুক্রবার সন্ধেয় হঠাৎ সে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হয়। কেউ কিছু বোঝার আগেই শ্বশুরবাড়ির লোকজনের শরীরে কোনও রাসায়নিক ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় সে।

ওই গ্রামের বাসিন্দা সাদেমান শেখ জানাচ্ছেন, 'গতকাল সন্ধের পর অভিযুক্তর শ্বশুরবাড়ির ৭-৮ জন সদস্য বাড়ির দাওয়ায় বসে গল্প করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয় জামাই। কেউ কিছু বোঝার আগেই সে সবার গায়ে কোনও তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর নিজের গায়েও ওই তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে সবার শরীরে। স্থানীয়রাই সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন চারজন। গুরুতর আহত হন আরও সাতজন। দু'জন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সাগরদিঘি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন দু'জনের পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায় জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, 'অভিযুক্ত তরুণই সবার শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়েছিল। সেই কারণে আহতরা বেশি পরিমাণে দগ্ধ হয়েছেন। গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।'

'দরিদ্র পড়ুয়া'র খোঁজ নেই

কোচবিহার, ৩১ অগাস্ট : আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের যাতে বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া যায়, সেজন্য কোচবিহারের বিভিন্ন কলেজে ইকনমিকালি উইকার্স সেকশন (ইডব্লিউএস) ক্যাটিগোরি চালু করা হয়েছিল। এবার জেলার কলেজগুলিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, কোথাও ১ জন, কোথাও ২ জন ভর্তি হয়েছেন। আবার কোথাও একজন ছাত্রও ভর্তি হননি। প্রতিটি কলেজেই মোট আসনের ১০ শতাংশ এই ক্যাটিগোরিতে বরাদ্দ রয়েছে। সেগুলির বেশিরভাগ ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, জেলায় কি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রীছাত্রী নেই?

তথ্যের সঙ্গে তো ভর্তির বাস্তব ছবিটা মিলছে না। কারণ তথ্য বলছে, জেলায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বহু পড়ুয়াই রয়েছেন। তাহলে এই সুবিধা তাঁরা নিচ্ছেন না কেন? কারণটা হল সচেতনতার অভাব। সেইসব আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ারা জানেনই না যে, কীভাবে ওই বিশেষ কোটায় আবেদন করতে হয়।

এবার প্রশ্ন উঠছে, কলেজগুলির প্রচারের অভাবই কি এর জন্য দায়ী? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকের মনে। অধ্যক্ষদের একাংশ অবশ্য মনে করছেন, প্রচারের অভাবের পাশাপাশি ওই নির্দিষ্ট ক্যাটিগোরিতে ভর্তির জন্য কী কী সার্টিফিকেট প্রয়োজন, কোথা থেকে সেই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে– সেসবও অনেকেই জানেন না। সেকারণে প্রতিটি কলেজেই ওই নির্দিষ্ট ক্যাটিগোরিতে আসন ফাঁকা থাকলেও পড়ুয়ারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় বলেন, 'এই সার্টিফিকেট কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়, সেই সচেতনতা হয়তো ছাত্রদের মধ্যে এখনও হয়নি। পাশাপাশি, তারা হয়তো সময়মতো এই ক্যাটিগোরির জন্য আবেদন করছে না।' খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, এই ক্যাটিগোরিতে এখন পর্যন্ত কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজে ২-৩ জন, কোচবিহার কলেজে ২ জন, ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে জন ভর্তি হয়েছেন। আর বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে তো এই ক্যাটিগোরিতে এখনও একজনও ভর্তি হননি।

নিমলিদের হাতেখড়ি দিয়ে বইগ্রামের যাত্রা শুরু

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অগাস্ট : লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। গাড়িঘোড়া তাঁরা এমনিতেই চড়েছেন। তবে ৮২ বছরের কুলবাহাদুর ছেত্রী, ৬৫ বছরের নিমলি মারাক ও ৫২ বছরের গন্ধরু ওরাওঁদের কাছে শনিবার দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, এদিন নিজের হাতে অ-আ-ক-খ লিখে, সেই স্লেট হাতে নিয়ে তাঁরা আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের পাশে দাঁড়ালেন।

গন্ধরুদের অক্ষরজ্ঞান ছিল না। রাজ্যের প্রথম বইগ্রামের পথচলা শুরু উপলক্ষ্যে এতদিন তাঁদের পড়াশোনা শেখানো হয়েছে। পানিঝোরা গ্রামের এমন ৪৮ জনের অক্ষরজ্ঞান হয়েছে আয়োজক সংগঠন আপনকথার উদ্যোগে। এদিন সেই গন্ধরুদের হাত ধরেই যাত্রা শুরু হল বইগ্রামের।

এতদিন অক্ষরজ্ঞান না হওয়ার পিছনে প্রত্যেকেরই নানা কারণ রয়েছে। আর্থিক সমস্যা তো সকলেরই। কেউ কেউ উপার্জনের ব্যস্ততায় পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও আর করতে পারেননি। পানিঝোরাকে বইগ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে আপনকথার স্বেচ্ছাসেবকরা যা যা কর্মসূচি নিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকের কাছে অক্ষরজ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারও।

কুলবাহাদুরের পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়া আর হয়নি। এত বছর পর সুযোগ মেলায় খুব খুশি। মাত্র ৪-৫ দিনেই নিজের নাম লেখা শিখেছেন। হিন্দি হরফে অ, আ শিখেছেন। যখন শেখার বয়স ছিল, তখন শেখা হয়নি বলে আক্ষেপ রয়েছে। আর রয়েছে আরও শেখার আগ্রহ।

৬৫ বছর নিমলি মারাক বাংলায় নাম লিখতে শিখেছেন। ৫২ বছরের গন্ধরু ওরাওঁয়ের চোখেমুখে খুশির আলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁরাই কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ভালোই লাগছে তাঁর। আর আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহার কথায়, 'বইকে ভালোবেসে আদিবাসী অধ্যুষিত একটি গ্রাম শিক্ষার আলোয় নিজেদের জীবন বদলে যাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছে। এটাই বড় কথা।'

বইগ্রামের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একাধিক অনুষ্ঠান ছিল। উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার সহ কবি, সাহিত্যিক বিশিষ্টরা। নাচের মাধ্যমে অতিথিদের অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা, বৃক্ষরোপণ, সেন্ট্রাল গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, গ্রাম পরিদর্শন, আলোকবর্তিকা গান, বই প্রকাশ, ফলক উদ্বোধন সহ একাধিক অনুষ্ঠান হয়েছে।

বইগ্রাম ঘুরতে ঘুরতে জেলা শাসকও উৎফুল্ল। বললেন, 'খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।'

বইগ্রামে আসা পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় থেকে শুরু করে কবি সৌভিক বণিক সকলেই এই উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রাজাভাতখাওয়ার কাছে পানিঝোরায় বইগ্রামের পথচলা শুরু। শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

বৃক্ষরোপণ

জামালদহ, ৩১ অগাস্ট : শনিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাশ্মশানের ফাঁকা জমিতে ও সর্বজয়ী ক্লাবের মাঠে বাইশটি চারাগাছ রোপণ করেন জামালদহের বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল রায় ডাকুয়া। সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন বাসফোর। তাঁরা আগেও জামালদহের বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক গাছ রোপণ করেন।

দ্রুত পদক্ষেপ চান মোদি

ফের মুখ খুললেন নারী নির্যাতন নিয়ে

এক মঞ্চে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন চলছে। এই প্রেক্ষিতে শনিবার মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লিতে জেলা বিচারবিভাগের জাতীয় সম্মেলনে গিয়ে মোদি বলেছেন, দেশে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য অনেক কঠোর আইন রয়েছে। তবে নারী নির্যাতন রুখতে সেই আইনগুলিকে আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং অন্য বিচারপতিরা।

দিল্লির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নারী নির্যাতন ও শিশুদের নিরাপত্তা আজ গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দেশে একাধিক আইন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেই আইনগুলিকে আরও সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ২০১৯ সালে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ছাড়াও সাক্ষ্যগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের। মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, নিরাপত্তাও তত আঁটোসাঁটো হবে।' নারী নিগ্রহের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় গতি আনার কথাও বলেছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'নির্যাতিতাকে দ্রুত বিচার দেওয়া গেলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নিরাপত্তা সম্পর্কে বৃহত্তর নিশ্চয়তা পাবে।'

বিচারপ্রক্রিয়ায় গতি আনতে গত এক দশকে বিজেপি সরকার কী কী করেছে, অনুষ্ঠানে তার খতিয়ান তুলে ধরে মোদি বলেন, 'বিচার ব্যবস্থার শ্লথ গতি দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকার ১০ বছরে আট হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে।' তিনি বলেন, 'বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গত ২৫ বছরে যে অর্থ খরচ করা হয়েছিল, তার ৭৫ শতাংশ ১০ বছরেই খরচ করেছে বিজেপি সরকার।'

মোদি মন্তব্য

- নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা গভীর উদ্বেগের বিষয়
- মহিলাদের নিরাপত্তায় একাধিক আইন রয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে সেগুলিকে দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, নিরাপত্তাও তত আঁটোসাঁটো হবে
- নির্যাতিতাকে দ্রুত বিচার দেওয়া গেলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নিরাপত্তা সম্পর্কে বৃহত্তর নিশ্চয়তা পাবে
- বিচার ব্যবস্থার শ্লথ গতি দূর করতে কেন্দ্র একাধিক পদক্ষেপ করেছে। বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০ বছরে আট হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে

দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম' নামক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের শীর্ষ আদালতের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোদি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর। এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের যাত্রা নয়, এ হল ভারতের সংবিধানের এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের অগ্রগতি। এটি গণতন্ত্র হিসাবে ভারতের আরও পরিণত হওয়ার যাত্রা।'

৯ অগাস্ট কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। এই পরিস্থিতিতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দু'বার চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, ধর্ষণ ও খুনের মতো ঘৃণ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এমনভাবে আইন সংস্কার করা হোক যাতে সাতদিনের মধ্যে বিচার করে আসামিকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যায়।

মমতার এহেন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে মানবাধিকার সংগঠন পিইউসিএল। বিচারপতি ভার্মা কমিটির ২০১৩-র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তারা বলেছে, 'মৃত্যুদণ্ড দিলেই অপরাধ কমবে তার কোনও প্রমাণ নেই। আর সাতদিনের মধ্যে বিচার করে ফাঁসি দিলে সেটা বিচার হবে না, হবে প্রহসন।' তাদের আরও বক্তব্য, 'ধর্ষণ ও খুনের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে বিচারপ্রক্রিয়াও ব্যাহত হবে। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন ইত্যাদি বিকল্প সাজা না থাকলে বিচারপতিদেরও বহুক্ষেত্রে দ্বিধা হবে অপরাধীকে চরম শাস্তি দিতে। সেক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য অপরাধীরাও ছাড়া পেয়ে যেতে পারেন।' সংগঠনের অভিযোগ, 'আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা ঢাকতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সস্তা চমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর বক্তব্য ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।'

গণেশ চতুর্থীর আগে মণ্ডপের পথে চলেছে গণপতি বাপ্পা। শনিবার মুম্বইয়ে। -পিটিআই

বিজেপির দাবি মেনে ভোট পিছোল হরিয়ানায়

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : গেরুয়াশিবিরের দাবিকেই শেষপর্যন্ত মান্যতা দিল নির্বাচন কমিশন। পিছিয়ে গেল হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের দিন। প্রথমে ঠিক ছিল, ১ অক্টোবর ভোট হবে জাঠভূমে। কিন্তু শনিবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ১ তারিখের বদলে ৫ অক্টোবর হরিয়ানার ৯০টি আসনে একদফায় ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটের দিন পিছিয়ে যাওয়ায় গণনার তারিখেও পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ভোটের ফল ঘোষণা হবে ৮ অক্টোবর। প্রথমে ঠিক ছিল, ৪ অক্টোবর ফল ঘোষণা হবে। তবে হরিয়ানার ভোটের তারিখ পিছোলেও জম্মু ও কাশ্মীরে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই ভোট হচ্ছে। ১ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরে ৪০টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে।

কমিশনের তরফে হরিয়ানায় ভোটের দিন পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বিষ্ণোই সমাজের একটি ধর্মীয় উৎসবকে দেখানো হয়েছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, একাধিক জাতীয় রাজনৈতিক দল, রাজ্যভিত্তিক দল এবং সর্বভারতীয় বিষ্ণোই মহাসভার তরফে ভোটের তারিখ নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছিল। বিষ্ণোই সমাজের লোকজন শতাব্দীপ্রাচীন অসোজ অমাবস্যা উৎসবে যোগ দিতে হরিয়ানা থেকে রাজস্থানে যান। কমিশন জানিয়েছে, আগের তারিখে ভোট হলে ওই উৎসবে বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ দেওয়ায় তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হতেন। তাতে হরিয়ানায় ভোটদানের হার কমে যেত। সেই কারণে ভোটের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

নতুন নির্ঘণ্ট

- নতুন সূচি অনুযায়ী হরিয়ানায় ভোট হবে ৫ অক্টোবর
- ১ অক্টোবর ওই ভোট হওয়ার কথা ছিল
- জম্মু ও কাশ্মীরে অবশ্য ১ অক্টোবর ভোট হবে
- ৪ অক্টোবরের বদলে ৮ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় গণনা

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের তরফে আগেই এই ইস্যুটিকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের দিন পিছোনোর দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস বারবার বলেছে, ভোটে পরাজয় টের পেয়ে তারিখ পিছোনোর দাবি তুলেছে গেরুয়াশিবির। হাতশিবিরের সাফ কথা, ভোটের তারিখ যতই পিছোনো হোক, মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। হরিয়ানায় এবার পরিবর্তন হচ্ছেই।

ধর্মীয় উৎসবের কারণে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার ঘটনা হরিয়ানাতেই প্রথম হল তা নয়। ২০২২ সালের পঞ্জাব বিধানসভা ভোটের সময় গুরু রবিদাস জয়ন্তীর কারণে নির্বাচনের তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই বছর মণিপুরের ভোটেও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের রবিবাসরীয় প্রার্থনার কথা ভেবে নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করেছিল কমিশন। গতবছর রাজস্থানে দেবুথানি একাদশীর জন্য বিধানসভা ভোটের সূচি বদলেছিল কমিশন। একইভাবে উত্তরপ্রদেশে ২০১২ সালে একটি ধর্মীয় উৎসবের কারণে ভোটের দিন পরিবর্তন করা হয়েছিল। এবার রাজস্থানের বিষ্ণোই মহাসভার তরফে হরিয়ানায় ভোটের দিন বদলের আর্জি জানানো হয়েছিল কমিশনকে।

হিমন্তকে আক্রমণ জেডিইউ-এর

গুয়াহাটি ও পাটনা, ৩১ অগাস্ট : নমাজ বিতর্কে মতবিরোধ সামনে চলে এল বিজেপি এবং এনডিএ শরিক জেডিইউয়ের। অসম বিধানসভায় প্রতি শুক্রবার জুম্মার নমাজ বিরতিতে কোপ বসিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। অসম সরকারের ওই সিদ্ধান্তের জবাবে শনিবার মুখ খুলেছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ। দলের নেতা নীরজ কুমার বলেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা দেশের সংবিধানের মূল নীতির পরিপন্থী। প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই তাদের পরম্পরা বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, আপনি রমজানের সময় শুক্রবারের ছুটিতে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছেন। দাবি করেছেন, এর ফলে কর্মক্ষমতা বাড়বে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উচিত, এসবের দিকে না তাকিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে নজর দেওয়া।' তবে শুধু এনডিএ-র শরিক দল নয়, হিমন্তের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। তিনি বলেন, 'সস্তার জনপ্রিয়তা এবং যোগীর চিনা সংস্করণ হওয়ার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদের হেনস্তা করছেন।' এর জবাবে হিমন্ত বলেন, 'তেজস্বী যাদব আমার সমালোচনা করছেন। কিন্তু আমি ওঁর কাছে জানতে চাই, এই ধরনের কাজ কি বিহারে রয়েছে? বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার উচিত ছিল চার ঘণ্টার বিরতি কার্যকর করা। জ্ঞান দেওয়ার আগে কিছু করে দেখান।'

তরুণীকে খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূতের

ওয়াশিংটন, ৩১ অগাস্ট : এক নেপালি তরুণীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি আমেরিকার হিউস্টনের। সোমবার ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম ববি সিং শাহ (৫১)। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৃত

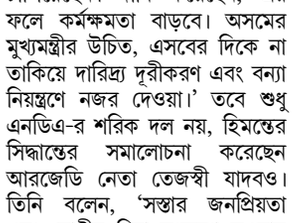

ওই তরুণীর নাম মুনা পান্ডে (২১)। নেপাল থেকে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন মুনা। সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ মুনার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তরুণীর শরীরের একাধিক জায়গায় গুলির চিহ্ন ছিল। কেন মুনাকে খুন করলেন ববি, তাঁরা আগে থেকেই পরস্পরকে চিনতেন কি না, ধৃতকে জেরা করে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে টেক্সাস পুলিশ। মুনা হিউস্টন কমিউনিটি কলেজে পড়তেন।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শনিবার বেঙ্গালুরুতে।

রাজ্যের স্বার্থেই জোট কংগ্রেসের সঙ্গে : ওমর

শ্রীনগর, ৩১ অগাস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের অধিকারের স্বার্থেই তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন বলে দাবি করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) সহ সভাপতি ওমর আবদুল্লা। শুক্রবার দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে জোটগঠন মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কারণ, যে সমস্ত আসনে

কাশ্মীর

আমাদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল, সেরকম বহু আসন আমরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।' জম্মু ও কাশ্মীরে এবার তিন দফায় ভোট হচ্ছে। প্রথম দফায় ২৪টি আসনে ভোট হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। ভোটপূর্ব জোট অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীরের ৯০টি আসনের মধ্যে এনসি ৫১টি, কংগ্রেস ৩২টি আসনে লড়াই করছে। সিপিএম এবং প্যান্থার্স পার্টিকে একটি করে আসন ছাড়া হয়েছে। বাকি ৫টি আসনে এনসি এবং কংগ্রেসের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হচ্ছে।

ওমরের কথায়, 'এই লড়াই শুধু আমাদের নয়। গোটা জম্মু ও কাশ্মীরের লড়াই। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত ভুল হয়েছে সেগুলি শোধরালে শুধু আমরা নই, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত নাগরিক উপকৃত হবেন। তাই জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আমরা যৌথভাবে লড়াই করছি। সেই কারণে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

সাফ কথা, 'বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট দরকার ছিল।' এনসি-কংগ্রেস জোট বাঁধায় গুলাম নবি আজাদ নিজের দলের ভোটপ্রচারেও নামছেন না বলে দাবি করেন ওমর। তাঁরা ক্ষমতায় এলে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে জন নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইসলামি নেতাদের প্রার্থী হওয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন ওমর। তিনি বলেন, 'ওঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেটা ভালো ব্যাপার। সবারই অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা যে প্রায় ৩০-৪০ বছর ধরে ভুগেছে সেটা থেকে ওঁদের কী লাভ হয়েছে? যে রক্তস্নান হয়েছিল তা থেকে কী পাওয়া গিয়েছে? প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। কবরস্থানগুলি ভরে গিয়েছে শুধুমাত্র ওঁদের জন্য।' বিজেপিকেও একহাত নিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, '৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের কারণে মানুষ দলে দলে ভোট দিতে বেরিয়েছেন বলে বিজেপি যে দাবি করেছে সেটা ঠিক নয়।'

> এই লড়াই শুধু আমাদের নয়। গোটা জম্মু ও কাশ্মীরের লড়াই। তাই জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আমরা যৌথভাবে লড়াই করছি।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাস্তায় কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ৩১ অগাস্ট : বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজভবনের সক্রিয়তা ঘিরে অভিযোগ মোদি জমানায় নতুন নয়। এই নিয়ে বিরোধী শিবির বারবার অভিযোগ তুললেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যপালদের রাশ টেনে ধরার কোনও চেষ্টা করেননি। বরং রাজ্যপালদের অতিসক্রিয় ভূমিকার পক্ষে সম্প্রতি সওয়াল করতে শোনা গিয়েছিল তাঁদের। রাজভবনের অতিসক্রিয়তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার পথে নামল কংগ্রেস। শনিবার কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শাসকদল। তাতে শামিল হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার।

মাইসুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (মুডা)-র জমি বণ্টন করা নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে অনুমতি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তাঁর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শনিবার রাজভবন চলো পদযাত্রা বের করে কংগ্রেস। শিবকুমার বলেন, 'এই মিছিলের লক্ষ্য হল রাজভবন যেন কোনও রাজনৈতিক দলের দপ্তরে পরিণত না হয়।' কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যপাল পদের গরিমা নষ্ট করা হচ্ছে। সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দেওয়া নিয়ে রাজ্যপালকে বিঁধেছে হাতশিবির।

কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির ইন্ধনে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করতেই রাজ্যপাল পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করছেন। রাজ্যপাল বিমাতৃসুলভ আচরণ করছেন। শিবকুমার বলেন, 'এই প্রতিবাদ কর্মসূচি মোটেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হচ্ছে না। ওঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা আদালতের বিচারাধীন। রাজভবন যাতে কোনও রাজনৈতিক দলের দপ্তরে পরিণত না হয় সেজন্যই রাজভবন চলো অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা এই সাংবিধানিক পদের গরিমা রক্ষা করার দাবিতে এই আন্দোলনে নেমেছি।'

কেদারনাথের পথে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার

কেদারনাথ, ৩১ অগাস্ট : শনিবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে বিকল হয়ে যায় একটি যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। বেসরকারি সংস্থার হেলিকপ্টারটিকে দুপুর নাগাদ এয়ারলিফট করে সারাইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল বায়ুসেনার এমআই-১৭ চপার। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছোনোর আগেই ঘটে যায় বিপত্তি। মাঝআকাশে চেন ছিঁড়ে ভেঙে পড়ে বিকল হেলিকপ্টারটি। কেদারনাথ ও গৌচরের মাঝে ভীমবালির লিঞ্চোলি গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে হতাহতের খবর নেই। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ভেঙে পড়া হেলিকপ্টারটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

অগাস্টে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সড়কপথে কেদারনাথযাত্রা কঠিন হওয়ায় তীর্থযাত্রীদের অনেকেই হেলিকপ্টারের সাহায্য নিচ্ছেন। কেদারনাথযাত্রায় তাই হেলিকপ্টারের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হেলিকপ্টার এয়ারলিফটের সময় দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কেদারনাথ থেকে

ভেঙে পড়া কপ্টারের কাছে উদ্ধারকারীরা।

এয়ারলিফট করে আনার সময় হেলিকপ্টারটি চেন ছিঁড়ে লিঞ্চোলিতে মন্দাকিনী নদীর কাছে ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা পুলিশকে দুর্ঘটনার খবর দেন। থানা থেকে সেই খবর যায় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কাছে। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণের কাজ চলছে। কারও প্রাণহানি হয়নি।

আমেরিকা যাচ্ছেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : ঝটিকা সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শ্যাম পিত্রোদা জানিয়েছেন, ৮ সেপ্টেম্বর ডালাসে যাবেন রাহুল। ওইদিন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন বিরোধী দলনেতা। শ্যাম বলেন, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি যাবেন রাহুল গান্ধি। সেখানে বিভিন্ন থিংকট্যাংক, ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন তিনি।

শ্যাম জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি লোকসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে তাঁকে প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট মানুষজন আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন।

রাহুল তাতে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধির আসন্ন মার্কিন সফর সফল হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে রাহুলের মার্কিন সফর সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

'মি টু' ঝড়ে বেহাল মালয়ালম সিনেজগৎ, সরব মালা-রাধিকা

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ অগাস্ট : যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তাল মালয়ালম সিনেজগৎ। মি টু'র অভিযোগ তুলেছেন মালয়ালম ছবিতে কাজ করা বহু অভিনেত্রী। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক রঞ্জিত, সিপিআইএমের অভিনেতা- বিধায়ক এম মুকেশ সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা। মালয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কলাকুশলীদের হেনস্তা ও যৌন নিগ্রহের শিকড় কতটা গভীরে ছড়িয়েছে হেমা কমিটির রিপোর্টে সেটা বোঝা গিয়েছে। হেনস্তার শিকার সিনেশিল্পীদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা শরৎকুমার এবং মালা পার্বতী। দু'জনেই নিজেদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন।

রাধিকা জানান, একটি ছবিতে

গোপন ক্যামেরায় নগ্ন দৃশ্য রেকর্ডিংয়ের অভিযোগ

কাজ করার সময় নায়িকাদের নগ্ন দৃশ্য রেকর্ড করার জন্য পোশাক পরিবর্তনের ভ্যানে গোপন ক্যামেরা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে সেইসব ফুটেজ ভাগাভাগি করে নেয় সিনেমার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন পুরুষ। রেকর্ডিংগুলি তাদের মোবাইল ও কম্পিউটারের বিভিন্ন ফোল্ডারে রাখা ছিল। প্রতিটি ফোল্ডারের নামকরণ সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রীর নামে রাখা হয়। তবে যে ছবির শুটিং চলাকালীন এই কাণ্ড ঘটেছিল, তার নাম জানাতে রাজি হননি রাধিকা। তাঁর দাবি,

শুধু মালয়ালম নয়, অন্যান্য ভাষার ইন্ডাস্ট্রিতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। রাধিকার কথায়, 'মহিলারা আমার কাছে এসে বলেছেন, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন, এটা শুধু কেরলে নয়, বিভিন্ন ভাষায় হয়ে থাকে।' প্রবীণ অভিনেত্রীর আক্ষেপ, 'কোনও পুরুষ মুখ খোলেননি, কোনও পুরুষ কিছু বলেননি...সরব হওয়ার দায়িত্ব শুধু মহিলাদের।'

২০১০-এ মালয়ালম ছবি অপূর্বরাগমের শুটিংয়ের সময় যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী মালা পার্বতী। ছবিতে তাঁর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতার হাতে কীভাবে তাঁকে নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল সেই কথা জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার পর তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে ৬ মাস কাজের জগতে ফিরতে পারেননি। পরে স্বামীর কথায় ফের শুটিং শুরু করেন। পার্বতী জানান, তাঁর স্বামী তাঁকে বলেছিলেন, 'পিছিয়ে যেও না লড়াই চালিয়ে গেলে তুমিই জিতবে।'

হেমা কমিটির রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছেন মালয়ালম চলচ্চিত্রশিল্পী সংগঠনের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি অভিনেতা মোহনলাল। শনিবার তিনি বলেন, 'অ্যাসোসিয়েশন অফ মালয়ালম মুভি আর্টিস্টস কোনও শ্রমিক সংগঠন নয়। এটি একটি পরিবার।' শিল্পী সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে তাঁর পক্ষেও চুপ করে থাকা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মোহনলাল। আগামী দিনে মি টু-কে কেন্দ্র করে মালয়ালম সিনেমা জগৎ যে আরও উত্তাল হবে, বর্ষীয়ান অভিনেতার কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

শাম্ভু সীমানায় অন্নদাতাদের আন্দোলনের ২০০ দিন

পাশে আছি কৃষকদের ভিনেশ

চণ্ডীগড়, ৩১ অগাস্ট : অধিকার রক্ষার লড়াই দুটোই। উভয় ক্ষেত্রেই নিশানায় সেই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তাই শাম্ভু সীমানায় ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বা এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টি সহ একাধিক দাবিতে চলতে থাকা কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁদের সুরে সুর মেলালেন অলিম্পিয়ান কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। আন্দোলনকারী অন্নদাতাদের মাঝে বসে 'সোনার মেয়ে' বলেন, 'একজন কৃষকের পরিবারে জন্মানোয় আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের মেয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের নিজেদেরই উঠে দাঁড়াতে হবে। কারণ, আমাদের জন্য কেউই আসবে না।' আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আপনাদের আন্দোলন আজ ২০০ দিন সম্পূর্ণ করল। এটা দেখা খুব কষ্টের। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা যে কারণে এখানে এসেছেন সেটা যেন আপনারা পেয়ে যান। আপনাদের অধিকার, ন্যায়বিচার।' এদিন প্রথমে খানাউরি সীমানায় প্রতিবাদী কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন ভিনেশ। কিন্তু পরে শাম্ভু সীমানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শাম্ভু সীমানায় আন্দোলন করছেন হরিয়ানা, পঞ্জাবের কৃষকরা। হরিয়ানায় ১ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। তার আগে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মহিলাদের ওপর অপরাধ, বেকারত্বের পাশাপাশি কৃষকদের ক্ষোভ নিয়েও সরব হয়েছে কংগ্রেস। এবার ভিনেশ কৃষক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ভোটের আগে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ভিনেশ এদিন বলেন, 'আমিও একজন কৃষক-কন্যা। একজন কৃষক প্রতিদিন যে সংঘর্ষ করে আমার পরিবারও সেই সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছে। ফসল এবং ভাবী প্রজন্মকে রক্ষা করতে আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে আছি।' এর আগে মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রভাবশালী বিজেপি নেতা তথা কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন ভিনেশ ফোগট, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া প্রমুখ খ্যাতনামা কুস্তিগির। তাঁদের আন্দোলনে সেই সময় কৃষকরাও শামিল হয়েছিলেন। কুস্তিগিরদের সমর্থন করেছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে ভিনেশ বলেন, 'আমরা এদেশের নাগরিক। যদি কেউ কোনও ইস্যু তোলেন তাহলে সেটা শোনা দরকার। সবকিছুকে জাতপাত কিংবা ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা উচিত নয়। কৃষকদের কথা অবশ্যই শোনা দরকার। তাঁদের অধিকার দেওয়া উচিত।' তাঁর কথায়, 'কুস্তিগিরদের লড়াইয়ে কৃষকরা যে সমর্থন করেছিলেন আমি সেটা কখনও ভুলতে পারব না। আমি ওঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সবসময় এদেশের কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াব।'

হরিয়ানার শাম্ভু সীমানায় কৃষকদের আন্দোলনের মঞ্চে অলিম্পিয়ান ভিনেশ ফোগট। শনিবার।

> একজন কৃষকের পরিবারে জন্মানোয় আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের মেয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের নিজেদেরই উঠে দাঁড়াতে হবে। কারণ, আমাদের জন্য কেউই আসবে না।
>
> **ভিনেশ ফোগট**

এদিন আন্দোলনকারীদের মঞ্চে কিষান মজদুর মোর্চার কোঅর্ডিনেটর সারওয়ান সিং পান্ধের, বিকেইউ (শহিদ ভগৎ সিং) অমরজিৎ সিং মোরহি, সংগঠনের মুখপাত্র তেজবীর সিং, বিকেইউ (ক্রান্তিকারী) সুরজিৎ সিং ফুল প্রমুখ কৃষক নেতা ভিনেশকে সংবর্ধনা দেন। পান্ধের বলেন, 'অলিম্পিকে ভিনেশ ফোগটের পারফরমেন্সে গর্বিত। কৃষকদের সমর্থন করা থেকে স্পষ্ট, উনি আমাদের বিষয়টি বোঝেন। আমরা যাতে দিল্লি পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে দাবিদাওয়াগুলি তুলে ধরতে পারি, সেইজন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, শাম্ভু এবং খানাউরি সীমানা যেন খুলে দেওয়া হয়।' ভিনেশ বলেন, 'রোদ, ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে কৃষকরা ২০০ দিন ধরে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য এখানে বসে রয়েছেন। তাঁদের দাবিগুলি পূরণের জন্য আমি সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। ২০০ দিন ধরে ওঁদের কথা শোনা হচ্ছে না এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার।' তিনি বলেন, 'কৃষকরা যদি ফসল না ফলান তাহলে খেলোয়াড়রা কিছুই করতে পারবেন না। একদিকে আমরা অলিম্পিকের মতো বড় মঞ্চে গর্বের সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্ব করি। অন্যদিকে আমাদের ঘরে আমাদের পরিবার দুর্দশায় ডুবে রয়েছে। নিজেদের অধিকারের জন্য প্রতিবাদ করছেন। সরকারের উচিত কৃষকদের দাবিগুলি শোনা। যদি সরকার মেনে নেয় যে তারা ভুল করেছে, তাহলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পূরণ করাও উচিত।'

বাঙালি শ্রমিক খুনে ধৃত দুই নাবালক সহ ৭

গোরক্ষকদের তাণ্ডব হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ৩১ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের দাদরির ছায়া এবার হরিয়ানার চড়খি দাদরিতে।

গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' বাংলার এক নির্মাণ শ্রমিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একইসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে দুই নাবালককেও। ঘটনাটি ঘটে ২৭ অগাস্ট হরিয়ানার চড়খি দাদরি জেলায়। এই ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃত তরুণের পরিবার।

হরিয়ানার এই ঘটনা প্রায় এক দশক আগের উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে মহম্মদ আখলাক হত্যাকাণ্ডকে মনে করিয়ে দিয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে বাংলার পুলিশ। তারা হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

চড়খি দাদরির পুলিশ সুপার পূজা বশিষ্ট জানিয়েছেন, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সাবির মল্লিক (২৬)। গোমাংস খাওয়ার অভিযোগ তুলে স্থানীয় গোরক্ষক বাহিনীর ছেলেরা তাঁর ওপর চড়াও হয়। সাবিরের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন অসমের বাসিন্দা আসিরুদ্দিন নামে এক তরুণ। স্থানীয় একটি বাস স্ট্যান্ডে তুলে নিয়ে গিয়ে সাবিরের পাশাপাশি তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। সেইসময় পথচারীরা গোরক্ষকদের বাধা দিলে, সাবির ও আসিরুদ্দিনকে বাইকে চাপিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। পরে ভান্ডোয়া খালের কাছে সাবিরের দেহ উদ্ধার হয়। আপাতত হাসপাতালে আসিরুদ্দিনের চিকিৎসা চলছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত গোরক্ষক দলের দুই নাবালক সহ সাতজনকে আটক করে হরিয়ানা পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচ অভিযুক্ত হলেন অভিষেক, রবীন্দ্র, মোহিত, কমলজিৎ এবং সাহিল। নিহত সাবিরের ভগ্নিপতি সুজাউদ্দিন অপরাধীদের কঠোরতম সাজার দাবি তুলেছেন।

বাসন্তীর বাসিন্দা সাবিরের বাবা আব্দুর কাদের গাজির অভিযোগ, ছেলে হরিয়ানায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। সেখানেই তাঁকে গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের নাসিকে ঢুলে এক্সপ্রেসে প্লাস্টিকের কৌটোয় 'গোমাংস' নিয়ে ওঠার অভিযোগে প্রকাশ্যেই গালি দিয়ে ও চড়থাপ্পড় মেরে নিগ্রহ করা হল আশরফ মুনিয়ার নামে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় নেটদুনিয়ায়। ভিডিওতে দেখা যায়, ভিড় ট্রেনের মধ্যে ঘিরে ধরে একদল তরুণ ওই বৃদ্ধকে মৌখিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করলেও সহযাত্রীরা কেউই এগিয়ে আসেননি তাঁকে বাঁচাতে। তরুণদের বলতে শোনা যায়, 'থলিতে কী আছে? গোরুর মাংস? কেন খাসির মাংস পেলেন না? কোথায় যাচ্ছেন? কারা খাবে এই মাংস?' এসব বলতে বলতেই বৃষ্টির মতো চড়থাপ্পড় মারা হতে থাকে জলগাঁওয়ের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধকে। ভীত বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলছিলেন, এটা গোরুর নয়, খাসির মাংস। তিনি মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছেন মালেগাঁওয়ে। তাঁর কথায় বিশ্বাস হয় না তরুণদলের। একজন বলেন, 'সত্যিই এটা গোরু না খাসির মাংস খেয়ে দেখতে হয়!' যদিও শনিবার ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। রেল কমিশনারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত গোরক্ষকদের শনাক্ত করলেও এখনও একজনকেও ধরতে পারেনি। ঘটনার নিন্দা করেছেন এনসিপি শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর জিতেন্দ্র অবোধ। তাঁর বক্তব্য, 'মহারাষ্ট্রের ৯৫ শতাংশ মানুষ আমিষাশী। এখানে গোরক্ষকদের তাণ্ডব মানুষ মেনে নেবেন না।'

বৃদ্ধের ওপরে চড়াও ট্রেনযাত্রীরা। গোমাংস সঙ্গে রয়েছে, এই সন্দেহে।

টুকরো খবর

আরব সাগরে শক্তি সঞ্চয় আসনার

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : গুজরাটের কচ্ছ-সৌরাষ্ট্রের অদূরে শক্তি সঞ্চয় করছে ঘূর্ণিঝড় আসনা। আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি একটি বিরল ঘটনা। ১৯৭৬-এর পর প্রথমবার এই অঞ্চলে ঘর্ণিঝড়ের আবির্ভাব ঘটেছে বলে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী,

শুক্রবার রাত থেকে ওমান উপকূলের দিকে সরতে শুরু করবে আসনা। ভারতে সরাসরি আঘাত না করলেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

শুক্রবার থেকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে গুজরাট সংলগ্ন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশেও। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দুই দেশে রবিবার পর্যন্ত আবহাওয়া খারাপ থাকবে।

স্বামীকে অন্য ঘরে থাকতে বলা নিষ্ঠুরতা

লখনউ, ৩১ অগাস্ট : স্বামীকে আলাদা ঘরে থাকতে স্ত্রী'র বাধ্য করাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির বিবাহবিচ্ছেদের মামলায়, স্ত্রী'র নিষ্ঠুরতাই উঠে এল এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে। বিচারপতি রঞ্জন সেন ও সুভাষ বিদ্যার্থীর বেঞ্চ জানিয়েছে, সহবাস বৈবাহিক জীবনের

অঙ্গ। স্ত্রী স্বামীকে আলাদা ঘরে থাকতে বাধ্য করে সহবাস অস্বীকার করলে তিনি স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। বিষয়টি স্বামীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলবে। এই মামলায় স্বামী বিচ্ছেদ পাওয়ার জন্য জানিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী শুধু তাঁকে আলাদা ঘরে থাকতে বাধ্য করার সঙ্গে আত্মহত্যারও হুমকি দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি খ্রিস্টানকে সিএএ-তে নাগরিকত্ব

পানাজি, ৩১ অগাস্ট : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-তে এক পাকিস্তানি খ্রিস্টান নাগরিককে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হল বুধবার। তাঁর নাম জোসেফ ফ্রান্সিস পেরেইরা (৭৮)। সিএএ-তে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত।

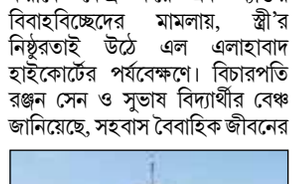

দক্ষিণ গোয়ার পারোদা গ্রামের বাসিন্দা পেরেইরা স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানে গিয়ে করাচিতে বসবাস করেছিলেন। পাকিস্তানের নাগরিকত্বও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১৩ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। সেই থেকে ভারতেও থাকছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পেরেইরা গোয়ার প্রথম বাসিন্দা যিনি সিএএ-তে ভারতের নাগরিকত্ব পেলেন।

১২ নভেম্বরের পর ভিস্তারা-যুগ শেষ

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : মিশে যাচ্ছে টাটাগোষ্ঠী পরিচালিত দুই বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এবং ভিস্তারা। কয়েকমাসের মধ্যে দুই সংস্থার সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। শুক্রবার বলে দিলেন ভিস্তারা সিইও বিনোদ কানন। তিনি বলেন, 'ভিস্তারা এবং এয়ার ইন্ডিয়া এই সংযুক্তিকরণ মসৃণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খুব তাড়াতাড়ি আমরা এয়ার ইন্ডিয়া হিসাবে গ্রাহকদের স্বাগত জানাব।'

এর ফলে ভারতের উড়ান পরিষেবা নতুন মাত্রা পাবে বলে জানান তিনি।

ভিস্তারার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ১২ নভেম্বরের পর গ্রাহকরা আর তাদের সংস্থার উড়ানের টিকিট বুক করতে পারবেন না। তারপর থেকে ভিস্তারার উড়ানগুলি এয়ার ইন্ডিয়া হিসাবে পরিচালিত হবে। ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ভিস্তারার বুকিং পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ভিস্তারার ৫১ শতাংশ মালিকানা রয়েছে তাদের হাতে।

ট্রাম্পের নিরাপত্তা বলয়ে আটক তরুণ

ওয়াশিংটন, ৩১ অগাস্ট : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে ফের নিরাপত্তা সংকটে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘটনাস্থল সেই পেনসিলভেনিয়া। কয়েকসপ্তাহ আগে যে প্রদেশে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল এক তরুণ। সেই বার বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। সিক্রেট সার্ভিসের স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয় আততায়ী। শনিবার সেই স্মৃতি উসকে প্রচারের মাঝে ট্রাম্পের সভামঞ্চে ওঠার চেষ্টা করল আরও এক তরুণ। সতর্ক নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে ধরে ফেলেন। তরুণের পরিচয় জানা যায়নি। তার কাছে কোনও অস্ত্র ছিল কিনা তাও স্পষ্ট নয়। তবে এদিনের অপ্রীতিকর ঘটনা ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়িয়েছে।

পেনসিলভেনিয়া পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জনস্টাউনে ট্রাম্পের জনসভায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। খোলা মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। আচমকা ভিড়ের

মধ্যে থেকে এক তরুণ মঞ্চের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। তাকে ধরে ফেলেন নিরাপত্তাকর্মীরা। ধস্তাধস্তির মধ্যে তরুণকে টেজার গানের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে কাবু করে ফেলেন তাঁরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সভাস্থলে। ট্রাম্পকে অবশ্য বিচলিত দেখায়নি। সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন রিপাবলিকান প্রার্থী। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে সংবাদমাধ্যম তাঁকে প্রাপ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন ট্রাম্প।

জলমগ্ন গোটা এলাকা। তাই পারাপারের একমাত্র ভরসা নৌকা। শনিবার পাটনাতে। -পিটিআই

গোটা বিশ্বের উদ্বেগের কারণ চিন : জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : পাকিস্তান, বাংলাদেশের পর এবার চিন। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আরও এক প্রতিবেশী দেশ প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর মতে, চিন শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বের কাছে একটি অভূতপূর্ব সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং অর্থনীতির মাধ্যমে গোটা বিশ্বের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে বেজিং। শনিবার ইটি ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, 'কয়েকদশক আগে পর্যন্ত বিশ্বের প্রথমসারির দেশগুলি চিনের উৎপাদন ক্ষমতা এবং দেশটির গুরুত্ব সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিল না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিনের ভূমিকাও ছিল সীমিত। তবে এখন সেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ চিন ইস্যুতে নানা সমস্যার মোকাবিলা করছে। এখন চিন শুধু ভারতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে না, সব দেশই তাদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।'

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, 'ইউরোপ বা মার্কিন সরকারের কর্তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অন্যতম বিষয়টি কী? প্রায় সবাই চিনের কথা বলবেন। এক্ষেত্রে আমেরিকার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। ওদের বিদেশনীতিতে চিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। একইভাবে ভারতেরও চিনকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।' এদিন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ইস্যুতেও সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি বিদেশি বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সমর্থক। তবে আমার মতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা ছাঁকনি থাকা দরকার। দেশের শিল্প, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ধ্বংস করে বিদেশি বিনিয়োগ টানার যুক্তি থাকতে পারে না।'

নিখোঁজ রুশ হেলিকপ্টার

মস্কো, ৩১ অগাস্ট : চালক ও যাত্রী সহ মাঝ আকাশ থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল রাশিয়ার একটি হেলিকপ্টার। সেটিতে চালক দলের ৩ সদস্য ও ১৯ জন যাত্রী ছিলেন। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এমআই ৮ হেলিকপ্টারটি শনিবার সকালে কামচাটকা উপদ্বীপের কাছে ভাৎসকাজেৎস আগ্নেয়গিরি এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে না পৌঁছোনোয় হেলিকপ্টারের খোঁজ শুরু হয়। সারাদিন তল্লাশি চালিয়েও হেলিকপ্টার বা তার ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলেনি। সকাল থেকে ভাৎসকাজেৎস আগ্নেয়গিরির আশপাশে বৃষ্টি হচ্ছিল, ঝোড়ো হওয়া বইছিল। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল গোটা এলাকা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

মেছো মাজনে বিপাকে রামদেব

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : ফের আইনি জটে জড়ালেন পতঞ্জলির রামদেব। বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশের অভিযোগে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

পতঞ্জলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাদের দাঁতের মাজন 'দিব্য মঞ্জন' সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছে। ওই মাজনের বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে, 'নিরামিষ ভেষজ উপাদানে তৈরি'। কিন্তু পতঞ্জলির দিব্য মঞ্জনে সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাংশের নির্যাস রয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টে এই

নিয়ে মামলা হওয়ার পরেই জবাব তলব করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে পতঞ্জলি এবং কেন্দ্রকে।

অভিযোগ, পতঞ্জলির দিব্য মঞ্জনে 'সমুদ্রফেন' নামে একটি উপাদান রয়েছে। যা আদতে সামুদ্রিক প্রাণী 'সেপিয়া অফিসিনালিস' (কমন কাটলফিশ)-এর দেহাংশের নির্যাস! ওষুধ এবং প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে ভুল তথ্যের ব্যবহার রুখতে দেশে চালু আছে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস রুলস, ১৯৪৫'। ওই আইনের ১৭০ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে, আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধা এবং ইউনানি ওষুধের বিজ্ঞাপনে কোনওরকম ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেওয়া যাবে না। দিব্য মঞ্জনের প্যাকেটে রয়েছে 'সবুজ বিন্দু'। এর অর্থ, ওই মাজন নিরামিষ এবং ভেষজদ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত। এই পরিস্থিতিতে মাজনে মৎস্য-দেহাংশ মিললে তা আইনের চোখে 'অপরাধ' ছাড়া কিছু নয়।

'করাচিতে পাক এজেন্টরা ছায়ার মতো অনুসরণ করত'

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : জন্মলগ্ন থেকেই ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখে পাকিস্তান। ভারতীয় কূটনীতিকদেরও স্বাভাবিক চোখে দেখা হয় না। তবে ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক তৈরি হয়। পাকিস্তানে নিযুক্ত প্রথম ভারতীয় মহিলা কূটনীতিক রুচি ঘনশ্যাম একজন কূটনীতিকের দুটি ভিন্ন সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, একজন কূটনীতিক যে দেশে নিযুক্ত থাকেন, সেই দেশের সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক হয় সরকারি স্তরে। অন্যটি গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্তরে।

রুচি ঘনশ্যামের লেখা বই 'ইন্ডিয়ান উওম্যান ইন ইসলামাবাদ ১৯৯৭-২০০০' –বইয়ে পাকিস্তানে থাকার সময় সেই দেশের সরকার তাঁকে কীভাবে দেখত, তার আলেখ্য রয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে পেঙ্গুইন র‍্যানডাম হাউস ইন্ডিয়া।

রুচি লিখেছেন, করাচিতে থাকার সময় একদিন প্রাক্তন পাকিস্তানি কূটনীতিক ও লেখক হুসেন হাক্কানির বাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু একটু এগোতে বুঝতে পারলেন, একটি গাড়ি ও মোটর সাইকেল তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করছে। গাড়িটিতে পাঁচজন। মোটর সাইকেলে রয়েছেন দু'জন। রুচি লিখেছেন, 'আমার অদ্ভুত লেগেছিল। আমি হুসেনের বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও ঢুকলেন। হুসেন পরিচারককে সবাইকে চা দিতে বললেন।'

স্বীকারোক্তি ভারতীয় কূটনীতিকের

রুচির ঘনশ্যামের বয়স ৬৪। তাঁর কূটনৈতিক জীবন তিন দশকেরও বেশি। দীর্ঘ কূটনৈতিক জীবনের মাত্র কয়েক বছর ছিলেন পাকিস্তানে। তাঁর লেখা বলছে, বাইরে বেরোলেই পাক এজেন্টেরা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ

করতেন। যেখানে যেতেন বাইরে অপেক্ষা করতেন তাঁরা। কাজ হয়ে গেলে বেরোনো মাত্র ফের সঙ্গী হতেন। আসলে তাঁরা চেষ্টা করতেন, তাঁর কথাবার্তা শোনার। 'একদিন সন্ধ্যায় লাহোরে বাড়ির লোকেদের নিয়ে পিৎজা খেতে গিয়েছি। গাড়িতে জিপিএস ছিল না। হঠাৎ কয়েকজন এসে কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইল। এবার তাঁরাই রেস্তোরাঁর পথ দেখাল।'

কার্গিল যুদ্ধ, কান্দাহার অপহরণ কাণ্ডের সময় পাক হাইকমিশনে রুচি ও তাঁর স্বামী এআর ঘনশ্যাম। স্বামী ছিলেন কমার্শিয়াল কাউন্সেলার পদে। এদিকে যাত্রীদের বাঁচাতে অপহরণকারীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য স্বামীকে ডেপুটেশনে কান্দাহারে পাঠায় বাজপেয়ী সরকার। ইসলামাবাদ বিরক্ত হয়। তারা বলেছিল, এআর ঘনশ্যাম আসলে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং(র)-এর সদস্য।

কার্গিল, কান্দাহার কাণ্ডের পর দু'দেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়। রুচি সাউথ ব্লকে ফেরেন ২০০১ সালে। পরে দুটি দেশই হাইকমিশনে কর্মী সংখ্যা ছেঁটে ফেলেছিল। ফিরে আসেন ভারতীয় হাইকমিশনারের স্ত্রী। তিনি এদেশে ফিরে রুচিকে জানিয়েছিলেন, হুসেন হাক্কানি রুচির জন্য তাঁর হাতে উপহার পাঠিয়েছেন। বইয়ে তার উল্লেখ রয়েছে। রুচি লিখেছেন, উপহারটি রুচির পছন্দ হয়েছে কি না তা জানার জন্য হুসেন ইসলামাবাদ থেকে ফোন পর্যন্ত করেছিলেন। রুচির কথায়, সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্তরেও হয়।

খেলায় আজ

১৯৭২ : প্রথম আমেরিকান হিসেবে বরিস ফিশার বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন। রেইকজাভিকে দাবায় সবচেয়ে আলোচিত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিশার ১২.৫-৮.৫ পয়েন্টে হারিয়ে দেন রাশিয়ার বরিস স্প্যাসকিকে।

সেরা অফবিট খবর

১৮ বছরে চার দেশ

ইউএস ওপেন থেকে নোভাক জকোভিচের ছুটি করে দেওয়া অ্যালেক্সি পপিরিনের জন্ম ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। তাঁর বাবা-মা অবশ্য রাশিয়ান বংশোদ্ভূত। ৮ বছর বয়সে বাবার কর্মসূত্রে তাঁকে চলে যেতে হয় দুবাইয়ে। ২ বছর তাঁরা সেখানে থেকে চলে যান স্পেনে। সেখানে তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন অ্যালেক্স ডি মিনাউর। কিন্তু ২০১৭ সালে তিনি ফ্রান্সের একটি অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান। ১৮ বছরে চার দেশ ঘুরে ফেলার সুবাদে তিনি ইংরেজি, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষা আয়ত্ত করেছেন।

ভাইরাল

ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে সূর্য-শ্রেয়স

বুচিবাবু ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে এখন কোয়েম্বাটোরে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব ও শ্রেয়স আইয়ার। ম্যাচের মাঝেই শুক্রবার সময় বের করে তাঁরা দুইজন হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ হাসপাতালের ফ্রি পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি ওয়ার্ডে। সেখানে ক্যানসার আক্রান্ত ১৫ জন খুদের চিকিৎসা চলছে। দুই ভারতীয় দলের ক্রিকেটারের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলেন ধবল কুলকার্নিও। খুদেরা লাল গোলাপ দিয়ে তাঁদের বরণ করেন। সূর্য-শ্রেয়সের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে খুদেরা যে প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল সেটা তাদের হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

ইনস্টা সেরা

তারৌবায় মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের জানিলিয়া গ্লাসগোর ক্যাচ ধরেন বার্বাডোজ রয়্যালসের আমান্ডা জেড ওয়েলিংটন। এরপরই তাঁর দিকে ছুটে আসেন আলিয়া অ্যালিনে। দুইজনে মাঠে সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে একে অপরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেলিব্রেট করতে থাকেন।

উত্তরের মুখ

মিত্র সম্মিলনীর অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ সরকার। ফাইনালে তাঁরা ৬৭৩ পয়েন্টে সৌরভ ভট্টাচার্য-মিন্টু রাহা রায়কে হারিয়ে দেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কোনও একটি ক্লাবের কোচ থাকার রেকর্ড কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. অবনী লেখারা,
২. ওয়াকার ইউনিস।

সঠিক উত্তরদাতারা

বীণাপানি সরকার হালদার, নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, নিবেদিতা হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, অমৃত হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, কৌশোভ দে।

অঘটনের ইউএস ওপেন

বিদায় জোকারের

অ্যালেক্সি পপিরিনের কাছে হেরে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন নোভাক জকোভিচ।

ওয়াশিংটন, ৩১ অগাস্ট : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার পর নোভাক জকোভিচ। চলতি ইউএস ওপেনে একের পর এক অঘটন ঘটেই চলেছে। ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন সার্বিয়ান মহাতারকা জকোভিচ। তিনি অস্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় অ্যালেক্সি পপিরিনের কাছে পরাজিত হন ৪-৬, ৪-৬, ৬-২, ৪-৬ গেমে। পরপর দুইদিনে টেনিস জগতের দুই মহাতারকার বিদায়ের পর অনেকেই চলতি ইউএস ওপেনকে 'অঘটনের ইউএস ওপেন' বলে অভিহিত করেছেন। সদ্য প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী সার্বিয়ান তারকার সামনে কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের হাতছানি ছিল। কিন্তু পপিরিনের কাছ থেকে হেরে তিনি বিদায় নেবেন তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি জকোভিচ। প্রথম দুই সেট হারার পর তৃতীয়টিতে দুর্দান্তভাবে জিতে লড়াইয়ে ফিরেছিলেন জোকার। কিন্তু চতুর্থ সেট জিতে শেষ হাসি হাসেন পপিরিন। পরাজয়ের পর অবশ্য সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'নিজের কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ টেনিস খেলেছি। এরপরেও যে তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত যেতে পেরেছি, সেটাই অনেক বড় সাফল্য।' সদ্য অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন। তারপরেই এতটা খারাপ ফলের কারণ কী? উত্তরে সার্বিয়ান তারকার মন্তব্য, 'আমি অলিম্পিকে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলাম। তারপরও ইউএস ওপেনে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল না। কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকে আমি স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারিনি।' ২০১৭ সালের পর এই প্রথমবার কোনও মরশুম গ্র্যান্ড স্ল্যামহীন থাকলেন সার্বিয়ান তারকা। চলতি মরশুম তাই দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন তিনি। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য অপেক্ষা বাড়ল জকোভিচের।

এদিকে নোভাককে হারিয়ে আবেগে ভাসছেন অজি তারকা পপিরিন। তিনি বলেছেন, 'আমি এর আগে ১৫ বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছি। কিন্তু চতুর্থ রাউন্ডে যেতে পারিনি। এবার সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। তাও আবার বিশ্বের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়কে হারিয়ে। পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। নিজের কঠোর পরিশ্রমের দাম পেয়েছি।' পুরুষদের সিঙ্গলসে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই রাশিয়ার আন্দ্রেই রুবলেভ। তিনি হারিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকাকে ৬-৩, ৭-৫, ৬-৪ গেমে। নরওয়ের ক্যাসপার রুড হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর চিনের সান জুং চেংকে হারিয়েছেন ৬-৭ (১/৭), ৩-৬, ৬-০, ৬-৩, ৬-১ ব্যবধানে।

মহিলাদের সিঙ্গলসে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ ও রানার্স আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। প্রতিযোগিতার ২৯তম বাছাই একাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভাকে ২-৬, ৬-১, ৬-২ ফলে সাবালেঙ্কা হারিয়েছেন। ম্যাচের পর সাবালেঙ্কা বলেছেন, 'প্রথম সেটে আলেকজান্দ্রা দারুণ খেলেছে। খুব কঠিন ছিল ম্যাচে ফেরত আসা। তবে আমি খুব খুশি, শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ফিরে এসে জয় ছিনিয়ে নিয়েছি।' এছাড়াও জয় পেয়েছেন মার্কিন তারকা গফ। তিনি ৩-৬, ৬-৩, ৬-৩ ব্যবধানে ইউক্রেনের এলিনা স্বিতোলিনাকে হারিয়েছেন।

চতুর্থ রাউন্ডে ওঠার পর কোকো গফ ও আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

অজিদের বিরুদ্ধে দলে দ্রাবিড়-পুত্র

বেঙ্গালুরু, ৩১ অগাস্ট : ভারতীয় দলে দ্রাবিড়!

তবে সিনিয়ার নন, জুনিয়ার। রাহুল নন, সমিত।

কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র সমিত আজ অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের পাশে চারদিনের ম্যাচও খেলবে ভারতীয় দল। সেই দল ঘোষণা হয়েছে আজ। আর একদিনের পাশে চারদিনের ম্যাচের স্কোয়াডেও সুযোগ পেয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচের পুত্র সমিত।

সন্ধ্যার দিকে বহু চেষ্টার পর সমিতের পিতা রাহুলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। শুধু বলেছেন, 'আমার কিছু বলার নেই। আগে ওকে খেলতে দিন।' সমিত অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন কি না, স্পষ্ট নয়। সম্ভবত সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেটের মিস্টার ডিপেন্ডেবল রাহুল কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না। তাছাড়া বাবার মতো সমিত শুধু ব্যাটার নন। তিনি অলরাউন্ডার। বোলিংটাও করতে জানেন। শেষ কোচবিহার ট্রফিতে বেশ ভালো পারফর্ম করেছিলেন সমিত। কর্ণাটকের প্রথম কোচবিহার ট্রফি জয়ে সমিতের অবদানও রয়েছে। যদিও দিন কয়েক আগেই শেষ হওয়া কর্ণাটক টি২০ লিগে মাইসোর ওয়ারিয়র্স দলের হয়ে তেমন পারফর্ম করতে পারেননি তিনি। সাত ম্যাচ খেলে করেছিলেন ৩৩ রান। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে সমিত ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে গোটা দেশের মতো বাবা রাহুলেরও নজর থাকবে নিশ্চিতভাবেই।

সমিত দ্রাবিড়।

২৮৬ রানের জুটিতে বিশ্বরেকর্ড বাদোনিদের

ছয় ছক্কায় যুবিকে স্পর্শ প্রিয়াংশের

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : টি২০ ক্রিকেট ম্যাচে ২৮৬ রানের যুগলবন্দি!

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী মরশুমে এদিন এমনই ধুন্ধুমার ব্যাটিং দেখা গেল সাউথ দিল্লি সুপারস্টার্স বনাম নর্থ দিল্লি স্ট্রাইকার্স ম্যাচে। সৌজন্যে দিল্লি সুপারস্টার্সের দুই বিস্ফোরক ব্যাটার আয়ুষ বাদোনি, প্রিয়াংশ আর্য। দ্বিতীয় উইকেটে বাদোনি-প্রিয়াংশ ২৮৬ রান যোগ করেন। টি২০ ফরম্যাটে যা বিশ্বরেকর্ড।

লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে আইপিএলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলার সুবাদে আয়ুষ বাদোনি পরিচিত নাম ঘরোয়া ক্রিকেটে। এদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৫৫ বলে ১৬৫ রান করেন বাদোনি। সতীর্থ প্রিয়াংশ করেন ৫০ বলে ১২০। আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল ২৫৬। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে চিনের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে জাপানের লাচলান ইয়ামামোতে লেক (১৩৪) ও কেন্দেল কাদোওয়াকি ফ্লেমিং (১০৯) যে রেকর্ড গড়েছিলেন।

বাদোনি-প্রিয়াংশের জুটির সুবাদে দক্ষিণ দিল্লি সুপারস্টার্স ৫ উইকেটে ৩০৮ রান তোলে ২০ ওভারে। ১৯টি ছক্কায় সাজানো বাদোনির ১৬৫ রানের ইনিংস, যা টি২০ ফরম্যাটে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। ভাঙেন শ্রেয়স আইয়ারের ১৪৭ রানের রেকর্ড। প্রিয়াংশ অপরদিকে মানন ভরদ্বাজের ওভারে ছয় বলে ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে যুবরাজ সিংয়ের নজিরকে স্পর্শ করেন।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর আয়ুষ বাদোনি ও প্রিয়াংশ আর্য।

প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ রুবিনার

প্যারিস, ৩১ অগাস্ট : প্যারালিম্পিকে ভারতকে পঞ্চম পদক এনে দিলেন মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের রুবিনা ফ্রান্সিস। তিনি মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ ওয়ান ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন। আট প্রতিযোগীর ফাইনালে তাঁর স্কোর ২১১.১।

এর আগে রুবিনা ২০২২ এশিয়ান প্যারাগেমসে ব্রোঞ্জ, ২০২২ চাঙ্গওন বিশ্বকাপে ১টি রুপো, ২টি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তিনি গতবছর চাঙ্গওন বিশ্বকাপে ২টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ জেতেন।

রুবিনার জন্ম হয় পায়ে ত্রুটি নিয়ে। মেকানিক বাবা শুটিংয়ের প্রতি মেয়ের ভালোবাসা দেখে তাঁকে নিয়ে যান পুনের গান ফর গ্লোরি অ্যাকাডেমিতে। রুবিনার জীবনে ২০১৭ থেকে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। জয় প্রকাশ নটিয়ালের প্রশিক্ষণে নজর কাড়েন রুবিনা। সুযোগ পান মধ্যপ্রদেশের শুটিং অ্যাকাডেমিতে। সেখানে কোচ হিসেবে পান যশপাল রানাকে। জেতেন একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার। বড় সাফল্য আসে ২০২১ সালের লিমা বিশ্বকাপে, যেখানে তিনি টোকিও প্যারালিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেন। যদিও টোকিওতে সেখানে শেষ করেছিলেন সপ্তম স্থানে।

ড্র করল আর্সেনাল

লন্ডন, ৩১ অগাস্ট : ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করল আর্সেনাল। টানা দুই ম্যাচ জিতে চলতি ইপিএল শুরু করেন মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। কিন্তু শনিবার ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল তারা। ৩৮ মিনিটে কাই হাভার্জ গোল করে গানার্সদের এগিয়ে দেন। ৫৮ মিনিটে সমতা ফেরান জোয়াও পেড্রো। ৪৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন আর্সেনালের ডেকলান রাইস। টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে তাঁকে পাবেন না আর্তেতা। দুই দলই তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে দুইয়ে রয়েছে ব্রাইটন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-১ গোলে জিতেছে ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে। ১০, ৩০ ও ৮৩ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিটি।

গোল করে উচ্ছ্বাস কাই হাভার্জের।

বার্সার সাতে রাফিনহার তিন

বার্সেলোনা, ৩১ অগাস্ট : চলতি লা লিগায় টানা চতুর্থ জয় পেল বার্সেলোনা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে তারা এখন লিগ টপার। শনিবার বার্সা ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে রিয়াল ভালাদোলিদকে। ২০, ৬৪ ও ৭২ মিনিটে গোল করে রাফিনহা হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। এছাড়াও একটি করে গোল পেয়েছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি, জুলস কুন্দে, ড্যানি ওলমো ও ফেরান টোরেস।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ১-০ গোলে জিতেছে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে। অ্যাঞ্জেল কোরেয়া গোল করেন।

বাংলাদেশ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু রোহিতের

চোট পেয়ে সূর্য দলীপে অনিশ্চিত

মুম্বই, ৩১ অগাস্ট : শুরুতেই ধাক্কা সূর্যকুমার যাদবের।

টেস্ট প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে লাল বলের ফরম্যাটে জোর দিয়েছেন। প্রাক মরশুম প্রস্তুতি হিসেবে মুম্বইয়ের হয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু টুর্নামেন্টকেও বেছে নেন। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই বিপত্তি। দলের হারের সঙ্গে চোট পেয়ে বসলেন সূর্য। ফিল্ডিং করার সময় হাতে চোট। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারেননি। ৫ সেপ্টেম্বর চার দলীয় দলীপ ট্রফি শুরু। তার আগে হাতে চোট সূর্যর দলীপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

বুচিবাবুতে একমাত্র ইনিংসে রান পাননি। দলীপে (রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন সি দলে রয়েছেন) খেলতে না পারলে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খাবে ১৯ মাস পর সূর্যর টেস্ট প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা। কয়েকদিন আগে সূর্য বলেছিলেন, 'লাল বলের ক্রিকেট ভালোবাসি। প্রথমে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সুযোগ পেলেও লাল বলে খেলা সবসময় উপভোগ করি। অগ্রাধিকারও দিয়ে থাকি। দলীপে খেলার নেপথ্যে সেটাই মূল কারণ।'

এদিকে, বাংলাদেশ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন রোহিত শর্মা। শ্রীলঙ্কা সফরের পর লম্বা ছুটিতে রয়েছেন। পরবর্তী টেস্ট ১৯ সেপ্টেম্বর। হাতে সপ্তাহ তিনেকের মতো সময় থাকলেও প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন। শুরুতে ফিটনেসে জোর। এদিন জিম সেশনে ঘাম ঝরানোর যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রোহিত। জিম সেশনের সঙ্গী দুই বন্ধু, ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ধবল কুলকার্নিও।

অভিষেক, ধবলের সঙ্গে রোহিতের 'সম্পর্ক' দীর্ঘদিনের। ক্রিকেটের ফাঁকে মুম্বইয়ে থাকলে একত্রে সময়ও কাটান। কিছুদিন আগেই তিনজনকে দেখা গিয়েছিল স্থানীয় এক রেস্তোরাঁতে। দুই বন্ধুর সঙ্গে যে ছবিও পোস্ট করেছিলেন রোহিত। ডেআউট নয়, এদিন ত্রয়ী মিলে শরীরকে ফিট রাখার প্রচেষ্টা।

> লাল বলের ক্রিকেট ভালোবাসি। প্রথমে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সুযোগ পেলেও লাল বলে খেলা সবসময় উপভোগ করি। অগ্রাধিকারও দিয়ে থাকি। দলীপে খেলার নেপথ্যে সেটাই মূল কারণ।
>
> **সূর্যকুমার যাদব**

জিম সেশনের ফাঁকে ধবল কুলকার্নি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে রোহিত।

শতরানের পর জো রুট।

কুককে টপকে গেলেন রুট

লন্ডন, ৩১ অগাস্ট : প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরান করে জো রুট একাই টানলেন ইংল্যান্ডকে। দলের ২৫১ রানের মধ্যে রুটের একারই ১০৩। রুটের সৌজন্যে শ্রীলঙ্কার সামনে ৪৮৩ রানের পাহাড় সমান টার্গেট রাখল ইংরেজরা। একই সঙ্গে রুট গড়লেন একগুচ্ছ রেকর্ড। অ্যালাস্টেয়ার কুককে পেরিয়ে ইংল্যান্ডের সবাধিক টেস্ট শতরানের (৩৪) নজির রুটের দখলে। চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে রুট লর্ডসে এক টেস্টের দুই ইনিংসে তিন অঙ্কের রান করলেন। গতকাল নায়ক অবশ্য ছিলেন গাস অ্যাটকিনসন। গাস মাত্র চার টেস্ট খেলে লর্ডসের বিখ্যাত সাম্মানিক বোর্ডে নিজের নাম তুলে ফেলেছেন। কী এই সাম্মানিক বোর্ড? লর্ডসে টেস্টের এক ইনিংসে ৫ উইকেট, এক টেস্টে ১০ উইকেট এবং শতরান -এই তিন কীর্তির জন্য রয়েছে তিনটি বোর্ড। গাস এই তিনটি কীর্তিই গড়ে ফেলেছেন এক মরশুমেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'এটা স্বপ্নের মত! ব্যাটিংয়ের জন্যও লর্ডসের সাম্মানিক বোর্ডে জায়গা পাবো ভাবিনি।' তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার স্কোর ৫৩/২। ক্রিজে দিমুথ করুণারত্নে (২৩) ও প্রভাত জয়সূর্য (৩)।

মিরাজের স্পিনে ফের থরহরিকম্প পাকিস্তান দলের

পাকিস্তান-২৭৪
বাংলাদেশ-১০/০

রাওয়ালপিন্ডি, ৩১ অগাস্ট : কাঁপুনি কাটছে না পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের।

বাংলাদেশ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে আজ ফের তারই পুনরাবৃত্তি। মেহেদি হাসান মিরাজের স্পিনের সামনে ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ করে ফিরলেন বাবর আজম, আবদুল্লা শফিকরা। বৃষ্টির জন্য শুক্রবার ম্যাচের প্রথম দিনে একটা বলও খেলা হয়নি।

আজ টসে জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিং করতে পাঠায় বাংলাদেশ। প্রথম ওভারে ওপেনার শফিককে (০) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন তাসকিন আহমেদ। মিরাজদের স্পিন এরপর ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় হোম টিমকে। শেষপর্যন্ত ২৭৪ রানে গুটিয়ে যায় পাক শিবির। সাইম আয়ুব, অধিনায়ক শান মাসুদ, আঘা সলমন—তিনজন হাফ সেঞ্চুরি পেলেও তিনশো পেরোয়নি ইনিংস।

কৃতিত্বটা প্রাপ্য মিরাজদের। প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে সাকিব আল হাসানকে সঙ্গী করে পাক-বধের ইতিহাস তৈরি করেছিলেন মিরাজ।

আশা জাগিয়ে পুনরায় ব্যর্থ বাবর

এদিন সেই মিরাজ-কাঁটাতেই বিদ্ধ পাক ব্যাটাররা। নিট ফল, দ্বিতীয় দিনের পড়ন্ত বিকালে তিনশোর আগে শেষ মাসুদ ব্রিগেড। গোটা চারেক ক্যাচ না ফেললে স্কোরটা আড়াইশো পেরোনোর কথা নয়। জবাবে দিনের শেষে কোনও উইকেট না হারিয়ে ১০ রান তুলেছে বাংলাদেশ।

শফিক শূন্যতে ফেরার পর অবশ্য ১০৭ রানের জুটি গড়েন সাইম আয়ুব (৫৭), শান মাসুদ (৫৮)। কিন্তু মাঝের সেশনে ধস। দুইজনকে ফেরান মিরাজ। বাবর আজমের বড় স্কোরের প্রত্যাশায় জল ঢালেন সাকিব। উলটো দিকে পরপর উইকেট পড়লেও ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকেন। শেষপর্যন্ত বাবরের (৩০) যে ধৈর্যশীল ইনিংসে ইতি পড়ে সাকিবের আর্ম বলে। মিরাজের দাপটের মাঝে শেষদিকে পাক ইনিংসে লড়াই বলতে সলমন আঘার ৫৪। ৬১ রানের বিনিময়ে অর্ধেক পাক ব্যাটারকে ফেরান তিনি। কুঁচকির চোটে ফর্মে থাকা পেসার শরিফুল ইসলামকে বাইরে রেখেই দল নামায় টাইগার। তবে শরিফুলের বিকল্প অভিজ্ঞ তাসকিন আহমেদ (৫৭/৩) অভাব বুঝতে দেননি।

প্রথম টেস্ট জিতে বাংলাদেশ ১-০ এগিয়ে। চলতি টেস্ট ড্র থাকলেও প্রথমবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতার ইতিহাসও তৈরি করে ফেলবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে কিছুটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ। খুশির মধ্যে একটাই খটকা-ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন প্রথম টেস্টে জয়ের নায়ক মুশফিকুর রহিম।

এখন দেখার, বাকি তিনদিনে ম্যাচের মোড় পাক শিবির ঘোরাতে পারে কি না। দায়িত্বটা অনভিজ্ঞ বোলিং ব্রিগেডের ওপর। শাহিন শা আফ্রিদি আগেই বাদ পড়েন। প্রথম একাদশে এদিন রাখা হয়নি নাসিম শা-কেও। বোলিং ব্রিগেডের সম্মিলিত টেস্ট সংখ্যা মাত্র ১৬। এর মধ্যে সর্বাধিক ৬টি টেস্ট খেলেছেন লেগস্পিনার আবরার আহমেদ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ আমাদের প্রিয় **গোপাল সোনা :** আজ তোমার ১২তম শুভ জন্মদিন। কল্যাণময় ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হোক। বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। আয়ুষ্মান হও। এই কামনা করি। - **মা, বাবা, বাবাই, মানিমা, ভাইরা এবং অন্যান্য সকল সদস্য।** রবীন্দ্রনগর, নিউটাউন, ওয়ার্ড নং-১২, কোচবিহার।

ডুরান্ডের নতুন চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (৩)
(কামিংস-পেনাল্টি, সাহাল)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-২ (৪)
(আজারাই, গুয়েরমো)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : নিশ্চিতভাবেই এদিন পৃথিবীর সুখীতম মানুষ জন আব্রাহাম। প্রতি মরশুমে ফুটবলকে ভালোবেসে আর্থিক ক্ষতি করেও এই আশায় দল গড়েন যে তাঁর ক্লাব ভালো খেলবে। তাঁর ভালোবাসার দাম এবার দিলেন কোচ-ফুটবলাররা।

ডুরান্ড কাপের ইতিহাসে নতুন চ্যাম্পিয়ন। এদিন টাইব্রেকারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে মরশুমের এবং নিজেদের ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম ট্রফি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র। শুধু তাই নয়, এর আগে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও দল ডুরান্ড জেতেনি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে হুয়ান পেদ্রো বেনালির দল নিশ্চিতভাবেই রেকর্ড গড়ল। এদিন ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়াতেই যখন মাঠে উপস্থিত সকলেই নিশ্চিত আবারও বিশাল-হাতে জয় তুলে নেবে মোহনবাগান। তখন তাঁর ঘরের মাঠে লিস্টন কোলাসো ও বাঁদিকে শুভাশিস বসুর শট বাঁচিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করলেন প্রতিপক্ষের গুরমিত সিং।

অথচ এদিন ম্যাচের শুরুটা দেখে মনেই হয়নি, ম্যাচটা হেরে যেতে পারে মোহনবাগান। বরং শুরুতে দেখানো কালিয়াপাটু বা কুকরি ডান্সের মতো ধারালো লেগেছে তাদের। দেখে মনে হয়েছিল, ম্যাচ বোধহয় বিরতিতেই পকেটে পুরে ফেলল তারা। নকআউট পর্যায়ে এই প্রথমবার বিরতির আগেই ২-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই খেলার মোড় ঘুরে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কারণ যদি হয় হোসে মোলিনার অতি সাহসী হয়ে দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে নামিয়ে ডিফেন্সটাকে হাট করে খুলে দেওয়া। খানিক দায় নিতে হবে অধিনায়ক শুভাশিসকেও।

তাঁর দিক থেকেই যাবতীয় আক্রমণ শুরু হল নর্থইস্টের। যার ফলও

> টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে জয় এনে দেওয়ার পর গোলরক্ষক গুরমিত সিং।

> ৫৮ মিনিটে সমতা ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস গুয়েরমো ফার্নান্ডেজের।

> পেনাল্টি শুটআউটের সময় শান্ত ছিলাম। আমরা এমন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা সাজিয়েই নেমেছিলাম। সেই পরিকল্পনামাফিক চললে সাফল্য মেলার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। তাই চাপের মুখে শুধু ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।
>
> **গুরমিত সিং**
> নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোলরক্ষক

ততক্ষণ প্রচুর ওয়ার্কলোড নিয়েছেন। তাঁর বিরতির ঠিক পরেই সাহাল আব্দুল সামাদকে তুলে নেওয়াটা তাঁর বড় ভুল। মাঝমাঠ গড়ের মাঠ হয়ে যায় এতে। গত দুই ম্যাচে পিছিয়ে থাকায় যে তাগিদ দেখা গিয়েছে মোহনবাগান।

প্রায় প্রতি ম্যাচেই তিন বিদেশি অ্যাটাকারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাচ্ছেন মোলিনা। এদিন পালা ছিল পেত্রাতোসের। অনুশীলনে হালকা চোট ছিল বলে শোনা গেলেও বিরতির পরই পেয়ে যায় তারা। জিতিন এমএসের সঙ্গে পরে নামা নেস্টর অ্যালবিয়াক ও গুয়েরমো ফার্নান্ডেজ এই সময়ে বাগান ডিফেন্সের নড়বড়ে ভাব দারুণভাবে কাজে লাগালেন। ৫৫ মিনিটে জিতিনের বাড়ানো বলে আলাদিন আজারাইয়ের কোনাকুনি শটে প্রথম গোল। দ্বিতীয় গোল আরও দর্শনীয়। এবার বলটা তুললেন আজারাই এবং অসাধারণ ভলিতে গোল গুয়েরমোর। এরপরও সুযোগ ছিল নর্থইস্টের। জিতিনের শট ভালো ব্লক করেন বিশাল কেইথ। মোলিনা বেগতিক দেখেই স্টুয়ার্টকে তুলে নিয়ে ডিফেন্সে ব্লকিং বাড়াতে অভিষেক সূর্যবংশীকে নামিয়ে দিয়েও চাপ কমাতে পারেননি অবশ্য। এদিন স্টুয়ার্ট যতক্ষণ খেলেছেন অবশ্য তাঁকে নামিয়ে বাগান কোচ বুঝিয়ে দিলেন, শোনা কথায় কান দিতে নেই। তবে তার আগেই অবশ্য যাঁদের উপর তিনি ভরসা রাখেন, তাঁরা নিজেদের কাজটা করে ফেলেছেন। প্রথম গোল ১১ মিনিটে। ঠিক দুই মিনিট আগে সামাদকে জার্সি ধরে বক্সে ফেলে দেন আশির আখতার। পেনাল্টি থেকে গোল জেসন কামিংসের। বিরতির বাঁশি বাজার অল্প আগে দ্বিতীয় গোল। আলবার্তো রডরিগেজের চোট লাগায় তাঁর জায়গায় নামা আশিস রাইয়ের বাড়ানো বল পিছনে থাকা ডিফেন্ডারকে দুইবার যে ডজ করলেন তার দাম লাখ টাকা। ততক্ষণে কামিংস আর স্টুয়ার্ট দুইজনকে টেনে নিয়ে যেতেই ফাঁকা হয়ে যাওয়া সাহাল বল গোলে ঠেলেন। তাঁর আর একটা শট গুরমিত ব্লক না করলে বিরতির আগেই মোহনবাগানের তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ার কথা। ২-২ হয়ে যাওয়ার পর দুই-একটা সুযোগ তৈরি করলেও বিপজ্জনক পরিস্থিতি সেভাবে তৈরি করতে পারেননি দিমি-কামিংসরা।

> বাঁচাতে ব্যর্থ বিশাল-হাত

টাইব্রেকারে প্রথম শট কামিংস উপর দিয়ে মারার পর যখন রেফারি গুরমিত বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য রি কিক দিলেন তখনও মোহনবাগানিদের মনে আশা, দল জিতছেই। তিনি, মনবীর ও দিমির গোলের পাশাপাশি নর্থইস্টের হয়ে গোল করেন মিগুয়েল জাবাকো, পার্থিব গগৈ, গুয়েরমো ও আজারাই। শুভাশিসের শট গুরমিত বাঁচিয়ে দিতে আর পাঁচ নম্বর শট নিতে হয়নি মোহনবাগানকে।

মোহনবাগান : বিশাল, টম, আলবার্তো (আশিস), শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, থাপা, সাহাল (দিমিত্রি), লিস্টন, স্টুয়ার্ট (অভিষেক) ও কামিংস।

প্রথমবার ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলারদের।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার, জোড়া বাউন্সার নিয়ে দোটানায় বোর্ড

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : জোরদার টানাপোড়েন শুরু হয়েছে!

একদিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। অন্যদিকে বোলারদের সমাজ।

ঘরোয়া টি২০ প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলির মাধ্যমে বছর কয়েক আগে বিসিসিআই চালু করেছিল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ও ওভারে জোড়া বাউন্সারের নিয়ম। পরবর্তী সময়ে সেই নিয়ম আইপিএলেও নিয়ে আসা হয়। এখন প্রশ্ন একটাই, ২০২৫ সালের আইপিএলে কি এই দুই নিয়ম থাকবে? নাকি নতুন কোনও নিয়মের আমদানি করবে বোর্ড?

আইপিএল ২০২৫

জবাব আপাতত সময়ের গর্ভে। কিন্তু বিসিসিআই পড়েছে চূড়ান্ত দোটানায়। ক্রিকেট সমাজের নানা অংশ থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আবার ওভারে জোড়া বাউন্সার নিয়েও ছবিটা একই। আইপিএলে এই দুই নিয়মই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। কিন্তু এখন প্রতিবাদ ও সমালোচনাও সামনে আসছে। এমন অবস্থায় মনে করা হচ্ছে, আগামী আইপিএলে এই দুই নিয়মই তুলে দেওয়ার পথে হাঁটতে পারে বিসিসিআই। যদিও রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী সপ্তাহে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে এই দুই বিষয় নিয়ে ঝড় উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ওভারে জোড়া বাউন্সারের নিয়ম উঠে গেলে কুড়ির ক্রিকেটে ব্যাটারদের দাদাগিরি আরও বাড়বে। বোলারদেরও সমস্যা তৈরি হবে। অন্যদিকে, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মকে সমর্থন জানিয়ে সম্প্রতি জাহির খান ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা সরব হয়েছেন। এমন অবস্থায় চাপে পড়ে বিসিসিআই শেষপর্যন্ত এই দুই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার। মজার বিষয় হল, সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, সমালোচনার ঝড় উঠবেই।

জাদেজাই সেরা ফিল্ডার, দাবি রোডসের

নয়াদিল্লি, ৩১ অগাস্ট : ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ফিল্ডার কে?

জবাবে সবার আগে যে নামটা মনে আসে, তিনি জন্টি রোডস। ফিল্ডিং দিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জিতে নিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা। সেই জন্টি রোডসই আধুনিক ক্রিকেটের সেরা ফিল্ডারের শিরোপা দিচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজাকে। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং— তিন বিভাগে জাদেজার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। রোডসের মুখে ফিল্ডার জাদেজার বন্দনা।

প্রো-ক্রিকেট লিগের ট্রফি, জার্সির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর জন্টি রোডস বলেন, 'দুইজন প্লেয়ার, যাদের ফিল্ডিং দক্ষতাকে আমি সবসময় সম্মান করেছি। তারা হল সুরেশ রায়না, রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতের সেরা দুই ফিল্ডার। কিন্তু আধুনিক ক্রিকেট ধরলে নিশ্চিতভাবে সেরা রবীন্দ্র জাদেজা। যাকে আমরা ভালোবেসে স্যর জাদেজা বলেও ডাকি।'

জাদেজাকে সেরার মুকুট দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। রোডস বলেন, 'জাদেজাকে সেরা হিসেবে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ, ও যে কোনও জায়গায় ফিল্ডিং করতে পারে। মিড উইকেট হোক বা লং অন, শর্ট কভার। সব জায়গাতেই স্বতঃস্ফূর্ত। অসম্ভব দ্রুত। ওর কাছে বল যাওয়া মানে ব্যাটাররা বাড়তি সতর্ক। ক্যাচ ধরা, বল ছোড়ার পাশাপাশি তুমি কত তাড়াতাড়ি বলের কাছে পৌঁছোতে পারছ, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে। সবদিক বিবেচনা করে আমার কাছে জাদেজা সেরা।'

গ্যালারিতে ফের প্রতিবাদের গর্জন

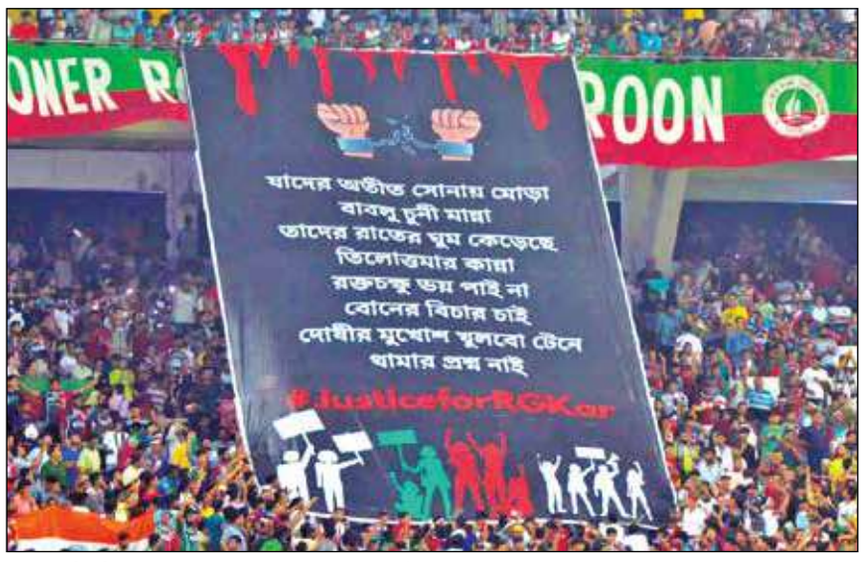

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ডের ফাইনাল ম্যাচেও দর্শকরা আরজি করের ঘটনার বিচার চাইলেন। ছবি : ডি মণ্ডল

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুই কাজে লাগেনি, বললেন মোলিনা

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : ম্যাচ শেষে জেসন কামিংস যেভাবে গ্যালারির উদ্দেশে বল মারেন, তাতেই দলের হতাশা প্রকাশ পেয়েছিল। সেই হতাশারই ছাপ ধরা পড়ছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনার কথায়। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাই পরিষ্কার বলে দিলেন, 'দ্বিতীয়ার্ধে কোনও সিদ্ধান্তই কাজে দেয়নি। সাহাল আব্দুল সামাদের জায়গায় দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে নামিয়ে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। এই ফলাফলে খুবই হতাশ।'

রক্ষণের ধারাবাহিক ব্যর্থতা ভোগাল মোহনবাগানকে, এমনটা বললে অত্যুক্তি হবে না। শুধু রক্ষণ নয়, দলের প্রতিটি বিভাগেই যে আরও উন্নতির প্রয়োজন, এমনটা জানিয়ে স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ানের কথায়, 'দলের রক্ষণ নিয়ে চিন্তিত নই। তবে এদিনের পারফরমেন্সে খুশিও হতে পারছি না। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।'

এদিন গ্যালারিতে ফের জ্বলল প্রতিবাদের শিখা। আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার চেয়ে সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও নামল একের পর এক ব্যানার, টিফো। ম্যাচ শুরুর আগে হাতে প্রতীকী ছবি দেওয়া টিফো নামে। তাতে অসংখ্য হাতে অর্ধেক চাঁদ ধরে থাকার ছবি আঁকা। ১৫ অগাস্ট মেয়েদের 'রাত দখল' কর্মসূচির বার্তা ধরা পড়ছিল। তার ঠিক নীচে একটি ব্যানারে লেখা 'তোর ভয় নেই বোন, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।' এরমধ্যে 'প্রতি' শব্দটি সবুজ ও 'বাদ' শব্দটি মেরুন রঙে লেখা।

আবার লেমন ব্রেকের সময় অতিথি গায়ক 'বন্দেমাতরম' গাওয়া শুরু করতেই একটি নতুন ব্যানার নামে। তাতে ছন্দ মিলিয়ে লেখা, 'যাদের অতীত সোনায় মোড়া - বাবলু, চুনী, মান্না, তাদের রাতের ঘুম কেড়েছে তিলোত্তমার কান্না। রক্তচক্ষু ভয় পাই না, বোনের বিচার চাই। দোষীর মুখোশ খুলব টেনে, থামার প্রশ্ন নাই।'

শান্ত থেকেই সাফল্য : গুরমিত

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : তিনি মাঠে ঢুকতেই ফুটবলাররা ঘিরে ধরেন। তাঁকে কাঁধে তুলে শুরু হয় শূন্যে ছোড়া। তারপর ডুরান্ড ট্রফি নিয়ে ফুটবলাররা যখন উৎসবে মত্ত, তাতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও গেলেন না। হাতের ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করলেন মুহূর্তটা তোমাদের জন্য। ব্যক্তির পরিচয় বলিউড তারকা জন আব্রাহাম। মুহূর্তগুলিই দেখে মনে হচ্ছিল তিনি দলের কর্ণধার নন, যেন কোনও ফুটবলার বা সাপোর্ট স্টাফ। কড়া নিরাপত্তার মাঝে

> গত মরশুমে আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে এই মাঠেই ২ গোলে এগিয়ে গিয়ে হারতে হয়েছিল। এবার সেটা ওদের ফিরিয়ে দিলাম। গোটা ম্যাচে একবারও ছেলেদের ওপর থেকে আস্থা হারাইনি।
>
> **হুয়ান পেদ্রো বেনালি**

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়ার সময় নিরাপত্তাবলয় টপকে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে অল্প কথায় বলেন, 'অবিশ্বাস্য লাগছে।' তাঁর চোখেমুখে সত্যিই তখন বিস্ময়ের ছাপ।

তাঁর মতোই বিস্মিত হয়েছিলেন গ্যালারিতে উপস্থিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা। প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও এভাবে হারা সম্ভব? নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র জন্য এদিনের নায়ক অবশ্যই গোলরক্ষক গুরমিত সিং। লিস্টন কোলাসো ও শুভাশিস বসুর স্পটকিক রুখে ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম ট্রফি এনে

প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্ত বেনালি

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কর্ণধার জন আব্রাহামকে নিয়ে উচ্ছ্বাস কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালির। ছবি : ডি মণ্ডল

হারের হতাশায় ভেঙে পড়েছেন মোহনবাগানের শুভাশিস বসু। -ডি মণ্ডল

দেন ২৪ বছর বয়সি এই হরিয়ানা খ্যাতি অর্জন করা বাগান গোলরক্ষক তনয়। পেনাল্টি সেভের ব্যাপারে বিশাল কেইথের সামনে কীভাবে চাপ সামলালেন গুরমিত? প্রতিযোগিতার সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার হাতে মাঠে দাঁড়িয়েই বলেছেন, 'পেনাল্টি শুটআউটের সময় শান্ত ছিলাম। আমরা এমন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা সাজিয়েই নেমেছিলাম। সেই পরিকল্পনামাফিক চললেই সাফল্য মেলার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। তাই চাপের মুখে ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।'

গুরমিতের প্রশংসায় তাঁর স্প্যানিশ সতীর্থ গুয়েরমো ফার্নান্ডেজ হিয়েরো তে বলেই ফেললেন, 'ও ভারতের সেরা গোলরক্ষক।' গুয়েরমোর বিশ্বমানের গোলেই ম্যাচে সমতা ফেরায় নর্থইস্ট। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম খেতাব জয় নিয়ে তাঁর কথায়, 'মুহূর্তটা খুবই স্পেশাল। আমাদের একে অপরের প্রতি ভরসা ছিল। তাই পিছিয়ে পড়েও কেউ ঘাবড়ে যাইনি।'

মরক্কান স্ট্রাইকার আলায়েদিন আজারেইয়ের গোলে নর্থইস্টের কামব্যাক শুরু হয়েছিল। মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসবের ফাঁকে বলে যান, 'মরশুমের শুরুতেই খেতাব জিতলাম। আগামীদিনে আরও সাফল্য পাওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।'

গুরমিতদের হেডস্যর হুয়ান পেদ্রো বেনালি বোঝালেন তাঁর দল সত্যিই কলকাতা ঘুরতে আসেনি। প্রাক ম্যাচের মতোই ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনেও একই শরীরী ভাষা। আলাদাভাবে কথা বলার সময় তাঁর মুখে প্রতিশোধের কথা ফুটে উঠছিল, 'গত মরশুমে আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে এই মাঠেই ২ গোলে এগিয়ে গিয়ে হারতে হয়েছিল। এবার সেটা ওদের ফিরিয়ে দিলাম। গোটা ম্যাচে একবারও ছেলেদের ওপর থেকে আস্থা হারাইনি।' এই সাফল্য আসন্ন আইএসএলে নর্থইস্টের জন্য যে বুস্টার ডোজের কাজ করবে, তা বলাই যায়।

লিগে আশা শেষ মোহনবাগানের

কলকাতা, ৩১ অগাস্ট : একদিনে জোড়া ধাক্কা সবুজ-মেরুনের। কলকাতা লিগের সুপার সিক্স খেলার আশা শেষ হয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। শনিবার ক্যালকাটা কাস্টমস ২-০ গোলে হারিয়েছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে।

ফলে গ্রুপ 'বি'-এর তৃতীয় দল হিসেবে সুপার সিক্সে যোগ্যতা অর্জন করল কাস্টমস। এদিকে, আজ গ্রুপের শেষ ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলবে মেসারার্সের বিরুদ্ধে। সুপার সিক্সে জিততে গেলে এই ম্যাচ জিততে হবে সাদা-কালো শিবিরকে।

e-TENDER NOTICE
Office of the Prodhan
Changmari Gram Panchayat
Kranti :: Jalpaiguri
Notice inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT No. NIT-2/CHANGP/KRANTI/24-25 Dated 28/08/2024. For further details following site may be visited **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Changmari Gram Panchayat
Kranti :: Jalpaiguri

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI
Eastern India's Finest Natural Stone Experience
Subh Marbles
1985
Floors To Walls
9093260030
7828774703
www.subhmarbles.com

STAR HOSPITAL
SILIGURI STAR HOSPITAL
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY
AREA OF EXPERTISE:
- All Skin, Hair & Nail Diseases
- Hair Fall - PRP
- Acne & Acne Scars
- Skin Rejuvenation & Pigmentation
- Chemical Peels & Mesotherapy
- Anti Ageing - Botox For Fine Lines & Wrinkles
- Double Chin Reduction
DR. ANISHA NAJEEB
MBBS, MD (Dermatology)
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com www.starhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005